THIS BOOK IS CREATED BY BANGLA BOOKS DIRECT LINK

এই বইটি বাংলা বুকস ডাইরেক্ট লিংক এর সৌজন্যে নির্মিত

Visit: https://web.facebook.com/groups/blbookdl/

GROUP INFO: সব ধরনের বাংলা বই এর সফট কপি (পিডিএফ, ইপাব ইত্যাদি) এবং অডিও ভার্সনের ডাইরেক্ট লিংক পাবেন এই গ্রুপে । সব বই ফেসবুকে আপলোড করা । আপনাকে অন্য কোন লিংকে যেতে হবে না, ফেসবুক থেকেই সরাসরি বই ডাউনলোড করতে পারবেন । যারা অনেক কষ্ট করে এই পিডিএফ তৈরী করেছেন তাদের প্রতি আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা ।

(আরেকটা কথা, কোন বই, প্রকাশের দেড় থেকে দু' বছর পর্যন্ত সে বইয়েই 'সফট কপি' তৈরী বা শেয়ার না করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে গ্রুপের পক্ষ থেকে । ধন্যবাদ, সাথেই থাকুন ।)

"বই প্রেমীদের পাবলিক গ্রুপ"

Largest collection of bangla PDF books

(2) Bangla Book's Direct

web.facebook.com/notes/230085787193777/★★★বুক%20ইনডেক্স★★★/52763644(

★★★বুক ইনডেক্স★★★

AL MAHMUD ANIK · SATURDAY, APRIL 25, 2015

- ফেসবুকের কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেমের জন্যে বই ডাউনলোডে আপাত করণীয়ঃ

********সূচীপত্র*********

1. 'অ' থেকে 'চ' পর্যন্ত
2. 'ছ' থেকে 'ম' পর্যন্ত
3. 'য' থেকে 'হ' পর্যন্ত
4. তালিকার বাইরে বিভিন্ন লেখকের বই
5. ইপাব বই, গ্রুপের তৈরি পিডিএফ,ইপাব, গ্রুপের অনূদিত কমিকস ইত্যাদি
6. সাহায্য ডক
7. গ্রুপের অফিশিয়াল পেইজ
8. অল্প কিছু নিয়ম-কানুন

Like · Comment · Share

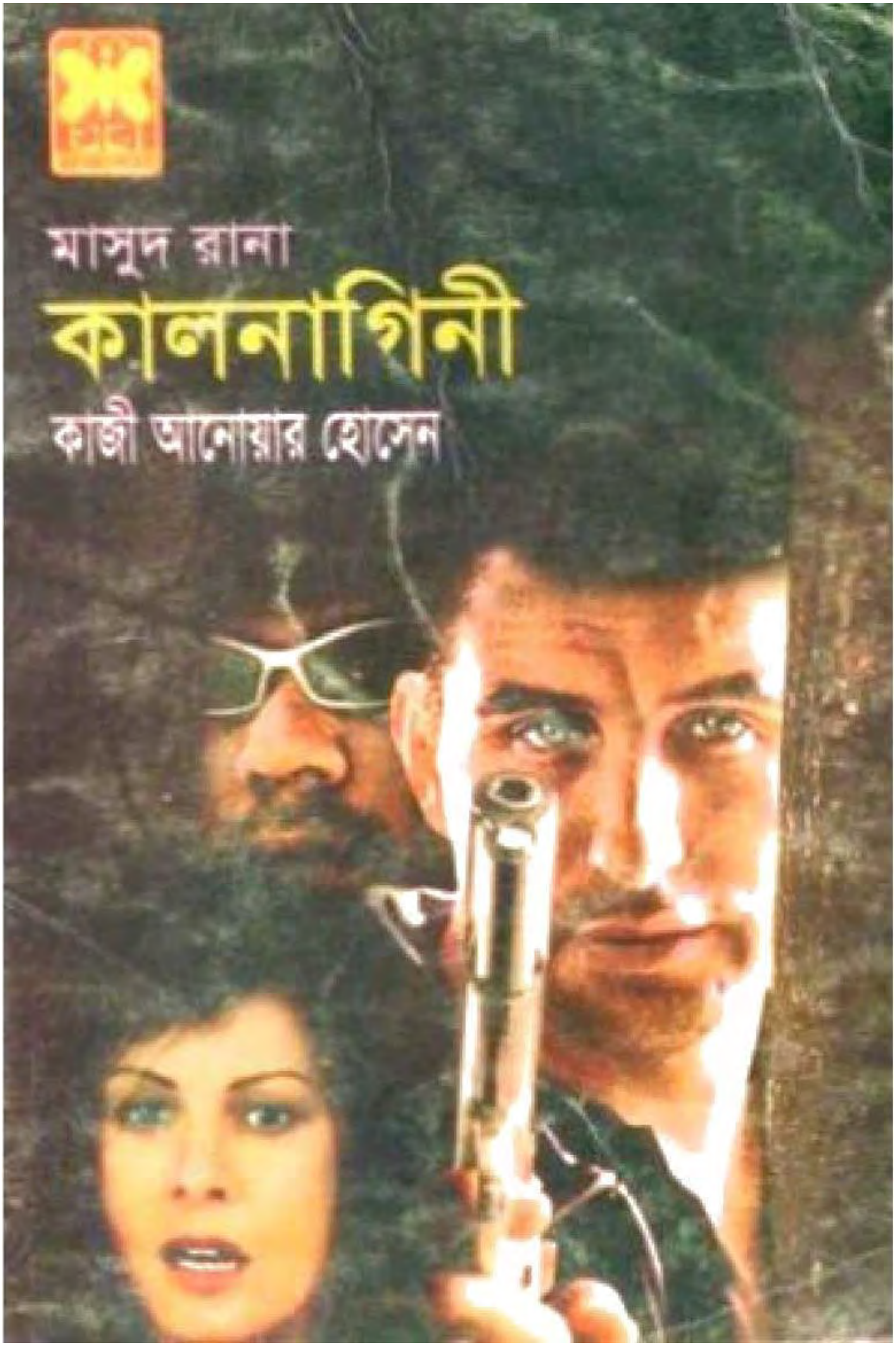
মাসুদ রানা
কালনাগিনী
কাজী আনোয়ার হোসেন

রানা ৩৪৯

কালনাগিনী

কাজী আনোয়ার হোসেন

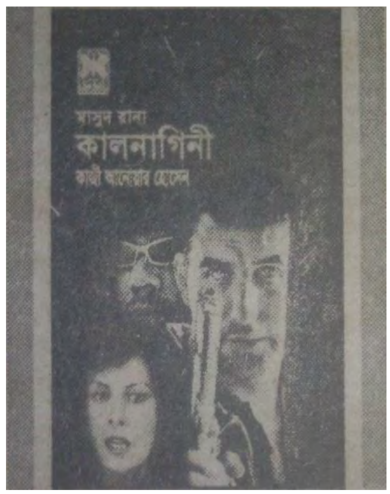

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ছত্রিশ টাকা

ISBN 984-16-7349-5

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৫
ডিজিটাল প্রকাশ: জুলাই ২০১৭

রচনা: বিদেশি কাহিনী অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকার
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩ (M-M)
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১০০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩২/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-349
KALNAGINI
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অনায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গন্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চার্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক

সে একজন দেশপ্রেমিক স্পাই। দেশ-বিদেশে তার অনেক শত্রু। কাজেই তাকে খুব সাবধানে থাকতে হয়। বিসিআই-ও তার নিরাপত্তার দিকটা অত্যন্ত গুরত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে।

সেজন্যই ঘনিষ্ঠ সহকর্মী বা স্বজনরাও বলতে পারবে না প্রয়োজনের সময় কখন কোথায় পাওয়া যাবে তাকে। শুধু বস্ জানেন কীভাবে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়, আর জানে কি দু'জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা।

এই মুহূর্তে আলোকিত এবং অন্ধকার, দুনিয়ার দুই পিঠেই খোঁজা হচ্ছে তাকে; টেলিফোন, বেতার আর উপগ্রহের মাধ্যমে হাজার হাজার মাইল ছুটে চলেছে জরুরি একটা মেসেজ: 'গিলটি মিয়া গুলিবিদ্ধ। আঘাত গুরুতর...'

এই মুহূর্তে উত্তর আমেরিকার দ্বীপদেশ বারমুডার রাজধানী হ্যামিল্টনে রয়েছে মাসুদ রানা। গতকালও একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলে ছিল ও। বরাদ্দ করা সময়ের কিছু আগে অপারেশনটা সুষ্ঠভাবে শেষ হয়ে গেল, ফলে একটু দম নেওয়ার জন্য চার্টার করা প্লেন নিয়ে কাল রাতে এখানে পৌঁছেছে।

ফাইভ স্টার 'অ্যাট বেস্ট'-এ উঠেছে রানা। আটলান্টিক মহাসাগর থেকে উঠে আসা একটা পাথুরে পাহাড়ের চূড়ায় হোটেলটা।

সকাল আটটায় এক ঝাঁক পাখির রেকর্ড করা কলকাকলি ওর ঘুম ভাঙিয়েছে। তারপর সুইটের সঙ্গে বিশেষ ফ্যাসিলিটি হিসাবে পাওয়া সংলগ্ন ছোট্ট জিম-এ ঢুকে দু' ঘণ্টা উঅকিং ও সাইক্লিং।

ঘাম শুকাবার পর সুইট সংলগ্ন খুদে সুইমিং পুলে এক ঘণ্টা সাঁতার। জানা আছে বিশেষ একটা বোতামে চাপ দিলে ম্যাসাজ পারলারে নিয়ে যাবার জন্য চলে আসবে কোন সুন্দরী তরুণী, তাই বোতামটার কাছ থেকে সাবধানে দূরে সরে থাকল।

দাড়ি কামিয়ে, কাপড় পরে নিজেকে দুনিয়ার সামনে পরিবেশনযোগ্য করতে আরও আধঘন্টা সময় লাগল। টেলিফোনে আগেই ব্রেকফাস্টের অর্ডার দেওয়া হয়েছে, ঘড়ির কাঁটা ধরে ঠিক ন'টায় ট্রলি নিয়ে সুইটের ভিতর ঢুকে পড়ল শ্বেতাঙ্গ ওয়েটার।

টেবিলে সাজানো হলো এক গ্লাস কমলার রস, দেশী মিরগীর সেদ্ধ ডিম, দুই পিস টোস্ট করা পাউরুটি, খানিকটা করে পনির আর মাখন, এক বাটি ভেজিটেবল সুপ, বাচ্চা মুরগীর এক প্লেট বুক, অল্প কিছু মিষ্টিফল আর জেলি; সবশেষে কয়েক ফোঁটা ব্রান্ডি মেশানো কালো কফি। রাতে ভাল ঘুম হোয়ায় শরীরটা ঝরঝরে লাগছে, স্বভাবতই এত থাকতে বারমুডায় আসার কারণটা নিজেকে মনে করিয়ে দিল রানা। একটু দম নেবে, রিল্যাক্স করবে, তবে যৌউবন আর তারুণ্যকে বঞ্চিত করে নয়। ওর জানা মতে মারিয়া কার্সিয়ানা ডুবকে এই মুহুর্তে বারমুডায় ছুটি কাটাচ্ছে। ব্রেকফাস্ট সারার পর প্রথম কাজ তাকে খুঁজে বের করা। বিখ্যাত ধনকুবের, প্রাচীন আর্টিফ্যাক্ট সংগ্রাহক কাউন্ট আলবার্তে ডুবকের বিদুষী কন্যা মারিয়া, রানার সর্বশেষ বান্ধবী।

ব্রেকফাস্ট শেষ করে রিসেপশনে খোজ নিল রানা। হ্যা, ও যেমন চেয়েছিল- রেন্ট-আ-কার সার্ভিস থেকে একটা ফেরারি স্পোর্টস কার আনিয়ে হোটেলের পার্কিং লটে রাখা হয়েছে। পোর্টারকে দিয়ে ওটা ড্রাইভ ওয়েতে আনাতে বলল রানা, তারপর ক্রেডলে রিসিভার রেখে দিয়ে চেয়ার ছাড়ল, দরজার দিকে এগোচ্ছে। ট্রাউজারের পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে লক খুলল রানা।

পিপ্-পিপ-পিপ-পিইইপ।

দরজার নব ধরতে গিয়েও হাতটা টেনে নিল রানা। ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠেছে, কপালে চিন্তার রেখা। ওর এই মোবাইলের নম্বর খুব কম লোক জানে। ডিসপ্লেতে

ফোন নম্বর আসেনি দেখে উদ্বেগ আরও বাড়ল। সাধারণত বিসিআই থেকে যোগাযোগ করা হলে নম্বর আসে না।

'হ্যালো?' সাবধানে বলল ও।

'আমি সোহেল, লন্ডন থেকে বলছি,' অপরপ্রান্ত থেকে রানার প্রাণপ্রিয় বন্ধু সোহেল আহমেদের পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল। গম্ভীর। হাসি-তামাশার লক্ষণ নেই গলায়। লন্ডনে এখন দুপুর।

'হ্যাঁ, বল্,' বলল রানা। 'সিরিয়াস কিছু, সোহেল?'

'তুই এখন কোথায়?' জানতে চাইল সোহেল।

'বারমুডার হ্যামিল্টনে। কেন?'

'কাল বাংলাদেশ সময় রাত দুটোয় বিসিআই হেডকোয়ার্টারে একটা মেসেজ পৌঁছেছে,' বলল সোহেল। 'ওরা বলছে গিল্টি মিয়াকে গুলি লেগেছে...'

'হোয়াট!' অমঙ্গল আশঙ্কায় রানার বুকটা কেঁপে উঠল, বাকশক্তি ফিরে পেতে অপেক্ষা করতে হলো পাঁচ সেকেন্ড। 'সে তো ফ্লোরিডার প্যারাডাইস সিটিতে গেছে, শখের গোয়েন্দা হিসেবে রানা এজেন্সির দু'একটা কেস তদন্ত করবে বলে। গুলি খেল কীভাবে?'

'এর মধ্যে আরও কী সব যেন আছে,' বলল সোহেল। 'তোর পরামর্শ ছাড়া ওরা কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না। এ-ব্যাপারে বসের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। বস্‌ও বললেন, ওখানে কী ঘটছে না ঘটছে তোরই দেখা দরকার। শোন, আমি আর তোকে দেরি করিয়ে দেব না, তুই এখুনি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ কর।'

রানাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে কানেকশন কেটে দিল সে।

দরজার কাছ থেকে পিছিয়ে আসছে রানা, নাকের সমানে মোবাইল সেট তুলে শাওন চৌধুরীর নম্বর টিপছে। রানা এজেন্সিল প্যারাডাইস সিটি শাখার প্রধান সে। একটা সোফায় বসল ও মন থেকে আগেই মুছে ফেলেছে মারিয়া কার্সিয়ানা ডুবকে প্রসঙ্গ। চোখ বন্ধ করেনি ও, তা সত্ত্বেও সারাক্ষণ শিশুর মত সরল একটা মুখ দেখতে পাচ্ছে-নাম সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ চৌধুরি, পেশায় জেলখাটা দাগী চোর, মনটা কুসুমের

মত কোমল, কোলকাতার আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে, ওর অন্ধ ভক্ত; এই ছিল তার আদি পরিচয়। সময়ের সঙ্গে মানুষটার অনেক কিছুই বদলে গেছে।

এখন কোট-প্যান্ট-শু পরা গিল্টি মিয়াকে 'সাহেব' না বলে উপায় নেই। এখন সে পাঁচ-সাত রকম ভাষার শব্দ মিলিয়ে ইংরেজি বলতে পারে, সমাজের যে-কোনও স্তরে মেলামেশার জন্য কিছু কিছু এটিকেটও শিখেছে। তবে তার সারল্য আর কোমল স্বভাব আজও সেই আগের মতই অটুট। কেউ বলতে পারবে না গিল্টি মিয়ার কোন শত্রু আছে। তা হলে তাকে গুলি করল কে?

'ইয়েস?' শাওনের পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রানা।

প্রথমেই জানতে চাইল রানা, 'গিল্টি মিয়া কেমন আছে?' নিজের পরিচয় দিল না, কারণ জানে ওর কণ্ঠস্বর চিনে নেবে শাওন।

'ভাল নয়, মাসুদ ভাই,' রিপোর্ট করল শাওন। এখনও জ্ঞান ফেরেনি। অপারেশন করে বুলেটটা বের করা হয়েছে। তবে ডাক্তাররা বলছেন, সঙ্কট কাটেনি।'

'বুলেট বের করা হয়েছে...কোত্থেকে?' ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল রানা।

'বুক থেকে। তবে ভাইটাল কোন অর্গান ছোয়নি ওটা।'

ধীরে ধীরে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল রানা। 'কোন হসপিটাল?'

'সি বিচ কমফোর্ট হসপিটাল, মায়ামি।'

'মায়ামি?' রানা বিস্মিত। 'কেন, প্যারাডাইস সিটির কোনও হাসপাতাল বা ক্লিনিক নয় কেন? গিল্টি মিয়া কোন শহরে আহত হয়েছে?'

'সে অনেক কথা, মাসুদ ভাই,' বলল শাওন। 'গিল্টি মিয়া প্যারাডাইস সিটিতে আহত হলেও, পুলিশ ওখানকার কোন হাসপাতালে তাকে ভর্তি করতে মানা করে দেয়।'

'মানা করে দেয়! মানে?' রানা বিশ্বাস করতে পারছে না।

'মাসুদ ভাই,' কণ্ঠস্বর শুনে চরম অসহায় মনে হলো শাওনকে, 'ওখানকার পরিস্থিতি অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। পুলিশের অন্যায় অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলাম আমরা...'

‘এ-সব কী বলছ তুমি, শাওন?’

‘প্রতিটি কাজে বাধা দিচ্ছিল ওরা,’ বলে চলেছে শাওন, ‘ভয় দেখাচ্ছিল—এজেন্সির কাজ বন্ধ না করলে মিথ্যে কেসে ফাঁসিয়ে দেবে।’

‘ওহ্, গড!’

‘আরও আছে, মাসুদ ভাই। তদন্ত করার জন্য গিল্টি মিয়াকে নতুন একটা কেস দেয়ার পর থেকেই শুরু হয়ে গেল চোরাগোপ্ত হামলা...’

‘পুলিশ?’

‘মনে হয় না,’ বলল শাওন। ‘অচেনা একদল লোক। চেহারা দেখে মনে হয়েছে ইটালিয়ান।’

মাফিয়া নাকি? ভাবল রানা। ‘শাওন,’ বলল ও, সব কথা খুলে বলে আমাকে। এক সেকেন্ড ইতস্তত করল ও। ‘না, থাক, টেলিফোনে আলাপ না করাই ভাল। তুমি কোথায় বলো, আমি ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি।’

‘আমি ফ্লোরিডার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিসে দুটো কেস ফাইল করার জন্যে অপেক্ষা করছি, মাসুদ ভাই।’

‘দুটো কেস? কাদের বিরুদ্ধে?’

‘পুলিশ আর অজ্ঞাত পরিচয় সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে।’

‘দরকার নেই, শাওন,’ বলল রানা। ‘পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, কেস করে কোন সমাধান পাওয়া যাবে না। ব্যাপারটা বেশ জটিল লাগছে আমার। সরেজমিনে তদন্ত হওয়া দরকার। তুমি গিল্টি মিয়ার ওখানে চলে যাও, আমি আসছি।’

‘জী, মাসুদ ভাই; ঠিক আছে।’

ফ্লোরিডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

রাজ্যের মায়ামি শহরে রানা এজেন্সির একটা শাখা অনেক আগে থেকেই ছিল, কাজের চাপ বেড়ে যাওয়ায় বছর তিনেক হলো আরও একটা শাখা খোলা হয় প্যারাডাইস সিটিতে।

আমেরিকার অন্য যে-কোন শহরের তুলনায় প্যারাডাইস সিটিতে ধনী লোকের সংখ্যা অনেক বেশি। তা ছাড়া সি বিচ, অসংখ্য খুদে দ্বীপ আর রিসর্ট ফ্যাসিলিটি থাকায় অন্যান্য রাজ্যের টাকার কুমিররা ঝাঁকে ঝাঁকে আসে এদিকটায় ফুর্তি করতে। সেজন্যই প্যারাডাইস সিটিকে বিলিওনেয়ারদের লীলাভূমি বলা হয়।

টাকার গরমেই কী না কে জানে, এই সব ধনী লোকদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা একটু বেশিই দেখা যায়, ফলে রানা এজেন্সির এই শাখাটা উদ্বোধনের পর থেকে খুব ভাল ব্যবসা করে আসছে।

এলাকার ক্লায়েন্টদের প্রত্যাশা অনুসারে এজেন্সির অফিস খুব হাই-ফাই করে সাজানো। অত্যাধুনিক একটা দোতলা ভবনের পুরোটা ভাড়া করেছে ওরা। বিশজন অপারেটর, পাঁচজন টাইপিস্ট, একজন অ্যাকাউন্ট্যান্ট কাজ করছে।

অপারেটররা সবাই জোড়ায় জোড়ায় কাজ করে। প্রতি জোড়ার জন্য একটা করে আলাদা অফিস কামরা। ইমার্জেন্সি না হলে, একজোড়া আরেক জোড়ার কাজ-কর্ম সম্পর্কে কোন খোঁজ-খবর রাখে না। এই সিস্টেম ফুঁটো তৈরি করতে বাধা দেয়, ফলে প্রেস কিছু জানতে পারে না। তারপরও যদি কিছু লিক-এর ঘটনা ঘটে, প্রথমবার সাবধান করে দেওয়া হয় অপারেটরকে, দ্বিতীয়বার চাকরি নট।

রানা এজেন্সির প্যারাডাইস সিটি শাখা তার আসল কাজের পাশাপাশি উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের নিয়ে অভিভাবকদের সমস্যা, ব্ল্যাকমেইল, নির্যাতন, স্ত্রী বা স্বামীর উপর নজরদারি, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি ছাড়াও সব ধরনের অপরাধ তদন্ত করে।

প্যারাডাইস সিটি-পুলিশের সঙ্গে এজেন্সির সম্পর্ক খুব ভাল। কোন অপারেটর বড় কোন ক্রাইমের কথা রিপোর্ট করলে সঙ্গে সঙ্গে সেটা পুলিশ চিফ ম্যাক্স হারপারের কাছে পাঠিয়ে দেয় শাওন চৌধুরী, সেই সঙ্গে নিজেদের অপারেটরকে আলগোছে প্রত্যাহার করে নেয়। তবে ক্লায়েন্টকে রক্ষা করার অধিকার রানা এজেন্সি সংরক্ষণ করে।

মাস ছয়েক আগে ফুসফুসের চিকিৎসা করার জন্য গিল্টি মিয়াকে আমেরিকায় নিয়ে এসেছিল রানা। তখন প্রায় সবারই সন্দেহ হয়েছিল, তার ক্যান্সার হয়েছে।

কিন্তু নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত একটা ক্লিনিকে ভর্তি করার পর নানান পরীক্ষার পর তারা জানাল, ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস কিছু নয়, ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ, অ্যান্টিবায়োটিক নিলেই সেরে যাবে।

এই খবরটা পাবার পর বলতে গেলে আমেরিকার প্রেমে পড়ে গেল গিল্টি মিয়া। মার্কিন সরকারের কিছু নীতি বাদ দিয়ে এখানে যা-ই সে দেখে, তা-ই তার ভাল লাগে।

চিকিৎসা শেষ, এবার দেশে ফিরতে হবে, এ-কথা শুনেই রানার কাছে আবদার জানাল গিলটি মিয়া, 'গোটা জীবনটা তো সার, দুনিয়ার সবচেয়ে গরিব দেশেই কাটিয়ে দিলুম, সুযোগ যকন পেয়েচি সবচেয়ে ধনী দেশেও দু'চার মাস থেকে দেকি না কেমন লাগে । আপনি সার আমাকে প্যারাডাইস সিটিতে পাটিয়ে দিন, এই সুবাদে গোয়েন্দাগিরির শকটাও মিটিয়ে লিই।'

দেশে থাকতে ছ'মাসের একটা বিশেষ কোর্স কমপ্লিট করেছিল গিল্টি মিয়া, ফলে খালি হাতে আত্মরক্ষা, পিস্তল বহন করার কৌশল, ড্র, টার্গেট প্র্যাকটিস, টিকটিকি খসাবার কায়দা, গা ঢাকা দেওয়ার সহজ উপায়, ছদ্মবেশগ্রহণ ইত্যাদি অনেক কিছু শেখা আছে তার।

রানার জানা ছিল প্যারাডাইস সিটিতে তখন কাজের খুব চাপ, কাজেই গিল্টি মিয়ার আবদার মেনে নিয়ে সেখানে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল । ওর নির্দেশে শাখা প্রধান শাওন চৌধুরী তার ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর আর ওয়ার্ক পারমিট সংগ্রহের ব্যাবস্থা করেছিল। সেটা প্রায় মাস চারেক আগের ঘটনা।

এই চার মাসে বেশ কয়েকটা কেসের মীমাংসা করে এজেন্সির সবার প্রশংসা কুড়িয়েছে গিল্টি মিয়া, সেগুলোর মধ্যে দু'একটা কেস ছিল খুবই জটিল।

গুলি খাওয়ার সময় গিল্টি মিয়া কাজ করছিল জর্জ ভারগাস-এর কেসটা নিয়ে। জর্জ ভারগাস বেস্ট সেলার বইয়ের লেখক। যাই তিনি লেখেন, এক হপ্তার মধ্যে লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়ে যায় । পৃথিবীবিখ্যাত একজন মানুষ তিনি । দুনিয়ার সেরা ধনীদের একজন। শোনা যায়, শুধু পুরানো বই থেকে রয়্যালিটি বাবদই বছরে তাঁর

দুই বিলিয়ন ডলার আয়। বছরে দুটো করে নতুন বেস্ট সেলার আসছে, তার হিসাব আলাদা; আলাদা সিনেমা আর টিভি সিরিয়াল থেকে পাওয়া রয়্যালিটির হিসাবও।

পৃথিবী বিখ্যাত লেখক, দুনিয়ার অন্যতম ধনকুবের, এগুলো ছাড়া জজ ভারগাসের আরও একটা পরিচয় আছে। সেটার কথা অবশ্য খুব কম লোকেই জানে, কারণ প্রসঙ্গটা তিনি কখনও তোলেন না। জর্জ ভারগাস হলেন সিআইএ চিফ টনি ভারগাসের আপনি বড় ভাই।

জর্জ ভারগাস যেহেতু অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ, সেই সঙ্গে ঘরকুনোও বটেন, তাই কেসটা ফাইল করতে রানা এজেন্সিতে এসেছিলেন তার এজেন্ট তথা ম্যানেজার পিটার উডকক। কিছু না, প্রৌঢ় লেখক মহোদয় তার তরুণী স্ত্রীর চলাফেরার উপর সন্দেহবশত গোপনে নজর রাখতে চান।

সহজ কেস, তাই গিলটি মিয়াকে কোন সহকারী দেওয়া হয়নি। দশ দিন পর তার রিপোর্ট করার কথা ছিল।

গিল্টি মিয়া তদন্ত শুরু করার তিন দিন পর থেকে শুরু হলো অবিশ্বাস্য কাণ্ডকারখানা। একদিকে বন্ধুভাবাপন্ন পুলিশ বিনা কারণে হঠাৎ করে চরম শত্রু হয়ে উঠল, আরেক দিকে শুরু হলো অজ্ঞাতপরিচয় সন্ত্রাসীদের চোরাগোপ্তা হামলা।

প্রথম দিকে দেখা গেল রানা এজেন্সির অপারেটররা অফিস থেকে বাইরে বেরুলেই পিছু নিচ্ছে পুলিশ, গাড়ি থামিয়ে সার্চ করছে, লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে কিনা দেখতে চাইছে, অফিসে ঢুকে ক্লায়েন্টদের গোপন ফাইল দেখাতে বলেছে।

যত দিন যাচ্ছে ততই বাড়াবাড়ি করছে পুলিশ। এরপর তারা গভীর রাতে শাখা প্রধান সহ সিনিয়র অপারেটরদের বাড়িতে গিয়ে সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়াই তল্লাশি চালাবার নাম করে সমস্ত জিনিসপত্র ভাঙচুর করল। প্রতিবাদ করায় হুমকি দিল তারা: এরপরের বার সার্চ করতে এসে হেরোইন বা অবৈধ অস্ত্র খুঁজে পাবে, ফলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড থেকে বাঁচার কোন উপায় থাকবে না ওদের। আভাসে বলা হলো, বাঁচার একমাত্র উপায় হলো প্যারাডাইস সিটি ছেড়ে পাততাড়ি গুটাও।

পুলিশের এরকম অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করার জন্য ওদের চিফ ম্যাক্স হারপারের সঙ্গে দেখা করতে গেল শাওন চৌধুরী। কিন্তু দেখা তো হলোই না, উল্টে প্রায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে বের করে দেওয়া হলো তাকে। হুমকি দিয়ে বলা হলো, রানা এজেন্সির লোকজনকে শহর থেকেও এভাবে বের করে দেওয়া হবে।

ওদিকে, বলা যায় পুলিশের সঙ্গে তাল মিলিয়েই, শুরু হয়েছে অজ্ঞাত পরিচয় সন্ত্রাসীদের চোরা গোপ্ত হামলা। প্রথমে রাস্তা-ঘাটে আক্রান্ত হলো রানা এজেন্সির অপারেটররা। হঠাৎ কোথেকে একদল অচেনা লোক এসে ঘিরে ধরে একজন এজেন্টকে। শুরু হয় অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ, তারপর বেদম মারধর, শেষে সব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে দ্রুত স্থানত্যাগ। আক্রান্ত অপারেটররা পরে জানিয়েছে, লোকগুলোকে তাদের ইটালিয়ান বলে মনে হয়েছে।

গিল্টি মিয়া জর্জ ভারগাসের কেসটা হাতে পাবার তিনদিন পর থেকে এ-সব ঘটতে শুরু করলেও, সেটার সঙ্গে এ-সবের আদৌ কোন সম্পর্ক আছে কিনা পরিষ্কার হয়নি। আবার সন্ত্রাসীদের হামলার সঙ্গে পুলিশী অত্যাচারের কী সম্পর্ক তা-ও জানা যায়নি। তবে ছিনতাই হওয়ার সময় কয়েকবারই দেখা গেছে পুলিশ এসে পড়ার ভয়ে নার্ভাস হয়ে আছে সন্ত্রাসীরা।

স্বাভাবিক কাজ-কর্ম যখন বন্ধ হতে চলেছে, এই সময় একদিন বিকেলে ওদের অফিস বিল্ডিঙে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো।

সেদিন বিকেলেই ছোট একটা বোট ভাড়া করে কোথাও যাচ্ছিল গিল্টি মিয়া, অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীর গুলি খেয়ে বোট থেকে সাগরে পড়ে যায় সে। একটা জেলে নৌকার মাঝিরা তাকে উদ্ধার করে জেটিতে পৌঁছে দেয়। খবর পেয়ে শাওন সহ অপারেটররা যে যেখানে ছিল সবাই ছুটে যায় অকুস্থলে। পুলিশও হাজির হয়। ইতিমধ্যে কেউ টেলিফোন করায় একটা অ্যামবুলেন্স চলে আসে। পুলিশ উপযাচক হয়ে অ্যামবুলেন্সের ড্রাইভারকে পরামর্শ দেয়, গিলটি মিয়াকে প্যারাডাইস সিটির বাইরের কোন হসপিটালে নিয়ে যেতে। শাওন চৌধুরী এর কারন জানতে চাইলে

পুলিশের তরফ থেকে সন্তোষজনক কোন জবাব তো দেওয়া হয়ইনি, উল্টে অপ্রাসঙ্গিক ভাবে তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রানা এজেন্সির প্যারাডাইস সিটি শাখা বন্ধ করে দিতে হবে। এ-ব্যাপারে নাকি উপর মহল থেকে প্রচণ্ড চাপ আছে তাদের উপর।

যাই হোক, সময় নষ্ট না করে গিল্টি মিয়াকে পাশের শহর মায়ামিতে নিয়ে আসা হয়। ওই সময় সিটি শাখার অফিসে অ্যাকাউন্ট্যান্ট, একজন কেরানি আর দু'জন গার্ড ছাড়া আর কেউ ছিল না। একটা মাইক্রোবাসে চড়ে আসে মুখোশ পরা পনেরো-বিশজন সশস্ত্র লোক। এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সোজা রানা এজেন্সির বিল্ডিঙে ঢুকে পড়ে তারা। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই নিরস্ত্র করে গার্ডদের, দালান থেকে সবাইকে বের করে দিয়ে পেট্রল ঢেলে একতলা আর দোতলার কয়েকটা ঘরে আগুন দেয়। গোটা এলাকা ধোয়ায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, তখন নাকি পথিকদের কেউ কেউ সশস্ত্র দু'একজন লোককে মুখোশ খুলে ফেলতে দেখেছে। আগুন আর ধোয়ার ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে মাইক্রোবাসে চড়ে চলে যায় তারা।

দমকল বাহিনী এসে আগুন নেভাতে পারলেও, এজেন্সির সমস্ত দরকারী কাগজ, ডকুমেন্ট, ক্লায়েন্টদের ফাইল, হিসাবপত্র-সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

খবর পেয়ে ছুটে আসে শাওন চৌধুরী, কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। স্বভাবতই মামলা করার জন্য পুলিশ স্টেশনে যায় সে। ওখানে গিয়ে শুনতে পায়, আগুন লাগাবার জন্য রানী এজেন্সির লোকজনকে দায়ী করে পুলিশ নিজেই একটা মামলা ঠুকে দিয়েছে—এজেন্সির কর্মকর্তারা নাকি হীন উদ্দেশ্যে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করতে চেয়েছে, অর্থাৎ তাদের মতলব ছিল নিজেদের অফিস পুড়িয়ে পুলিশের নামে দুর্নাম ছড়ানো।

এ-ধরনের প্রহসনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে শাওন চৌধুরী এক পর্যায়ে রীতিমত বেপরোয়া হয়ে উঠল। কারও কোন বাধা গ্রাহ্য না কবে, বলতে গেলে গায়ের জোরে পুলিশ চিফ ম্যাক্স হারপারের খাস কামরায় ঢুকে পড়ল সে।

পুলিশ চিফ বিস্মিত হলেও, শাওনের সঙ্গে অসম্মান জনক কোন আচরণ করেননি। তবে শাওনকে তিনি জানিয়ে দিলেন, প্যারা সিটিতে রানা এজেন্সির কাউকে নিরাপত্তা দেওয়া পুলিশের পক্ষে সম্ভব নয়, কাজেই তাদের কাউকে শহরে দেখা গেলে গ্রেফতার করে নিরাপদ কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। না, শাওনের কোন কথাই তিনি শুনতে চাননি। শেষ চেষ্টা হিসেবে এজেন্সির ডিরেক্টর-এর প্রসঙ্গ তুলে শাওন বলল, মার্কিন প্রশাসন, এফবিআই আর সিআইএ বিপদে-আপদে মাসুদ রানার সাহায্য নিয়ে থাকে; ওয়াশিংটনে তার প্রভাবশালা বন্ধুর সংখ্যা ও কম নয়; তিনি যদি প্যারাডাইজ সিটি পুলিশের এরকম অন্যায় আচরণের কথা শোনেন, তা হলে...

শাওনকে তার কথা শেষ করতে দেননি পুলিশ চিফ ম্যাক্স হারপার, প্রথমে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বাঁধা দিলেন, তারপর বললেন, 'আপনাদের ডিরেক্টরকেও আমাদের পক্ষে নিরাপত্তা দেয়া সম্ভব হবে না, বলে দেবেন ভুলেও যেন প্যারা সিটিতে পা না দেন।'

দুই

রেন্ট-আ-কার থেকে বিরাট একটা লাল মার্সিডিজি কনভার্টিবল নিয়ে রওনা হয়েছে রানা। খোলা ছাদটা গাড়ির পিছনে জড়ো হয়ে আছে, ও যেন চাইছে দুনিয়ার লোক দেখুক কে গাড়ি চালাচ্ছে। মায়ামি থেকে প্যারাডাইস সিটিতে ঢুকতে যাচ্ছে ও। পরিস্থিতি কতটা গরম, নিজের গায়ে তার আঁচ পেতে চাইছে। কাজে লাগতে পারে এমন কয়েকটা সুবিধে আছে কিনা জানার পরই গাড়িটা ভাড়া করেছে ও।

বারমুডা থেকে মায়ামিতে পৌঁছাতে দু'ঘণ্টা নয়, মাত্র এক ঘন্টা লেগেছে ওর। চার্টার করা প্লেন থেকে আগেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয়, শাওনের মুখ থেকে সব কথা

শোনার পর সি বিচ কমফোর্ট হসপিটালের বিশেষজ্ঞ দাক্তারদের সঙ্গে গিলটি মিয়ার শারীরিক অবস্থা জানার জন্য মিটিং করেছে।

ডাক্তাররা রানাকে জানিয়েছেন, তাদের সন্দেহ গুলি খাওয়ার পর প্রচুর রক্তক্ষরণ হওয়ায় গিল্টি মিয়ার ব্রেন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে-অপারেশন সফল হওয়া সত্ত্বেও তার কোমায় চলে যাওয়ার সেটাই কারণ। এই অবস্থায় কোমা থেকে না ফিরলে রোগী সম্পর্কে ভালমন্দ কিছুই বলা যায় না।

এক বুক ব্যথা আর থমথমে চেহারা নিয়ে হসপিটাল থেকে বেরিয়ে এসে শাওনকে কয়েকটা নির্দেশ দিল রানা।

প্রথম কথা, ওদের এজেন্সির নিউ ইয়র্ক শাখার অপারেটর তামাল সাদাতকে খবর দিয়ে বলতে হবে-মাসুদ ভাইয়ের ভূমিকায় দরকার হতে পারে তাকে, সে যেন তৈরী থাকে। এটুকু বললেই কী করতে হবে বুঝে নেবে সে। রানার সঙ্গে তার দৈর্ঘ্য, কাঠামো, চুলের রঙ, গায়ের রঙ, বয়স ইত্যাদি অনেক কিছুই মেলে।

তারপর, যে-সব ক্লায়েন্টের কাজ করছিল ওরা তাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে, সবাই যেন রানা এজেন্সির মায়ামি শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করে।

তা ছাড়া, সিটি শাখার সমস্ত লোকজন এখন থেকে মায়ামি শাখায় বসবে, তারা কাজও করবে মায়ামি শাখার কেস নিয়ে। আর মায়ামির লোকজন, প্রয়োজন হলে গোপনে বা ছদ্মবেশ নিয়ে, প্যারা সিটির কেস তদন্ত করবে—যত দূর পারা যায় ওখানকার পুলিশের চোখ এড়িয়ে।

আর টেলিফোন করে লেখক জর্জ ভারগাসের এজেন্ট পিটার উডককে জানিয়ে দিতে হবে, অনিবার্য কারণবশত আপনার ফাইল করা কেসটার তদন্ত চালিয়ে যাওয়া রানা এজেন্সির পক্ষে সম্ভব হলো না বলে আমরা দুঃখিত।

প্যারা সিটির পুলিশ যেন জানত তাদের নিষেধ অমান্য করা হবে। গাঢ় লাল রঙের মার্সিডিজ কনভার্টিবল হাইওয়ে ধরে শহরে ঢুকতে না ঢুকতে সাইরেন বাজিয়ে পিছু নিল টহল পুলিশের একটা গাড়ি। শহরের প্রান্তে অপেক্ষা করছিল তারা, সম্ভাবত রানা এজেন্সির ডিরেক্টর মাসুদ রানার ফটোর উপর একটা চোখ রেখে।

সিটে নড়েচড়ে বসল রানা। তবে খানিক পরেই বুঝতে পারল ফাড়ির টহল পুলিশ ওকে থামতে বলছে না, শুধু পিছু নিয়ে আসছে, যেন বিরক্ত বা প্ররোচিত করাই তাদের উদ্দেশ্য।

তারপর সামনে একটা রোডব্লক পড়ল। রাস্তার মাঝখানে দুটো পেট্রল কারকে আড়াআড়িভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। তা রাখা হলেও, ওগুলোর দু'পাশে যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা পড়ে আছে, ইচ্ছে করলে কনভার্টিবল নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায়।

তবে তা গেল না রানা। গাড়ি দাঁড় করাল ও, রোডব্লক চল্লিশ ফুটের মত দূরে থাকতে। চাইছে পেট্রল কারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ওর সঙ্গে কথা বলুক টহল পুলিশ।

গাড়ি থামালেও, ইঞ্জিন বন্ধ করেনি রানা।

চারজন কনস্টেবলকে নিয়ে এগিয়ে এল একজন ইন্সপেক্টর। কনস্টেবলদের কাঁধ থেকে রাইফেল ঝুলছে, চোখে-মুখে মারমুখো ভাব। ইন্সপেক্টর গম্ভীর, ডান হাতটা কোমরে পরা হোলস্টারের কাছে ইতস্তত করছে। লক্ষণ ভাল নয়, লোকটা যে-কোন কারণেই হোক নার্ভাস হয়ে আছে।

গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বের করে স্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল রানা, 'কী ব্যাপার, ইন্সপেক্টর, রোডব্লক কী জন্য?'

'লাইসেন্স, প্লিজ,' ভারি গলায় বলল ইন্সপেক্টর, রানার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না।

পকেট থেকে লাইসেন্সটা বের করে জানালা দিয়ে বের করে দিল রানা। এই সময় খেয়াল করল ওর পিছু নেয়া পেট্রল কারটা এতক্ষণে কনভার্টিবলের পিছনে এসে থামল, সেটা থেকে স্মার্ট ভঙ্গিতে নামল একজন সাব-ইন্সপেক্টর।

'ও, আচ্ছা! আপনিই মাসুদ রানা!' লাইসেন্সটায় ভাল করে চোখ না বুলিয়েই বলল ইন্সপেক্টর। 'প্লিজ, নীচে নামুন, আপনাকে আর গাড়িটাকে সার্চ করতে হবে। এই রোডব্লক আপনার জন্যই।' তার চোখ ইশারায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল কনস্টেবলরা, কাঁধের রাইফেল হাতে চলে এল, রানার দিকে তাক করছে।

'আমার জন্য রোডব্লক?' ভুরু কোঁচকাল রানা। 'গাড়ি আর আমাকে সার্চ করতে হবে? কেন?'

'পুলিশের কাজে বাধা দেবেন না, যা বলা হচ্ছে করুন!' ধমকের সুরে বলল ইন্সপেক্টর। 'আমাদের কাছে খবর আছে প্যারা সিটিতে দুই কিলো হেরোইন নিয়ে আসছেন আপনি...'

'আর সেজন্যেই বারবার থামার নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও গাড়ি থামাননি আপনি, চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে সরাসরি মিথ্যে কথা বলছে সাব-ইন্সপেক্টর, কনভার্টিবলের পাশে চলে এসে ইন্সপেক্টরের সঙ্গে যোগ দিল সে।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সিটি পুলিশের উদ্দেশ্য ভাল নয়। দুই কিলো না হোক, ওরা সম্ভাবত হেরোইনের দু'চারটে পুরিয়া সঙ্গে রেখেছে, সঙ্গে রেখেছে, সার্চ করে ওর গাড়িতে পাওয়া গেছে বলে ঘোষণা দেবে। মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে দিলেই যে শাস্তি হয়ে যাবে, ব্যাপারটা তা নয়, তবে ভোগান্তিটা হবে মারাত্মক, আর যে-রহস্য দেখা দিয়েছে তা তদন্ত করার সুযোগটা হারাতে হবে। রানা সিদ্ধান্ত নিল, কোন অবস্থাতেই অ্যারেস্ট হওয়া চলবে না।

'ঠিক আছে, নামছি আমি,' বলে অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তবে বৃথা হয়রানি করছেন, সার্চ করে কিছুই আপনার পাবেন না।' কথার মধ্যেই হাত পাতলো। 'লাইসেন্সটা দিন।'

কিছু না ভেবেই লাইসেন্সটা ফেরত দিল ইন্সপেক্টর। পরমুহূর্তে অকস্মাৎ গর্জে উঠল লাল কনভার্টিবলের ইঞ্জিন, রাস্তার সঙ্গে গা রি-রি করা ঘষা খেল চাকা। মাত্র দু'এক সেকেন্ডের মধ্যে তীরের গতি পেয়ে গেল মার্সিডিজ, ওটার সামনে থেকে ছিটকে সরে গেল কনস্টেবলরা।

রোডব্লকের পাশের ফাঁক গলে বেরিয়ে এসে স্পিড আরও বাড়াল রানা। কয়েকটা প্রাইভেট কারকে পিছনে ফেলল। একটা নয়, এবার তিনটে পেট্রলকার ধাওয়া করছে ওকে।

দূরত্ব বাড়ল না, বরং কমছে, কারণ পুলিশের পেট্রল কারগুলোও স্পিড বাড়াচ্ছে।

পরবর্তী দু'মাইল দুই পক্ষেরই স্পিড ক্রমশ বাড়তে থাকল।

হঠাৎই রানা খেয়াল করল, চারটে পুলিশ কারের পিছু নিয়ে একটা প্রাইভেট কারও আসছে। রঙ চটা, খানিকটা তোবড়ানো একটা সবুজ ক্যাডিলাক। পুলিশের প্রতি সমীহ দেখিয়ে যথেষ্ট পিছিয়ে আছে সেটা, যেন কোন কৌতূহলো লোক মজা দেখার লোভ সামলাতে না পেরে পিছু নিয়েছে।

এরপর রানা যা আশঙ্কা করেছিল, তাই দেখতে পেল।

সামনে রোডব্লক তৈরি করেছে আরেক দল পুলিশ। দুটো পেট্রল কার রাস্তার উপর আড়াআড়িভাবে দাড়িয়ে আছে, একটার লেজে নাক ঠেকিয়ে আরেকটা। ওগুলোর ওপাশে, ছাদে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইউনিফর্ম পরা সশস্ত্র পুলিশ অফিসার, প্রত্যেকের হতে পিস্তল-রানার মার্সিডিজের দিকে তাক করা।

একজনের মুখের সামনে একটা বুলহর্ন দেখা গেল।

'আপনি যেই হোন, পুলিশের কাজে বাঁধা না দেয়ার জন্যে আপনাকে সাবধান করা হচ্ছে। দয়া করে রাস্তার ধারে গাড়ি থামান, তারপর মাথার ওপর হাত তুলে...'

রানা ধারণা করল, এই রোডব্লকের উদ্দেশ্য স্রেফ ওর নার্ভ পরীক্ষা করা, তা না হলে গাড়ি দুটোর দু'পাশে ফাঁকা জায়গা রাখা হত না।

অন্যান্য প্রাইভেট কার, বাস-ট্রাক দাঁড়িয়ে পড়ছে; স্পিড না কমিয়ে আরও বাড়িয়ে দিল রানা। চারজন পুলিশের চারটে পিস্তল অনুসরণ করল ওকে। তবে রানা যেমন ধারণা করেছিল তাই ঘটল—কোন গুলি হলো না, ডান পাশের ফাঁকটা গলে মার্সিডিজ নিয়ে বেরিয়ে এল ও।

বেরিয়ে এল পিছু নেওয়া চারটে কারও। সামনের রাস্তায় অন্য কোন যানবাহন নেই, পিছু নিতে কোন সমস্যা হচ্ছে না।

রানা জানে, পরবর্তী রোডব্লক পেরুনো সহজ হবে না।

চারটে গাড়ির সাইরেন শুনে মনে হচ্ছে, শব্দ সহ গোটা একটা নরক ওকে ধাওয়া করে আসছে। সিদ্ধান্ত নিল, পরবর্তী রোডব্লকের সামনে পড়ার আগে কারগুলোকে খসাতে হবে।

ষাটে ছিল, সত্তর পার হয়ে আশির ঘর ছুতে যাচ্ছে স্পিডোমিটারের কাঁটা।

পিছিয়ে পড়ল পেট্রল কার। কালচে-সবুজ ক্যাডিলাকটা পুরোপুরি গায়েব হয়ে গেল। তবে ধীরে ধীরে আবার দূরত্ব কমিয়ে আনছে টহল পুলিশ।

স্পিড নব্বই।

প্রচণ্ড বাতাস সিটের সঙ্গে চেপে ধরেছে রানাকে। সামনে উইন্ডাস্ক্রিন থাকা সত্ত্বেও শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। চুল আর টাই পিছন দিকে উড়ছে।

স্পিড একশো।

মার্সিডিজের চাকা রাস্তা ছুঁচ্ছে কি ছুঁচ্ছে না বলা মুশকিল, রানার অনুভূতি হলো উড়ছে ও।

সাত মিনিটের মধ্যে অন্তত দু'মাইল পিছিয়ে পড়ল পুলিশ কার। পিছনে তাকিয়ে ওগুলোকে রানা এখন আর দেখতে পাচ্ছে না। ও জানে, সামনে একটা চৌরাস্তা পড়বে; পরের রোডব্লকটা সম্ভবত ওখানেই তৈরি করা হয়েছে।

একটা বাঁক পেরুল রানা। দু'মাইল লম্বা বিস্তৃতিতে পড়ল মার্সিডিজ। বিস্তৃতির পর চৌরাস্তা।

ঠিকই একটা রোডব্লক দেখা যাচ্ছে।

রাস্তার মাঝখানে ড্রাম খাড়া করে তৈরি করা হয়েছে এটা। দুটো পুলিশ কার ড্রামগুলোর ওপারে। কারের পিছনে পজিশন নিয়েছে চারজন পুলিশ, পিস্তল সহ হাতগুলো গাড়ির ছাদে।

রানা ভেবেছিল দ্বিতীয় রোডব্লক সহজে পেরুনো যাবে না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে এটার দু'পাশেও কিছুটা করে রাস্তা ফাঁকা রাখা হয়েছে।

খুশি তো হলোই না, রানা বরং ভয় পাচ্ছে। পুলিশ বোধহয় গুলি করার নির্দেশ পেয়েছে। প্রথমে হেরোহন পাওয়া যাবে বলে ভয় দেখিয়ে আইন ভাঙতে বাধ্য করেছে ওকে, ফলে গুলি করার ভাল একটা অজুহাত পেয়ে গেছে তারা।

কোথায়? গাড়ির চাকায়, নাকি ওর মাথায়?

মুখের সামনে বুলহর্ন তুলল একজন পুলিশ । 'গাড়ি থামান! গাড়ি থামান! না থামালে আমরা গুলি করতে বাধ্য হব!'

পা দিয়ে একটা লিভারে চাপ দিল রানা।

এক কি দু'সেকেন্ড পরই গার্জে উঠল চারটে পিস্তল। সদ্য নেমে আসা ইস্পাতের বর্মতে লাগল বুলেটগুলো, ওই বর্মই আড়াল করছে মার্সিডিজকে।

রানার স্পিড় পঁচাশি, আলোর একটা ঝলকের মত রোডব্লক পার হলো।

যা জানার ছিল, জানা হয়ে গেছে ওর; যা করার ছিল, হয়ে গেছে করা। এত স্পিডে গাড়ির চাকায় গুলি করা আর সরাসরি ড্রাইভারের মাথায় গুলি করা, একই কথা; দুটোরই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য মানুষটাকে খুন করা।

পুলিশের নির্দেশ অমান্য করে গাড়ি চালাচ্ছে রানা, থামতে বলা সত্ত্বেও থামছে না, স্পিড লিমিটও লঙ্ঘন করছে; অর্থাৎ গুলি করার একটা সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে পুলিশকে।

পরবর্তী রোডব্লকেও হয়তো ফাঁক থাকবে, ভাবল রানা। তবে এবার সরাসরি ওর মাথা লক্ষ্য করে গুলি করবে পুলিশ। অন্তত তাই ধরে নিতে হয়। তবে ধারণাটা সত্যি কি না পরীক্ষা করার দরকার নেই। পুলিশকে আর কোন সুযোগ করে দেওয়া উচিত বলে মনে করল না ও।

এখন নিরিবিলি কোথাও বসে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে কীভাবে কী করলে রহস্যটা ভেদ করে সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসা যায়।

পুলিশ নাচছে। তারমানে নিশ্চয়ই কেউ তাদেরকে নাচাচ্ছে। কে নাচাচ্ছে জানতে হলে সূত্র ধরে এগোতে হবে রানাকে।

সূত্র নিশ্চয়ই আছে, তবে গিলটি মিয়া জানে। রানা সিদ্ধান্ত নিল, তার পথ অনুসরণ করে ওকেও সূত্র পেতে হবে।

প্রথম কাজ জর্জ ভারগাসের কেসটা ফেরত পাওয়া। যতদূর মনে হচ্ছে, এই প্রৌঢ় বিলিওনেয়ার লেখকের তরুণী স্ত্রীর উপর নজর রাখতে গিয়েই গুলি খেয়েছে গিল্টি মিয়া।

রানার পিছনে কোন পেট্রল কার নেই। হাইওয়ের একপাশে এখন সারিসারি অফিস বিল্ডিং আর বিরাট সব ফ্যাসিলিটি, আরেকপাশে বালিয়াড়ি ও সৈকত।

স্পিড কমিয়ে এনেছে রানা। বাঁক নিয়ে বিশাল একটা গেটের ভিতর ঢোকার আগে পিছনটা আরেকবার দেখে নিল।

এটা একটা ফান পার্ক, হেভেনলি ফ্যান্টাসি। নিজস্ব পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকশো কার। আরেকটা গেট দিয়ে সেখানে ঢুকল মার্সিডিজ, কিছুদূর এগিয়ে থামল। বোতাম টিপে গাড়ির ছাদটা মাথার উপর তুলে আনল রানা। উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে তাকালে ফান পার্কের মেইন গেটের বাইরে হাইওয়েটা বেশ কিছুদূর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার পর সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশুর ওঁয়া-ওঁয়া-ওঁয়া-ওঁয়া কান্না শুনতে পেল রানা। আওয়াজটা এক সময় কানের জন্য অত্যাচার হয়ে দাঁড়াল। তারপর যান্ত্রিক দানবের মত পেট্রল কারগুলোকে তীর বেগে ছুটে যেতে দেখল রানা।

ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল চারটে সাইরেনের আওয়াজ।

ইতিমধ্যে মার্সিডিজ থেকে নেমে পার্কিং লটের গেটের কাছে চলে এসেছে রানা, মুখে অমায়িক হাসি, যেন সার্ভিস দেওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে।

একটা গাড়ি আসছে। এটাও মার্সিডিজ-লেটেস্ট মডেল, হালকা নীল।

হাত তুলে তরুণ শ্বেতাঙ্গকে থামার ইঙ্গিত দিল রানা, পাশে বসা তরুণীর উদ্দেশ্যে ছোট্ট করে মাথা ঝাকাল। 'চাবি, প্লিজ,' বলে খোলা জানালার সামনে হাত পাতল ও। 'ফেরার সময় দেখবেন সাত নম্বর সারির প্রথম গাড়িটাই আপনাদের।'

‘ধন্যবাদ,’ বলে রানার হাতে চাবি দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল তরুণ দম্পতি। মেয়েটার যেন তর সইছে না, রোলার কোস্টার লক্ষ্য করে দৌড় দিল।

দেরি না করে নীল মার্সিডিজ নিয়ে হাইওয়েতে বেরিয়ে এল রানা। এই সময় দেখল সেই তোবড়ানো, রঙচটা ক্যাডিলাকটা পাশ কাটাচ্ছে ওকে। আপনমনে হাসল ও, ভাবল মজা দেখার জন্য এখনও পুলিশ কারগুলোকে অনুসরণ করছে লোকটা। তারপর অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটল।

নিগ্রো বলে মনে হলেও, তাকে রানা পরিষ্কার দেখতে পায়নি। পায়নি, তার কারণ, ও যখন তাকাল লোকটা তখন ওকে স্যালুট করার ভঙ্গিতে একটা হাত কপালে তুলছে। শুধু মনে হলো-চুল নেই, মাথাটা কামানো।

স্পীড লিমিটের ভিতর থেকে প্যারা সিটি থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসতে হবে রানাকে, কাজেই মন থেকে আজেবাজে প্রসঙ্গ ঝেড়ে ফেলে মন দিল গাড়ি আর রাস্তার দিকে।

ফেরার পথে দেখা গেল রোডব্লক সরিয়ে ফেলেছে পুলিশ, তবে টহল আরও জোরদার হয়েছে। নীল মার্সিডিজ চুরির ঘটনা এখনও পুলিশ জানে না, কাজেই প্যারা সিটি থেকে বেরিয়ে আসতে রানার কোন অসুবিধে হলো না।

মায়ামিতে ফিরে রাস্তার ধারের একটা পার্কিংলটে মার্সিডিজ থামাল রানা। ওখান থেকে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে এসে রাস্তা পেরুল, একটা বার-এ ঢুকে রেন্ট-আ-কার কোম্পানিকে ফোন করে জানিয়ে দিল কোথায় আছে লাল মার্সিডিজ।

বার প্রায় নির্জনই বলা যায়। দরজার দিকে মুখ করে একটা টেবিলে বসল। ওয়েটার আসতে ঠাণ্ডা বিয়ার চাইল একটা।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে, ফলে ক্যাডিলাকটাকে আবার দেখতে পেল। ওর মতই পার্কিংলাটে গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে আসছে ড্রাইভার। রাস্তাও পেরুল। এত থাকতে এই বারেই ঢুকছে দীর্ঘদেহী নিগ্রো তরুণ। রোদ লেগে চকচক করছে কামানো মাথাটা।

ভিতরে ঢুকে সোজা রানার টেবিল লক্ষ্য করে এগিয়ে এল সে। চেহারা আর নড়াচড়ায় ফন্দিবাজ একটা ভাব। হাঁটে শরীরটা দুলিয়ে বা ঝাঁকিয়ে। পাশ কাটাবার সময় ঠোঁটের কোণ দিয়ে কিছু একটা বলল ওয়েটারকে।

টেবিলটার সামনে থামল সে। 'হাই, বস্!'

'হ্যালো,' বলল রানা, নিগ্রো তরুণকে পাশ কাটিয়ে দরজার দিকে চলে গেছে। ওর দৃষ্টি-লক্ষ রাখছে আর কেউ ভিতরে ঢুকছে কিনা।

'কিছু যদি মনে না করেন, বসতে পারি, বস্?' জিজ্ঞেস করল নিগ্রো।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, চুমুক দিল গ্লাসে। 'টেবিলটা আমার রিজার্ভ করা নয়।'

'ধন্যবাদ,' বলে রানার সামনের একটা চেয়ারে বসল নিগ্রো। বসার পর কী ভেবে চেয়ারটা একটু সরাল, যেন দরজার দিকে নজর রাখতে রানার যাতে কোন অসুবিধে না হয়।

তবে রানা তাকে পাত্তা দিচ্ছে না।

তার সামনে বিয়ার রেখে গেল ওয়েটার।

'খুব দেখালেন, বস্,' ওয়েটার চলে যেতে বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল নিগ্রো। 'তবে শেষটা ঠিক জমল না। বলুন তো, কেন জমল না?'

ধমক দিতে যাচ্ছিল রানা, নিজেকে সামলে নিয়ে শুধু বলল, 'তুমি আমাকে বস্ বলবে না, ঠিক আছে?'

অবাক হয়ে দু'সেকেন্ড রানার দিকে তাকিয়ে থাকার পর ম্লানমুখে কাঁধ ঝাঁকাল তরুণ। 'জিজ্ঞেস করবেন না কেন জমল না?'

'কেন?' অগত্যা প্রশ্ন করল রানা।

'পুলিশকে ফাঁকি দিলেন ঠিকই, কিন্তু কার গাড়ি চুরি করেছেন জানেন? প্যারা সিটির পুলিশের চিফ ম্যাক্স হারপারের।'

সেরেছে! চেহারা দেখে কিছু বোঝা গেল না, তবে সত্যিই চিন্তিত রানা। ভাবছে এই ছোকরার মতলবটা কী? ভয় দেখিয়ে কিছু রোজগার করার ইচ্ছে? 'গাড়ি?

কোথায়? কে চুরি করেছে?' তাচ্ছিল্যের হাসি ছুড়ে দিল রানা নিগ্রো তরুণের দিকে। 'যাও মিয়া কেটে পড়ো এখান থেকে...'

'চিফের ছেলে আর তার গার্লফ্রেন্ডকে দেখলাম হেভেনলি ফ্যান্টাসির গেটে দাঁড়িয়ে একজন ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে কথা বলছে। এতক্ষণে আশপাশের সবগুলো শহরের পুলিশকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। যে-কোন মুহূর্তে পেট্রল কার নিয়ে এদিকে ছুটে আসবে পুলিশ। অনেকেই দেখেছে নীল মার্সিডিজ থেকে নেমে এখানে ঢুকেছেন আপনি।' রানার সামনে হাত পাতল নিগ্রো। 'দিন, চাবিটা দিন।'

'মানে?' তার দিকে একদৃষ্টি তাকিয়ে আছে রানা।

'আমি আপনার উপকারে লাগার চেষ্টা করছি, বস্!' তরুণ, একটু অধৈর্য।

'কীভাবে?'

'আপনি কোথায় ফিরবেন আমি জানি,' বলল তরুণ। 'রানা এজেন্সির মায়ামি শাখায়, নয়তো সি বিচ কমফোর্ট হসপিটালে। কিন্তু ফিরবেন কীভাবে? হাইওয়েতে ট্যাক্সি পাবেন না, পায়ে হেঁটে? কারন এখন তো ওই মার্সিডিজে চড়া আর অ্যারেস্ট হওয়া একই কথা।'

রানা কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলে থামিয়ে দিল সে, তারপর আবার বলল, 'চাবিটা আমি মার্সিডিজের ড্রাইভিং সিটে রেখে দেব। তারপর ক্যাডিলাক নিয়ে চলে আসব বারের সামনে। আপনি ঝট্ করে উঠে বসবেন।'

'তারপর?'

'যেখানে যেতে চান পৌঁছে দেব আপনাকে। অবশ্য আমার একটা প্রস্তাব আছে, যদি শুনতে চান তো নিরিবিলি কোথাও বসে বলতে পারি।'

'কী প্রস্তাব? যদি ভেবে থাকো মোচড় দিয়ে টাকা কামাবে...'

না, বস্! ছি-ছি!' দাঁত দিয়ে জিভ কাটল নিগ্রো তরুণ। 'আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। বিশ্বাস করুন, আমি আপনার উপকারে লাগতে চাই...'

'কেন? তোমার উপকার আমি চেয়েছি?'

'না, চাননি। তবে আমি জানি আপনার সাহায্য দরকার।'

জানালা দিয়ে রাস্তার ওপারে, পার্কিং লটের দিকে তাকাল সে। 'আমরা কিন্তু অযথা দেরি করে ফেলছি, বস্।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করল রানা। তারপর পকেট থেকে মার্সিডিজের চাবিটা বের করে টেবিলের উপর রাখল।

দাঁত বের করে হাসল তরুণ।

তিন মিনিট পর বিল মিটিয়ে বার থেকে বেরিয়ে এল রানা। আগেই দেখেছে পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে হাইওয়ে ধরে তীর বেগে চলে গেছে ক্যাডিলাক। ওয়ান-ওয়ে রাস্তা, একটা থেকে আরেকটায় আসতে হলে পরবর্তী রোডক্রসিং-এ পৌঁছে দিক বদলাতে হবে। দেখা যাক অচেনা তরুণ ফিরে আসে কিনা।

দূর থেকে দেখেও চেনা গেল গাড়িটাকে। সোজা ছুটে এসে রানার সামনে থামল। 'উঠে পড়ুন, বস্!'

উঠল রানা। গাড়ি ছেড়ে দিল তরুণ। স্পিড ক্রমশ বাড়ছে। মায়ামির মাঝখানে চলে আসছে ওরা।

'বোঝা গেল, বস্, আপনি সত্যি আমাকে...'

'একবার না বলেছি আমাকে তুমি বস্ বলবে না!' ধমক দিল রানা।

'কিন্তু আপনি তো আমার বসই, সার!' সহাস্যে প্রতিবাদ করল তরুণ। আপনি আমাকে চিনতে না পারলে সেটা কি আমার দোষ?'

মৃদু হলেও, একটা ধাক্কা খেল রানা। 'কী? তোমাকে আমি চিনি?'

'শুধু চেনেন, বস্?' রাস্তার উপর চোখ রেখে হেসে উঠল তরুণ। 'ধরে আচ্ছামত প্যাদানিও দিয়েছেন। আপনাদের মায়ামি শাখায় আমি চাকরি করেছি। স্বভাবটা তখনও শোধরাতে পারিনি, তাই ক্লায়েন্টদের মোচড় দিয়ে কিছু কামাতে গিয়েছিলাম। ধরতে পেরে আপনি আমাকে অ্যায়সা প্যাঁদানি দিলেন, অ্যায়সা প্যাঁদানি দিলেন যে তিনদিন হাসপাতালে...'

'অ্যাই, তোমার নাম লেমন টাইগার না?' রানা শুধু বিস্মিত নয়, খানিকটা আতঙ্কিতও বটে। মায়ামি বিচের সেই ছিঁচকে চোর? ডক এলাকার পাতি গুণ্ডা? তোমাকে চাকরিতে নিয়ে...'

'বাদ দেন, বস্, ও-সব পুরানো দিনের কথা বাদ দেন, তাড়াতাড়ি হাত জোড় করল টাইগার। 'আমি এখন অন্য মানুষ। ওস্তাদের হাতের মার খেয়ে সম্পূর্ণ বদলে গেছি।'

'তাই? তা এখন কী করছ তুমি? মানে ধান্ধাটা কী?'

'এখন আমি সৎ পথে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছি, বস্,' কণ্ঠস্বরে খানিকটা গাম্ভীর্য ফুটিয়ে জানাল টাইগার। 'আমি এখন আপনার মতই একজন প্রাইভেট আই-মানে, লোকে যাকে বেসরকারী ইনভেস্টিগেটর বা গোয়েন্দা বলে। এটা একটা মহান পেশা, বস্। অপরাধের হার কমিয়ে এনে সমাজটাকে বাসযোগ্য রাখার চেষ্টা করছি।'

নিজেকে সামলাতে না পেরে হেসে ফেলল রানা। হাসতে হাসতেই বলল, 'এ তো দেখছি ভূতের মুখে রাম নাম, হে! তুমি নিজেই যেখানে চুরি-চামারি করে...'

'ওই যে বললাম, যে মার মেরেছিলেন, তারপর আর অসৎ কাজ করতে সাহস পেলাম না,' রানাকে থামিয়ে দিয়ে বলল টাইগার। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার দিন জানতে পারলাম রানা এজেন্সি থেকে আমাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। গুরুতর অন্যায় করে ধরা পড়েছিলাম, কিন্তু আমাকে আপনি পুলিশের হাতে তুলে দেননি। ডাক্তাররা আমাকে একটা এনভেলাপ দিলেন। তাতে পাঁচ হাজার ডলার ছিল। ওরা বললেন, রানা এজেন্সি থেকে দেয়া হয়েছে আমি যাতে অসৎ পথ ছেড়ে কিছু করে খাই। মনে পড়ে, বস্?'

আমার মনে পড়া না পড়া বড় কথা নয়, বলল রানা, এখন আর হাসছে না ও। 'এই টাকাটা পেয়ে তুমি কি সত্যি সৎ জীবনযাপনের চেষ্টা করছ, লেমন?'

আবার হাসি ফুটল টাইগারের মুখে। 'প্যারা সিটি শাখার মিস্টার শাওন সহ সবাই চেনে আমাকে, ওদেরকে জিজ্ঞেস করলেই আমার সম্পর্কে জানতে পারবেন

আপনি, বস্ । ছোটখাট বলে রানা এজেন্সি যে-সব কাজ ফিরিয়ে দেয়, টাইগার প্রাইভেট আই সেগুলো নিয়ে ডিল করে...'

'বেশ, বুঝলাম,' বলল রানা । 'এবার বলো, আমার পিছু নেয়ার কারন কী তোমার?'

'কেন, বললাম না, আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই?'

তুমি আমাকে কী সাহায্য করবে?' জিজ্ঞেস করল রানা । 'কেসটা সম্পর্কে কিছু জানো নাকি? পুলিশ হঠাৎ এরকম খেপে উঠল কেন, কিংবা সন্ত্রাসীদের পরিচয়?'

হুইল থেকে হাত তুলে হাতজোড় করে মাফ চাইল টাইগার। মাফ করবেন, বস্ ! পুলিশী মেজাজ আর সন্ত্রাসীদের নিষ্ঠুরতা থেকে ঠিক এক ,আপনার এই সমস্যা হাজার হাত দূরে থাকতে চাই আমি।

'তা হলে কীভাবে তুমি আমাকে সাহায্য করতে চাইছ?'

'আমি যদি ঠিকমত বুঝে থাকি, মিস্টার গিল্টি মিয়া বিলিওনেয়ার জর্জ ভারগাসের কেসটা তদন্ত শুরু করার পরই গুলি খায়। এটাই সম্ভবত একমাত্র সূত্র আপনার।'

চুপ করে আছে রানা, হ্যাঁ বা না কিছুই বলছে না।

'আমার ধারণা, সুযোগ পেলে এই কেসটা আপনি তদন্ত করতে চান,' আবার বলল টাইগার। 'আর সে সুযোগ একা শুধু আমিই আপনাকে পাইয়ে দিতে পারি।'

'কীভাবে?' এতক্ষণে রানার চোখে আগ্রহ ফুটে উঠল।

'বিলিওনেয়ার লেখক জর্জ ভারগাসের এজেন্ট এবং ম্যানেজার পিটার উডকক গতকাল সকালে আমার সঙ্গে অফিসে দেখা করেছে। কেসটা আমাকে গছাতে চায় সে।'

'তুমি কী বললে?'

'ব্যস্ততার কথা বলে তিনদিন সময় নিয়েছি,' বলল টাইগার । 'এমন ভাব দেখলাম, যেন কে গুলি খেয়েছে বা কোথায় আগুন লেগেছে তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই।'

'কিন্তু কেসটা তুমি আমাকে পাইয়ে দেবে কীভাবে?' জানতে চাইল রানা।

‘পানির মত সোজা,’ কামানো মাথায় হাত বুলিয়ে সহাস্যে বলল টাইগার। ‘এক সময় আমি আপনার চাকরি করেছি, এবার কিছুদিন আপনি আমার চাকরি করুন।’

আইডিয়াটা মন্দ লাগছে না রানার। ‘সবাই জানবে আমি তোমার নতুন সহকারী?’

মাথা ঝাঁকাল টাইগার। ‘নতুন একটা লাইসেন্স যোগাড় করা কোন ব্যাপার নয়। তবে ফটোটা তোলার আগে ছদ্মবেশ নিতে হবে আপনাকে। সেটা এমন নিখুঁত হওয়া চাই পরিচিত কেউই যাতে বুঝতে না পারে যে আপনি মাসুদ রানা।’

‘কারণ, ওই চেহারা নিয়েই প্যারা সিটিতে কাজ করতে হবে আমাকে, এই তো?’

‘অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার, পরিচয়-পত্র, পিস্তলের লাইসেন্স, ক্রেডিট কার্ড, ক্লাব মেম্বারশিপ কার্ড, ইত্যাদি কাগজ-পত্র পরশু সকালে পেয়ে যাবেন, বস্-এখানে এলে,’ বলে পকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে রানার কোলের উপর ফেলল টাইগার। ‘চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শহরে ছড়িয়ে দিচ্ছি খবরটা-হরভজন সিং আমার নতুন অপারেটর।’

কার্ডটা তুলে দেখছে রানা, জানতে চাইল, ‘একটু আগে বললে এক হাজার হাত দূরে থাকতে চাও তুমি। অথচ...’

‘কেসটা পাবার পর আমি কিছুদিনের জন্যে ছুটি নেয়ার কথা ভাবছি, বস্,’ বলল টাইগার। ‘অফিসটা আপনাকে বুঝিয়ে দিয়ে কোথাও পালাব...’

‘কিন্তু যদি দরকার হয় তোমাকে পাব কোথায়?’ অমায়িক হাসি দেখা গেল টাইগারের ঠোঁটে। ‘ভ্যানেসাকে একটা ফোন নম্বর দেব, তাকে মেসেজ দিলেই পেয়ে যাব আমি।’

তা হলে সে-কথাই রইল, লেমন। পরশু থেকে তোমার চাকরিতে জয়েন করছি আমি। ঠিক আছে, বস্?’

‘ওহ, ইয়েস, মিস্টার হরভজন সিং।’

‘হরভজন সিং?’

‘এটাই আপনার নতুন নাম,’ জানাল টাইগার। ‘শিখ হবার মস্ত একটা সুবিধে কী বলুন তো? এমনভাবে পাগড়িটা পরা যায়, কানসহ মুখের খানিকটাও চাপা পড়ে। খুব সহজে ছদ্মবেশ নেয়া যায়।’

রানা আন্তরিক সুরে বলল, ‘ধন্যবাদ লেমন।’

একটু পর টাইগারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তোবড়ানো ক্যাডিলাক থেকে নেমে পড়ল রানা, রাস্তার ধারের একটা পে বুদে ঢুকে ফোন করল ওর এজেন্সির মায়ামি শাখায়। শাওনকে পাওয়া গেল অপরপ্রান্তে। ‘তমাল তৈরি তো?’

‘জী, মাসুদ ভাই,’ জানাল শাওন। আপনার ছদ্মবেশ নিয়ে আমাদের একটা সেফ হাউসে বসে আছে।’

‘পরিচিত কেউ ওকে দেখলে আমি বলে ভুল করবে?’

‘করবে, মাসুদ ভাই। আমি দেখেছি, একদম নিখুঁত।’

‘ঠিক আছে। ওকে কী করতে হবে আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি,’ বলল রানা। ‘তুমি ওকে ব্যাখ্যা কোরো।’

‘জী, মাসুদ ভাই।’

‘তামালের কাজ হবে একটা রেন্ট-আ-কার নিয়ে প্যারাডাইজ সিটি সংলগ্ন আশপাশের শহরগুলোয় ঘোরাফেরা করা,’ বলল রানা, ‘উদ্দেশ্য, বিশেষ করে প্যারা সিটির পুলিশকে আমার চেহারাটা দেখানো। তবে সাবধান, কোন অবস্থাতেই অ্যারেস্ট হওয়া চলবে না। কী চাইছি বুঝতে পারছ, শাওন?’

‘জী, মাসুদ ভাই। পুলিশকে নিশ্চিত করতে চাইছেন, প্যারাডাইসে মাসুদ রানা নেই। ফলে চেহারা গোপন করে ওখানে আপনি নির্বিঘ্নে তদন্তের কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন।’

‘হ্যা, ঠিক তাই,’ বলল রানা। ‘পুলিশকে কীভাবে ঘোল খাওয়াচ্ছে তমাল, সে যেন রিপোর্ট করে তোমাকে। আমি তোমার কাছ থেকে জেনে নেব, ঠিক আছে?’

‘জী, মাসুদ ভাই।’

তিন

দু'দিন পর।

কিসিঞ্জার অ্যাভিনিউ-এর পুরানো একটা সাত তলা বিল্ডিঙের দোতলায় দুই কামরার ছোট্ট অফিসটা। স্টাফ বলতে শুধু একজন পিয়ন। তবে রানার কাজে লাগবে ভেবে, শুধু ওর জন্যই অফিস সহকারিণীর পদে পরিচিত একটা মেয়েকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে টাইগার। তার নাম মিকি ভ্যানেসা। ছোটখাট মেয়েটি, ঠিক যেন জাপানি পুতুল। টাইগারের ভাষায়-গপ্পোবাজ মেয়ে, প্যারা সিটির যত কেচ্ছা-কাহিনী সব তার মুখস্থ।

ওই জাপানি পুতুলই এসে খবর দিল রানা ওরফে পাগড়ি পরা হরভজন সিংকে। 'বস্ তোমাকে দেখা করতে বললেন, মিস্টার সিংহ।'

'কেস পাব?' অ্যাশট্রেতে সিগারেট গুঁজে চেয়ার ছাড়ল রানা।

'বোধহয়,' বলল ভ্যানেসা। 'এক ভদ্রলোকের সঙ্গে বস্ সিরিয়াস কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন বলে মনে হল।'

পাশের ঘরে যাবার দরজার সামনে এসে থামল রানা, তারপর নক করে ঢুকে পড়ল ভিতরে। 'আপনি আমাকে ডেকেছেন, সার?'

ডেস্কের পিছনে একটা রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে লেমন টাইগার, চেহারায় দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তার ভাব-গাম্ভীর্য ফুটে আছে।

ক্লায়েন্টের চেয়ারে বসা লোকটা একটু স্থূল, মাথায় কাঁচাপাকা একরাশ চুল, বয়স হবে পঞ্চাশের ঘরে।

‘হরভজন সিং,’ টাইগার বলল, হাত তুলে রানাকে দেখিয়ে। ‘সিং, ইনি মিস্টার পিটার উডকক।’

মোটা মানুষ, হ্যান্ডশেক করার জন্য চেয়ার ছাড়তে সময় নিল। কাঁচাপাকা চুল নিয়ে তার মাথা রানার কাঁধ ও ছাড়াতে পারল না। সবুজ সানগ্লাস পরে থাকলেও, গায়ে তার তীক্ষ্দৃষ্টির আঁচ অনুভব করল রানা।

‘হরভজন সিং আগেও আমার প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছে,’ ভারী শরীর নিয়ে উডকক চেয়ারে বসার পর বলল টাইগার। ‘অত্যন্ত যোগ্য অপারেটর।’ ইঙ্গিতে রানাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল। ‘মিস্টার পিটার উডকক জর্জ ভারগাসের এজেন্ট এবং ম্যানেজার।’ রানার দিকে কঠিন দৃষ্টি হানল সে। জর্জ ভারগাস সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা আছে, সিং?’

‘কেন থাকবে না, সার,’ বলল রানা, চেহারায় আঁতেলসুলভ একটা ভাব আনতে চেষ্টা করল। ‘জর্জ ভারগাসকে দুনিয়ার সবাই চেনে। কত বড় একজন লেখক। এই তো, সাতদিনও হয়নি তার একটা সিনেমা দেখেছি।’

পিটার উডকক সহাস্যে বলল, ‘মনে হচ্ছে, এখানে আমরা জর্জ ভারগাসের একজন ভক্তকে দেখতে পাচ্ছি?’

‘সিংকে তা হলে ব্রিফ করি, মিস্টার উডকাক?’ জানতে চাইল টাইগার। ‘আপনি অ্যাকশন চান বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তো?’

উডকক গম্ভীর হয়ে গেল। ‘আমি অ্যাকশন চাই না, মিস্টার ভারগাস চান। হ্যাঁ, ঠিক আছে, শুরু করুন-প্লিজ।’

রানার দিকে তাকাল টাইগার। ‘মিস্টার ভারগাস তার স্ত্রী সম্পর্কে নোংরা চিঠি পাচ্ছেন। স্ত্রীর বয়স মাত্র পঁচিশ, তার আটচল্লিশ। এখন তিনি ভাবতে শুরু করেছেন এত কম বয়সের একটা মেয়েকে বিয়ে করাটা তার বোধহয় ভুলই হয়ে গেছে। যখন লেখেন, নিরিবিলিতে একা থাকতে হয়। স্ত্রী তখন নিজেই সময়টা উপভোগ করতে বেরিয়ে পড়েন। এই চিঠিগুলোয় বলা হচ্ছে, তরুণ এক ছেলের সঙ্গে ফুর্তি করছেন

তিনি। মিস্টার ভারগাস এই মুহূর্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজের মাঝখানে রয়েছেন।' উডককের দিকে তাকাল টাইগার। 'এটা ঠিক আছে?'

মোটাসোটা হাত দুটো পরস্পরের সঙ্গে ঘষল উডকক। 'নব্বুই মিলিয়ন ডলারের সিনেমা স্বত্ব আর দশ মিলিয়ন ডলারের পেপার ব্যাক স্বত্ব বিক্রি করাটাকে গুরুত্বপূর্ণ তো বলতেই হবে। মিস্টার ভারগাস এ-সব চুক্তি সই করেছেন, সেই সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন চারমাসের মধ্যে আলোচ্য বইটি শেষ করবেন।'

রানার দিকে ফিরে আবার মুখ খুলল টাইগার। 'এই চিঠিগুলো মিস্টার ভারগাসের মনোযোগে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে।'

'তিনি লেখাই ছেড়ে দিয়েছেন!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল উডকক। 'আমি তাকে বলেছি। এসব চিঠি অসুস্থ, পাগলরা লেখে, গুরুত্ব দেবার দরকার নেই। নির্দিষ্ট সময়-সীমার ভেতর বইটা যদি লেখা শেষ না হয়, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ওরা ক্ষতিপূরণের মামলা ঠুকে দিতে পারে।' হাত নেড়ে নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করল সে। 'এদিকে মিস্টার ভারগাসের একই কথা, অসুস্থ লোকটার বক্তব্য মিথ্যে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাবেন না তিনি, আর স্বস্তি বোধ না করলে লিখতেও পারবেন না। তিনি চান তাঁর স্ত্রীর ওপর কড়া নজর রাখা হোক।'

'কোন সমস্যা নেই,' বলল টাইগার। 'এখানে আমরা আছিই তো এই কাজ করার জন্যে।'

'তবে সবচেয়ে ভাল হত মিস্টার ভারগাস যদি ব্যাপারটা নিয়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি আলাপ করতেন,' বলল রানা। এমনকী চিঠিগুলোও যদি তাঁকে দেখাতে পারতেন...'

মাথা নাড়ল উডকক। 'তাতে নাকি তাঁর স্ত্রী অপমান বোধ করতে পারেন। উঁহুঁ, পরামর্শ দিয়ে কোন লাভ নেই। তিনি চান তার স্ত্রীর ওপর নজর রাখা হোক। প্রতি হপ্তায় রিপোর্ট করতে হবে কি জানা গেল না গেল। বিকল্প কোন কিছুতে রাজি নন।'

'ভদ্রলোক দেখা যাচ্ছে তার স্ত্রীকে বিশ্বাস করেন না।'

'সেজন্যে দায়ী-এর আগের তিক্ত অভিজ্ঞতাটি,' এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বলল উডকক। 'শার্লি তার প্রথম স্ত্রী নন। তিন বছর আগে পঁচিশ বছর বয়েসী আরেক মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। তাকেও সময় দিতে পারতেন না। একদিন এক তরুণ প্লেবয়ের সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় ধরা পড়ে যায় মেয়েটা। মিস্টার ভারগাস তাকে ডিভোর্স দেন।'

'ঠিক আছে, মিসেস শার্লি ভারগাসের চেহারার বর্ণনা দিন,' বলল রানা।

'তার দরকার নেই,' বলে ব্রিফকেস খুলে দশ বাই ছয় ইঞ্চি সাইজের একটা ফটোগ্রাফ বের করে রানার হাতে ধরিয়ে দিল উডকক। 'এই নিন।'

ছবিটায় চোখ পড়তেই দম আটকে এল রানার। ঘন কালো চোখ, সরু নাক, ভরাট ঠোঁট-সব মিলিয়ে মনে দপ করে আগুন ধরাবার মত রূপ। ভারগাসের মত প্রৌঢ় একজন লোককে নিয়ে এই মেয়ের সন্তুষ্ট না হওয়ারই কথা, অবশ্য সত্যি-মিথ্যা তদন্ত করলে বেরিয়ে আসবে।

'মিসেস শার্লির ডেইলি রুটিন?' জানতে চাইল রানা।

'শার্লি ঘুম থেকে ওঠেন সকাল ন'টায়। ঘণ্টা খানেক পর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া ডিউ ফন্টেন-এর সঙ্গে টেনিস খেলতে ক্লাবে যান। ডিউ হলেন মিস্টার ভারগাসের ছোট বোন, রিচার্ড ফন্টেনের স্ত্রী, রিচার্ড ফন্টেন মিস্টার ভারগাসের অ্যাটর্নি।'

'শার্লি সাধারণত কাউন্টি ক্লাবে লাঞ্চ সারেন, তারপর বোধহয় বোট নিয়ে বেড়াতে বেরোন, মাছ ধরতে যান বা বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা মারেন। বোধহয় মানে, এ-সবই তিনি মিস্টার ভারগাসকে জানান।' কাঁধ দুটো সামান্য উঁচু করল উডকক। তাঁর কথা অবিশ্বাস করার আমি কোন কারণ দেখি না, কিন্তু মিস্টার ভারগাস বলছেন , শার্লির বিকেলগুলো চেক করা দরকার। ডিউ-এর সঙ্গে টেনিস খেলার ব্যাপারটা তিনি খোঁজ নিতে চান না, তার ধারণা ওটা নিয়ে মিথ্যে বলাটা ভয়ানক বিপজ্জনক।'

এই সময় একটা টেলিফোন এল। রিসিভার তুলে হুঁ-হাঁ করল টাইগার। তারপর চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল সে। 'জরুরি একটা কাজে আমাকে একটু বাইরে যেতে হবে

মিস্টার উডকক, সিংকে আপনি সব কথা খুলে বলুন। আর সিং, আমি চাই মিস্টার ভারগাসের কেসটা গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করো তুমি।' বিদায় নিয়ে চলে গেল সে।

'এবার সেই চিঠিগুলো দেখব, মিস্টার উডকক,' বলল রানা।

'ও, হ্যাঁ।' আবার ব্রিফকেসে হাত ঢোকাল উডকক। হালকা নীল রঙের দুটো এনভেলাপ আর নিজের একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে। 'আরও যদি কোন তথ্য দরকার হয়, আপনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, মিস্টার সিং। মিস্টার ভারগাসকে কোন অবস্থাতেই বিরক্ত করা যাবে না।'

'হ্যা, ঠিক আছে।'

'আরেকটা জরুরি কথা, মিস্টার সিং। ব্যাপারটা কিন্তু খুব কনফিডেনশিয়াল।

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'মিসেস শার্লি অতি ভদ্র, অতি কোমল স্বভাবের মেয়ে। তাঁর দ্বারা কোন অনৈতিক কাজ সম্ভব, এ আমি বিশ্বাস করি না। তবু যদি সে-ধরনের কিছু জানতে পারেন, আমাকে আপনি ইমিডিয়েটলি রিপোর্ট করবেন। কারণ এর সঙ্গে বিরাট অঙ্কের টাকার প্রশ্ন জড়িত।'

এক কোটি ডলারের দশ পার্সেন্ট অনেক টাকাই বটে, ভাবল রানা। উডকক যতটা ভারগাস আর তা স্ত্রী শার্লিকে নিয়ে উদ্বিগ্ন, তার চেয়ে অনেক বেশি উদ্বিগ্ন নিজের কমিশন নিয়ে।

'এবার আমার একটা প্রশ্ন,' বলল রানা, গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ করছে উডককের চোখ-মুখ। 'আপনাদের কেসটা পাবার পরপরই গুলি খেলেন রানা এজেন্সির একজন অপারেটর। অফিসটাও আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ব্যাপারটা কী বলুন তো?'

মাথা নাড়ল উডকক। 'আমার জানামতে আমাদের এই কেসের সঙ্গে ওই ঘটনাগুলোর কোনও সম্পর্ক নেই।' তারপর হাসল সে। 'সম্পর্ক থাকলে রানা এজেন্সি নিশ্চয়ই রিপোর্ট বা অভিযোগ করত। তা তো করেইনি, বরং কেসটা ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে বলে দুঃখ প্রকাশ করে চিঠি দিয়েছে ওরা।'

'শুনলাম পুলিশও নাকি খুব বিরক্ত করছিল ওদেরকে।'

'বলতে পারব না,' বলে কাঁধ ঝাঁকাল উডকক। 'আরো ভাই, আমাদের অত সময় কোথায় যে অন্যের ব্যাপারে খোঁজ-খবর রাখব।' ব্রিফকেস বন্ধ করে চেয়ার ছাড়ল সে। 'চলি, মিস্টার সিং। আবার দেখা হবে। গুডবাই।'

'গুডবাই।' উডকক চলে যাবার পর একটা এনভেলাপ খুলে কমপিউটারে কমপোজ করা প্রথম চিঠিটা বের করল রানা। তাতে লেখা হয়েছে--

'এদিকে তুমি বস্তাপচা উপন্যাস লিখছ, আর ওদিকে তোমার সেক্সি বউ মার্লোন বাস্কনির সঙ্গে চুটিয়ে ফুর্তি করছে। রেসের ঘোড়া চিরকাল এক্কাগাড়ির ঘোড়াকে হারিয়ে দেবে, বিশেষ করে এক্কা গাড়ির ঘোড়াটা যদি বুড়ো হয়...'

দ্বিতীয় চিঠিটা আরও বিচ্ছিরি।

'বাস্কনি কাজটা তোমার চেয়ে ভালভাবে পারে, আর বলাই বাহুল্য যে শার্লি সেটা খুব পছন্দ ও করে। তোমাকে বুঝতে হবে যে সেক্স জিনিসটা তরুণদের জন্য, বিশেষ করে তোমার মত বুড়োদের জন্যে একেবারেই নয়।'

দুটো চিঠিতেই নামের জায়গায় লেখা হয়েছে: 'তোমার ছিদ্রান্বেষী।

এনভেলাপ দুটো পরীক্ষা করল রানা। প্যারা সিটি থেকেই ডাকে ফেলা হয়েছে।

হাতঘড়ি দেখল। লাঞ্চের সময় হয়ে আসছে। উডককের কথা অনুসারে শার্লি ভারগাসকে এখন কান্ট্রি ক্লাবে পাওয়া যাবে।

পাঁচ মিনিট পর লেমন টাইগারের রঙচটা ক্যাডিলাকটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রানা।

প্যারাডাইস সিটির সব কিছু খুব ভাল করে চেনা আছে রানার। বিশ মিনিট পর দেখা গেল কান্ট্রি ক্লাবের সুপার-ডুপার লাউঞ্জে বসে টাইম ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে ও একটা চোখ রেখেছে রেস্তোরা থেকে বেরুবার পথটার উপর।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, শার্লি ভারগাস উদয় হলো। দেখামাত্রই চিনতে পারল রানা, তবে উপলব্ধি করল ফটোগ্রাফটা তার প্রতি একটুও সুবিচার

করেনি। রক্ত-মাংসের শার্লি অনেক বেশি সুন্দর। তার ফিগার যে-কোন পুরুষের হার্ট বিড় বাড়িয়ে দেবে।

সাদা টি শার্ট আর শর্টস পরেছে শার্লি। সঙ্গে একজন মহিলা রয়েছে, বয়সে বছর দশকের বড় হবে, পা দুটো খাটো, চওড়া আর ভারী নিতম্ব, স্বর্ণকেশিনী। রানা ধারণা করল, ডিউ ফন্টেন।

নিজেদের মধ্যে কথা বলায় মশগুল তারা। রানাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। ডিউকে বলতে শোনা গেল, 'এ কি বিশ্বাস করার মত একটা কথা! এই বয়সে?' কী বিশ্বাস করতে পারবে না তা রহস্য হয়েই থাকল। গেটের কাছে পৌঁছে পরস্পরের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল তারা। ডিউ ছুটল একটা মার্সিডিজের দিকে, শালি ইস্পাত রঙের ফেরারি লক্ষ্য করে।

তোবড়ানো ক্যাডিলাক পিছু নিল ফেরারির। মাঝখানে একটা লিঙ্কন রয়েছে। হারবারে চলে এল ওরা।

গাড়ি থেকে নেমে জেটি ধরে হাঁটছে শার্লি। দু'পাশে ক্রুজার আর ইয়ট নোঙর ফেলেছে। যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে তার পিছনে থাকছে রানা। সত্তর ফুটি একটা ইয়টের কাছে থামল শার্লি। দূর থেকে তাকে গ্যাঙ প্লাঙ্ক ধরে ছুটতে দেখল রানা। পরমুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল নীচে।

কিছু করার নেই, কাজেই অপেক্ষায় থাকল রানা। কয়েক মিনিট পর একজন পেশিবহুল নিগ্রোকে দেখা গেল, ইয়টটার দড়িদড়া খুলছে। তারপর অন্যান্য বোটের ভিতর দিয়ে ধীর গতিতে এগেল সেটা, ফাঁকা পানিতে বেরিয়ে সগর্জনে ছুটল খোলা সাগরের দিকে। দ্রুত দৃষ্টিপথের বাইরে হারিয়ে গেল।

হাতে বিয়ারের ক্যান নিয়ে একটা বোলার্ড-এর উপর বসে আছে পিকেট মুর। প্যারা সিটির ডক এলাকার চোখ-কান বলা হয় তাকে। কেউ যদি বিয়ারের যোগান দিতে পারে তবে মুখ খুলবে সে; বিয়ার নেই তো কথাও নেই।

পরস্পরকে চেনে ওরা, কিন্তু মুশকিল হলো রানা তাকে নিজের পরিচয় জানাতে পারছে না। মুর কি অচেনা কারও সঙ্গে মন খুলে কথা বলবে?

অলস পায়ে তার পাশে এসে দাঁড়াল রানা। 'হাই, মুর,' বলল ও, যেন কতদিনের পরিচয়। 'বিয়ার চলবে?'

ক্যানটা সাগরে ছুঁড়ে দিয়ে সিধে হল মুর। ঢোলা ট্রাউজার টেনে পেটের উপর তুলে আনল, রানার দিকে তাকিয়ে হাসছে। খোশমেজাজী একটা হাঙরের মত লাগছে মাঝবয়সী লোকটাকে, যেন দেখতে পাচ্ছে তার দিকে ডিনার চলে আসছে। 'আপনি হরবজন, তাই না?' রানাকে অবাক করে দিয়ে জানতে চাইল সে। 'লেমন টাইগারের নতুন অপারেটর?'

'ঠিক ধরেছ।'

'টাইগারের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। বিয়ার? হ্যাঁ, তা চলতে পারে বৈকি,' বলে টাইটান-এর দিকে হাঁটা ধরল। তার পিছু নিয়ে প্রায় অন্ধকার বারটায় ঢুকল রানা। দিনের এই সময় খালি পড়ে আছে টাইটান। মুরকে দেখে সবজান্তার হাসি হাসল বারটেন্ডার গ্রাহাম।

'ওকে যত খুশি বিয়ার দাও,' অর্ডার দিল রানা। আমাকে শুধু একটা কোক।' মুরের পিছু নিয়ে এক কোণের একটা টেবিলে বসল।

'আপনার বোধহয় কিছু চাই, তাই না, মিস্টার সিং?' জানতে চাইল মুর।

টেবিলে বিয়ার আর কোক দিয়ে ফিরে গেল গ্রাহাম।

'বুঝতেই পারছ, আমাকে একটা কেস দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি। কেন ভয় পাচ্ছি তুমি জানো।'

'জানি না আবার!' ফিসফিস করল মুর।

'তোমার কোন ধারণা আছে, এ-সব কেন ঘটল?' কথা না বলে বিয়ারের গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিল মুর। একটু পর আবার-এভাবে যতক্ষণ না সবটুকু শেষ হলো। তারপর ঠকাস করে গ্লাসটা নামিয়ে রাখল টেবিলে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে সেটা আবার ভরে দিল গ্রাহাম।

'আপনি অন্য প্রশ্ন করুন, মিস্টার সিং,' বলল মুর। জনের ভয় আপনার যেমন আছে, তেমনি আমারও আছে। ক্ষতিকর কিছু আমি ছুই না।'

‘কিন্তু তুমি না ছুঁলে কী হবে, ক্ষতিকর জিনিস যদি তোমাকে ছুঁইয়ে দেয়? তখন তো তোমার কিছু করার থাকে না।’

‘মানে?’ বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়ে স্থির হয়ে গেল মুর।

মিস্টার গিল্টি মিয়ার জ্ঞান ফিরেছে, মুর,’ মিথ্যা কথা বলছে রানা। ‘আমাকে বলল, সে যখন গুলি খায় তুমি আশেপাশেই ছিলে।’

হাসল মুর। ‘গিলটি মিয়া খোলা সাগরে গুলি খেয়েছে। তার মানে তার জ্ঞান ফেরেনি।’

‘এ প্রসঙ্গ তা হলে থাক,’ বলল রানা। ‘কিন্তু আগুনটার কি হবে?’

কথা না বলে নিজের কাজ করে যাচ্ছে মুর-ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছে বিয়ারের গ্লাসে। সেটাও শেষ হল; তারপর ঠকাস করে আওয়াজ করল টেবিলে। তৈরি হয়েই ছিল গ্রাহাম, ছুটে এসে আবার ভরে দিল গ্লাসটা।

‘ওখানে আমি ছিলাম না, তাই ওদের কাউকে দেখিনি,’ বলল মুর। ‘তবে লোকমুখে কিছু কথা শুনেছি।’

‘যেমন?’

‘সে সব আপনাকে না বলাই ভাল।’

‘কেন?’

‘প্রথম কথা, শুনলে আপনি বিশ্বাস করতে চাইবেন না। দ্বিতীয় কথা, শুনে আপনার কোন লাভ হবে না, না শুনলেও কোন ক্ষতি নেই।

‘আমি শুনেছি মানুষকে তুমি তথ্য দিয়ে সাহায্য করো,’ বলল রানা। ‘কিন্তু এ-কথা কেউ বলেন যে না চাইলেও উপদেশ খয়রাত করার বদভ্যাস আছে তোমার।’

‘তা হলে কি শুনেছি বলি-অন্তত কিছুটা। তবে কারও সামনে বলতে বললে মুখে তালা মেরে রাখব। আগুন লাগিয়েছে পুলিশ।’

আবিশ্বাস আর বিস্ময়ের ধাক্কা খেল রানা। ‘পুলিশ? মানে?’

'আমার সঙ্গে এক মাফিয়া ড্রাইভারের পরিচয় আছে,' ঠকাস করে গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল মুর। তারপর আবার মুখ খুলল গ্রাহাম ফিরে যাবার পর। 'আগুন লাগার সময় ই একটা কাজে কাছে পিঠে ছিল সে।'

'কী নাম? ঠিকানা বলো।'

'নাম-ঠিকানা কিছুই বলা যাবে না, অসুবিধা আছে। সে কী বলল শুনুন। বলল, যারা আগুন দিতে এসেছিল তাদের একজনকে সে চিনতে পেরেছে। নাম জানে না, তবে জানে যে ছোকরা প্যারাডাইস সিটি পুলিশের সদস্য।'

'নাম বলা যাবে না কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। ঠিক আছে, অত রাতে ওখানে সে কী কাজে গিয়েছিল সেটা বলো।'

'ওই ড্রাইভার এখন আমার পরিচিত মাফিয়া কর্তার কাজ করে না,' বলল মুর। 'সে কাজ করে রেড ব্রিগেডের।'

শব্দ দুটো-রেড ব্রিগেড-চমকে দিল রানাকে। 'তুমি ঠিক জানো? রেড ব্রিগেডে নাম লিখিয়েছে লোকটা?'

'আমার জানার মধ্যে কোন ভুল থাকে না, মিস্টার সিং।'

'তুমি কিন্তু বলছ না ওখানে সে কী করছিল।'

মাথা নাড়ল মুর। 'আমার ঘাড়ে কটা মাথা, মিস্টার সিং? রেড ব্রিগেডকে খোঁচা মারব, এত সাহস আমার নেই।'

গ্রাহামকে ডেকে এবার নিজের জন্য এক বোতল হুইস্কি চাইতে ইচ্ছে হলো রানার। তবে মুর ঘাবড়ে যাবে বা অতি মাত্রায় সতর্ক হয়ে উঠবে ভেবে উত্তেজনাটা চেপে রাখতে বাধ্য হলো।

আশির দশকে রেড ব্রিগেডকে প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিল ইটালিয়ান পুলিশ। ওই নির্ভেজাল ক্রাইম সিন্ডিকেটের জনক ছিল রেনাটো কারসিয়ো। সম্ভাবত জেলেই তার মৃত্যু হয়।

রেনাটোর অবৈধ ছেলে রোকো কারসিয়ো বাপের দলটাকে নতুন করে গড়ে তোলে। দু'হাজার সালের দিকে চাঁদা না পেলে রাজধানী রোমের বিদেশী

দূতাবাসগুলো বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হবে বলে হুমকি দেয় সে। দূতাবাস প্রতি এক মিলিয়ন ডলার চাঁদা ধরা হয়।

রোম পুলিশের জন্য রেড ব্রিগেড গোদের উপর বিষফোঁড়া হয়ে ওঠে, কারণ সে সময় মাফিয়াও নতুন করে মাথাচাড়া দিচ্ছিল। কাজেই বাধ্য হয়ে তারা ইন্টারপোলের সাহায্য চায় গোপনে। রানা এজেন্সিকেও সঙ্গে জড়িয়ে নেয় ইন্টারপোল।

যেভাবেই হোক, এই খবরটা লিক হয়ে যায়। এক রাতে ইন্টারপোলের রোম অফিসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সমস্ত ফার্নিচার আর কাগজ-পত্র পুড়ে যায়, তবে কেউ মারা যায়নি। পরদিন সকালে বাংলাদেশ দূতাবাসের দু'জন কর্মকর্তাকে গাড়িবোমা ফাটিয়ে খুন করা হয়।

খবরের কাগজে ফোন করে রেড ব্রিগেড দুটো ঘটনারই দায়-দায়িত্ব স্বীকার করে, সেই সঙ্গে চাঁদার অঙ্কটা আরও বারিয়ে দেয় সিকিভাগ।

রেড ব্রিগেডের এই হুমকির মুখে রোমে আধা সামরিক বাহিনীকে তলব করা হয়। কিছু সদস্য অ্যারেস্ট করা হয়েছিল, যুদ্ধ করে মারা যায় কয়েকজন। তবে রোকো ধরা পড়েনি।

এরপর মিলান থেকে খবর আসে-তিনটে ব্যাঙ্ক লুঠ করেছে রোকো কারাসিয়ো আর তার স্ত্রী মিরান্ডা।

শেষ খবর জানে রানা, ইটালি-পুলিশ রোকোকে পাঁচ খুনের অভিযোগে এবং তার স্ত্রীকে দুই খুনের অভিযোগে খুঁজছে।

'কী হলো আপনার, মিস্টার সিং?' মুরের ডাকে সংবিৎ ফিরে পেল রানা। ভাবছিল, রেড ব্রিগেড কি তা হলে ইটালিতে সুবিধে করতে না পেরে আমেরিকায় চলে এসেছে। 'তোমাকে যদি একমাসের বিয়ার একসঙ্গে কিনে দিই, তা হলে বলবে আর কী জানো তুমি, মুর?'

'কোন ব্যাপারে?'

'রেড ব্রিগেড।'

মাথা নাড়াল মুর। গ্লাসটা নিঃশব্দে টেবিলে নামিয়ে রাখল। এর মানে হল-এ প্রসঙ্গে আর কোন তথ্য জানে না সে, কিংবা জানলেও বলবে না।'

'যে ইয়টটাকে আমরা একটু আগে খোলা সাগরে হারিয়ে যেতে দেখলাম,' প্রসঙ্গ পাল্টে বলল রানা। 'ওটা সম্পর্কে কিছু জানো?'

'সবাই জানে ওটা জর্জ ভারগাসে বোট,' বলল মুর। 'জর্জ ভারগাস খুব নাম করা একজন লেখক।' গম্ভীর হয়ে গেল সে। 'বুঝি না মানুষ কেন বই পড়ে। স্রেফ সময়ের অপচয়।'

'যে মেয়েটাকে দেখলাম। লেখকের বউ নাকি?'

মুরের খুদে আকারের চোখে সন্দেহ ভরা দৃষ্টি। 'হ্যাঁ, বউ। খুবই ভাল মেয়ে। আমার মত তুচ্ছ মানুষকেও হাসি উপহার দেয়, হাত নাড়ে। আগেরটার তুলনায় দেবী বলতে হবে। সেটা ছিল সাক্ষাৎ ডাইনী। কিন্তু আপনার এত আগ্রহ কেন, মিস্টার সিং?'

'আগ্রহ আসলে লম্বা-চওড়া বডিবিল্ডারটার ওপর,' বলল রানা। 'ব্যাটা কি পুরানো ক্রু?'

'ম্যাক গোয়েন?' গম্ভীর হলো মুর। 'ওই ব্যাটা নিগ্রো লোক ভাল নয়। জুয়াটা বোধহয় মায়ের পেট থেকে শিখে এসেছে। অভাব তাঁর পিছু ছাড়ে না। বছর দুই হলো মিস্টার ভারগাসের কাজ করছে। ক্রু হিসাবে নাকি ভাল।'

'মিসেস ভারগাসের বোট নিয়ে কি প্রায়ই বেরোয়?'

'হপ্তায় চার-পাঁচদিন। আর করবেনই বা কী! শুনতে পাই বেচারি খুবই নাকি একাকী। মিস্টার ভারগাস সময় দিতে পারেন না।'

'মার্লোন বাস্কনি কে বলো তো?' হঠাৎ প্রশ্ন করল রানা।

'বাস্কনি? মার্লোন বাস্কনি?' মাথা নাড়ল মুর। 'না, চিনি না।'

'বাদ দাও। আচ্ছা, এই লেখক ভদ্রলোক কেমন মানুষ?'

খালি গ্লাসটা তুলে আবার নামাল মুর-সশব্দে। অপেক্ষা করছিল গ্রাহাম, প্রায় ছুটে এসে ভরে দিয়ে গেল সেটা।

‘ওপর মহলের দাম্ভিকরা যেমন হয়,’ বলল মুর। ‘যার ভাই সিআইএ-র ডিরেক্টর, তিনি কেমন মানুষ হবেন বুঝে নিন।’

কিন্তু আমি তো শুনেছি তিনি যে সিয়াইএ ডিরেক্টরের ভাই, এ-কথা লোকজনকে জানাতে চান না।’

‘কী জানি!’ ঠোঁট ওল্টাল মুর। ‘তা হলে হয়তো আমিই ভুল জানি।’

‘আচ্ছা, ম্যাক গোয়েন কি এলাকার লোক?’ চেয়ার ছাড়ার সময় জানতে চাইল রানা।

মাথা ঝাঁকাল মুর। ‘এলাকারই। সৈকতের পিছনে আস্তানা গেড়েছে। কোন সমস্যায় পড়েছে বুঝি? আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এর আগেও পুলিশের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিল। পুলিশের সন্দেহ হয় ম্যাক চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত। তবে কিছু প্রমাণ করতে পারেনি।’

‘ইয়টটা ফেরে কখন?’ তার প্রশ্নের উত্তর না শোনার ভান করে জানতে চাইল রানা।

‘ঠিক ছটায়, ঘড়ির কাটা ধরে।’

‘আবার দেখা হবে, মুর,’ বলল রানা, গ্রাহামের বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এল গরম রোদে।

চার ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে, তাই ক্যাডিলাক নিয়ে কিসিঞ্জার অ্যাভিনিউয়ের অফিসে ফিরে এল রানা, পথে এক জায়গায় থেমে লাঞ্চটা সেরে নিল।

নিগ্রো ম্যাককে টাকা সাধলে খাবে ঠিকই, কিন্তু নিশ্চয়তা কী যে টাকা খেয়ে তথ্য দেওয়ার বদলে একগাদা মিথ্যে বলবে না, তারপর সাবধান করে দেবে না শার্লিকে? না, টাকা সাধার আগে লোকটাকে যাচাই করে নিতে হবে।

রানা সিদ্ধান্ত নিল, শার্লির পিছু নেওয়ার জন্য হেলিকপ্টার ট্যাক্সি সার্ভিস-এর সাহায্য নেবে ও। তাতে অবশ্য প্রচুর খরচ হবে। তা হোক, বিলটা তো দেবেন জর্জ ভারগাস।

অফিসে ফিরে টেলিফোনে একটা হেলি ট্যাক্সি সার্ভিসের সঙ্গে কথা বলে রাখল রানা। ভ্যানেসার সঙ্গে বিশেষ কথা হলো না, সে তার দুই বান্ধবীর সঙ্গে চাপা গলায় ফিসফাস করছে।

শেষ বিকেলে আবার হারবারে চলে এল রানা। জেটির কাছাকাছি গাড়ি থামিয়ে ওখানেই বসে থাকল, শার্লির ইয়ট ফিরে এলে এখান থেকেই দেখতে পাবে।

ঠিক ঘড়ির কাঁটা ধরে ছ'টার সময় ফিরতে দেখা গেল সাদা ইয়টটাকে। দড়ি-দড়া দিয়ে জেটির সঙ্গে সেটাকে বাঁধল ম্যাক গোয়েন। গ্যাঙ প্ল্যাঙ্ক ধরে ছুটে জেটিতে চলে এল শার্লি।

জেটিতে একবার থামল সে, গলা চড়িয়ে বলল, 'কাল আবার ওই একই সময়ে, ম্যাক।' হাত নেড়ে আবার ছুটল সে, পার্ক করা ফেরারির দিকে যাচ্ছে।

জর্জ ভারগাস প্যারাডাইস লারগো-য় থাকেন। সাগর জলে ভরাট বিশাল খালের মধ্যে প্যারাডাইস লারগো একটা যোজক, ই.এ.আই.এবং এ .আই. হাইওয়ের সংযোগ আছে জায়গাটার সঙ্গে। ধনীদের মধ্যে যারা সেরা আর বনেদি, তারাই শুধু বসবাস করে এখানে।

লারগোয় যাবার কজওয়েটা পাহারা দেয় সশস্ত্র সিকিউরিটি গার্ডরা। তা ছাড়া ইলেকট্রনিক একটা ব্যারিয়ারও আছে। নিজের পরিচয় না দিয়ে বা উদ্দেশ্য না জানিয়ে কারও পক্ষে ভিতরে ঢোকা সম্ভব নয়। এ-সব বিস্তারিত জানা আছে রানার, কারণ এখানকার সিকিউরিটির সমস্ত দায়িত্ব একটা চুক্তির আওতায় রানা এজেন্সিকেই পালন করতে হচ্ছে এখনও।

প্যারাডাইস লারগোয় প্রায় একশোর মত দৃষ্টিনন্দন বসতবাটি বা বাগানবাড়ি রয়েছে। গোটা এলাকাটা বারো ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, পাঁচিলটা ঢাকা পড়ে আছে লতানো ফুলগাছে।

শার্লি বাড়িতেই ফিরল, এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে এক মুঠো কয়েন নিয়ে একটা ফোন বুদে ঢুকল রানা।

গাইড খুলে একের পর এক অনেকগুলো হোটেলে ফোন করল ও। কিন্তু কোথাও মার্লোন বাস্কিনের কোন হদিশ পাওয়া গেল না।

টাইগার ফিরেছে কিনা জানার জন্য অফিসে ফোন করল ও। ভ্যানেসা জানাল, ফেরেনি। 'তোমার তদন্ত কেমন এগোচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'এগোচ্ছে,' বলল রানা।

'দেখো সিং, এলাকায় তুমি প্রায় নতুন, আমার মত কারও সাহায্য ছাড়া খুব একটা সুবিধে করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'তা হলে সাহায্য করো।'

'করতে তো চাই, কিন্তু কই, তুমি তো আমাকে ডিনারে দাওয়াত করছ না! '

'কোথায়?' সংক্ষেপে জানতে চাইল রানা, তথ্যের বিনিময়ে সুন্দরী ভ্যানেসার রসনা তৃপ্ত করতে ওর কোন আপত্তি নেই।

'ব্লু স্কাই?'

'ঠিক হ্যায়, লেডি, চ্যালে আও।'

প্রন আর স্টেক অর্ডার দিতে চেয়েছিল ভ্যানেসা, কিন্তু ব্লু স্কাই-এর পরিচিত ওয়েটার এডওয়ার্ড পরামর্শ দিল, শিকে বিঁধিয়ে আগুনে রোস্ট করা চিকেন হলো আজকের স্পেশাল আইটেম, সে চিকেনে আবার প্রচুর লবস্টার ভরা আছে, পরিবেশন করা হবে অঢেল ক্রিম, চকলেট, রাম আর সুগন্ধি কাচা সবজি সহকারে।

'ইয়েস! ইয়েস!' প্রায় চেচিয়ে উঠল জাপানি পুতুল।

এডওয়ার্ড চলে যেতেই কাজের কথা পাড়ল রানা। 'অনেক জায়গায় খোঁজ করলাম, কিন্তু মার্লোন বাস্কিনকে চেনে না কেউ। ব্যাপারটা কী বলে তো?'

'ডিনারের অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে, তাই নির্ভয়ে বলছি-এই নামে আমিও কাউকে চিনি না।'

'তা হলে এই লোকটার অস্তিত্ব নেই,' বলল রানা। 'এবার বলো, জর্জ ভারগাস সম্পর্কে কী জানো তুমি।'

'নতুন বিয়ে করেছে। স্বর্গে থাকে। নাম প্যারাডাইস লারগো। মেয়েটা, শার্লি, তার মেয়ে হলেই বেশি মানাত-কিন্তু বিয়ে করা বউ। এই সিং, প্রথম বউটার কথা জানতে চাও?'

'চাই।'

'ম্যাডি গ্রেস,' বলল ভ্যানেসা। 'পরপুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হবার অপরাধে ভারগাস তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেন।'

'থাকে কোথায়?'

'ডোমিঙ্গো এসপাডা নামে এক মেক্সিকানের সঙ্গে জোট বেঁধেছে। সৈকতের ধারে লা পাজ বার-এর মালিক এসপাড়া।'

লা পাজ বার চেনে রানা, অকর্মর ধাড়িরা সব আড্ডা দেয় ওখানে। প্রত্যেক শনিবার রাতে সৈকতের অন্য যে-কোন বারের চেয়ে ওখানে অনেক বেশি হই-হল্লা, মারামারি হয়।

'ম্যাডি ওখানে টপলেস হয়ে গিটার বাজায়,' বলল ভ্যানেসা। 'কল্পনা করতে পারো, সিং? যে মেয়ে কিনা এক সময় জর্জ ভারগাসের স্ত্রী ছিল! শালার প্রেস্টিজ একেবারে পাংচার করে দিল।'

রানা সিদ্ধান্ত নিল, ভ্যানেসার সান্নিধ্য ওর আর ভাল লাগবে না। 'জরুরি একটা কাজের কথা মনে পড়েছে। দু'জনের খাবার তুমি একাই শেষ কর, ভ্যানেসা,' বলে চেয়ার ছাড়ল রানা, ওয়েটারকে এক পাশে ডেকে বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এল ব্লু স্কাই থেকে।

সস্তা দরের একটা হোটেলে উঠেছে রানা। রাত একটু গভীর হলে জানালা দিয়ে বেরিয়ে রানা এজেন্সির একটা সেফ হাউসে চলে যায় ও।

চার

প্যারাসিটির দক্ষিণ-পুবে, মাইল ত্রিশেক দূরে, কী ওয়েস্ট-এর দিকে প্রসারিত খুদে দ্বীপের একটা সারি আছে। হেলিকপ্টারে রানা পাইলটের পাশে বসেছে, ঝলমলে নীল সাগরের বুকে সবুজ ফোটার মত দ্বীপগুলোর উপর চোখ বুলাচ্ছে।

চারপাশে এরকম আরও বেশ কটা হেলিকপ্টার ঘুরে বেড়াচ্ছে, সাইট-সিইং ট্যুরে বেরিয়েছে দেশী-বিদেশী ট্যুরিস্টরা, কাজেই শার্লি বা ম্যাক সন্দেহ করতে পারবে না যে তাদের উপর নজর রাখা হচ্ছে।

রানার চোখে ফিল্ড-গ্রাস। ইয়টের ফ্লাইট ব্রিজে শার্লিকে দেখতে পাচ্ছে ও। ম্যাক নিশ্চয়ই হুইলহাউসে।

'হারবারের দিকে ফিরে চক্কর মারো,' পাইলটকে বলল রানা।

কপ্টার ঘুরিয়ে নিল পাইলট। দূরে দেখা গেল সাদা ইয়ট কী ওয়েস্ট-এ পৌঁছাচ্ছে। তারপর গতি কমল, দিক বদল হলো। তটরেখা ধরে এগোচ্ছে। মেটকুম কী হয়ে ঘুরে গেল খুদে দ্বীপের একটা গুচ্ছের দিকে। মাইল পাঁচেক দূরে ওগুলো।

'ওই দ্বীপগুলো সম্পর্কে কিছু জানো?' পাইলটকে জিজ্ঞেস্ট করল রানা।

'এক কালে বোম্বেটেদের ঘাঁটি ছিল,' বলল চিনা পাইলট। তিন পুরুষ ধরে আমেরিকান তারা, ফ্লোরিডার ইতিহাস মুখস্থ করা আছে। রানার উদ্দেশ্য সম্পর্কে যদি কিছু বুঝেও থাকে, কোন প্রশ্ন তুলে বিব্রত করছে না। 'জলদস্যুরা নাকি লুকিয়ে থাকত দ্বীপগুলোয়, এদিক দিয়ে কোন জাহাজকে যেতে দেখলে বেরিয়ে এসে হামলা করত। বলা হয় কুখ্যাত ব্ল্যাকবিয়ার্ড-এর আস্তানা ছিল ওখানে।'

'এখন কার আস্তানা?'

'দ্বীপগুলোয় এখন কেউ থাকে না।'

গতি কমিয়ে একজোড়া দ্বীপের মাঝখানে, ইনলেটে দুকে পড়ল সাদা ইয়টটা, ঘন বন-জঙ্গলের আড়ালে ঘন ঘন হারিয়ে যাচ্ছে। তারপর নলখাগড়া আর লম্বা ঘাসের ভিতর একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

দ্বীপটার চারপাশে চক্কর মারলে সাবধান হয়ে যাবে ওরা, ভাববে কপ্টারটা ওদের উপর নজর রাখছে। দূরে থেকেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল রানা, কিন্তু ইয়টটা ফিরছে না। একসময় পাইলটকে বলল, 'চলো, ফেরা যাক।'

কপ্টার ঘুরিয়ে মেইনল্যান্ডের দিকে রওনা হলো পাইলট।

সন্ধ্যার খানিক আগে কিসিঞ্জার অ্যাভিনিউয়ের অফিসে ফিরে ভ্যানেসাকে পেল রানা, ওর জন্য অপেক্ষা করছে।

'তোমার কথামত প্যারাসিটির কোথাও আর খোজ নিতে বাকি রাখিনি, বুঝলে,' বলল সে। কিন্তু মার্লোন বাস্কিন নামে কাউকে পাইনি। এমনকী পুলিশ পর্যন্ত তার নাম শোনেনি।'

'আমিও পাইনি,' বলল রানা।

'আর শার্লির প্রসঙ্গে সবাই একবাক্যে বলছে, ওর মত সরল ভালো মেয়ে হয় না।'

মনে মনে হাসল রানা। এমনকী সরল মেয়েরাও বিবাহ বহির্ভূত বা পরকীয়া প্রেমে জড়িয়ে পড়তে পারে। তবে ভ্যানেসাকে কিছু বলল না ও। এ-ও বলল না যে শার্লি একটা নির্জন দ্বীপে আসা-যাওয়া করে; বোট নিয়ে সেই দ্বীপে কাল যাচ্ছে ও নিজেও।

ভোর সাড়ে চারটেয় অ্যালার্মের শব্দে ঘুম ভাঙল। কাল রাতে কিছু কেনাকাটা করেছে ও, বোটও ভাড়া নেওয়া হয়ে গেছে। বাথরুম থেকে মুখ ধুয়ে এসে তৈরি হচ্ছে রানা।

সেকেন্ডহ্যান্ড মার্কেট থেকে দেখেশুনে কিনেছে, জাঙ্গল ইউনিফর্মটা চমৎকার ফিট করবে ওকে। ক্যামোফ্লাজ শার্ট, বুটে গোঁজা ড্রিল ট্রাউজার, জাঙ্গল বুট, সঙ্গে একটা হান্টিং নাইফ-সব একটা হোল্ডঅল-এ ভরে নিল। ওগুলোর সঙ্গে জায়গা পেল একটা ফ্লপি হ্যাট, মশামাছি তাড়াবার জন্য একটা স্প্রে, থার্মোস ভর্তি ঠাণ্ডা স্কচ আর পানি।

সেফ হাউস থেকে বেরিয়ে জেটির উদ্দেশে গাড়ি ছাড়ল রানা। অল-নাইট ক্যাফে থেকে চিকেন স্যান্ডউইচের একটা প্যাকেট কিনল। জেটিতে পৌঁছে দেখল বোটটা ওর জন্য অপেক্ষা করছে।

বোটের ভাড়া অগ্রিম পরিশোধ করে খোলা সাগরের উদ্দেশে রওনা হলো রানা। দ্বীপগুলো দৃষ্টিসীমায় চলে আসতে আউটবোর্ড ইঞ্জিন বন্ধ করে জাঙ্গল ইউনিফর্ম পরে নিল। এদিকের মশাকে 'মানুষখেকো' বলা হয়; মুখ আর হাতে অ্যান্টি-ইনসেক্ট লিকুইড স্প্রে করল।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে আবার এগেল রানা। চওড়া ইনলেটে ঢুকল যতটা সম্ভব সাবধানে, ইঞ্জিনও প্রায় কোন শব্দ করছে না। নলখাগড়া আর জলজ ঝোপের ভিতর দিয়ে বোট চালাচ্ছে। এখানে গা পোড়ানো রোদ নেই, তবে মনে হলো উত্তপ্ত আর বাষ্পে ঢাকা একটা টানেলের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে ও।

মাথার চারপাশে চক্কর মারছে ঝাঁক ঝাঁক মশা, তবে লিকুইড স্প্রে করায় বসতে পারছে না। খানিক সামনে রোদ দেখতে পেল রানা।

কয়েক মুহূর্ত পর অলস গতিতে খুদে একটা লেগুনে ঢুকল রানা। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল, নিঃশব্দে কাছাকাছি পারের দিকে ভেসে যাচ্ছে বোট।

পায়ে চলা একটা সরু পথ দেখল রানা, জঙ্গলের ভিতর ঢুকে হারিয়ে গেছে। তীরে একটা মজবুত পোল রয়েছে, মাটিতে গাঁথা-সন্দেহ নেই সাদা ইয়টটা ওই পোলের সঙ্গে বাধা হয়।

ওই পোল থেকে যথেষ্ট দূরে সরে এসে নলখাগড়ার ঝোপের ভিতর একটা সরু গাছের সঙ্গে বোটটা বাঁধল রানা, তারপর কাঁধে হোল্ড-অল ফেলে ঢুকে পড়ল জঙ্গলে। সাবধানে এগোচ্ছে ও, জানে বিষাক্ত সাপ থাকাটা খুবই স্বাভাবিক, ডান হাতে বাগিয়ে ধরে আছে হান্টিং-নাইফটা।

সিকি মাইলটাক হাঁটল রানা। খট-খট-খট! আইভরি ঠোঁট দিয়ে কাঠঠোকরাগুলো গাছের গায়ে গর্ত করছে, চারপাশে টি-টি করছে লালসবুজ তোতারা। গরমটা আঁচের মত লাগছে গায়ে, দরদর করে ঘামছে রানা। খানিক সামনে সরু পথটা আতিক্ষন

একটা বাঁক নিয়েছে, ওদিকে আলো একটু বেশি থাকায় বাঁকের পর ফাঁকা একটা জায়গার আভাস পাওয়া গেল।

সাবধান হয়ে গেল রানা। ঝোপের ডালপালা এড়িয়ে এগেল, যাতে কোন শদ্ব না হয়। বিরাট একটা মরা গাছের গুঁড়ির কাছে পৌঁছাল ও। ওটার পিছন থেকে উঁকি দিয়ে ফাঁকা জায়গা দেখছে।

গাঢ় ছায়ার ভিতর সবুজ রঙের জাঙ্গল-টেন্ট দেখা যাচ্ছে। এ-ধরনের তাঁবু সাধারণত সেনাবাহিনীর লোকজন জঙ্গলে রাত কটানোর জন্য ব্যবহার করে, তবে সেকেন্ডহ্যান্ড মার্কেটে এ-সব বিক্রিও হয়। তাঁবুটায় চারজন মানুষ অনায়াসে থাকতে পারবে।

তাঁবুতে ঢোকার মুখটা নাইলন কর্ড দিয়ে বাঁধা। পাশেই একটা পোর্টেবল বারবিকিউ দেখা যাছে, কাছা কাছি ক্যানভাসের একজোড়া ফোল্ডিং চেয়ার। জায়গাটার সমস্ত ঘাস আর আগাছা ছেটে ফেলা হয়েছে।

দৃশ্যটা অবাক করছে রানাকে। এটা কি তা হলে গোপনে মিলিত হবার একটা ঠাই, যাকে বলে প্রেমকুঞ্জ? না, এ ঠিক বিশ্বাস করার মত নয় যে শার্লি তার প্রেমিকের সঙ্গে এখানে দেখা করতে আসে। ওই তাঁবুর ভিতর নিশ্চয়ই একটা আভন আছে।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা, ভাবছে তাঁবুর ভিতর কেউ আছে কিনা। প্রবেশপথ কর্ড দিয়ে বাধা যখন, না থাকারই কথা-আবার বলাও যায় না।

চারপাশে তাকিয়ে একটা ঘন ঝোপ খুঁজে নিল রানা, তারপর কোন শব্দ না করে সেটার পিছনে এসে উবু হয়ে বসল। এখান থেকে তাঁবুটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে।

ওকে ঘিরে ঝাঁক ঝাঁক মশা উড়ছে। পাখির ডাকাডাকি ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। আস্তিন দিয়ে মুখ মুছে হোল্ড-অল থেকে থার্মোস বের করে একটা চুমুক দিল রানা। শুরু হলো ধৈর্যের পরীক্ষা।

দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ধৈর্য দরকার হয়। কিছুক্ষণ পর পর হাতঘড়ির উপর চোখ বুলাচ্ছে রানা। ৮.৪৫ মিনিটে শব্দ ভেসে এল। চট্ করে মাটিতে শুয়ে পড়ল রানা। এক লোক শিস দিচ্ছে।

তারপর শোনা গেল শুকনো পাতার উপর পা ফেলার আওয়াজ; অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে ঝোপের ডাল সরিয়ে কেউ একজন আসছে এদিকে। যে-ই হোক লোকটা, নিশ্চিতভাবে জানে দ্বীপে এই মুহূর্তে সে একা। কোন রকম সাবধানতা অবলম্বন করছে না। ঝোপের কয়েকটা পাতা সরিয়ে তাকাল রানা। ফাঁকা জায়গাটার অপর প্রান্তের জঙ্গল থেকে লোকটাকে বেরিয়ে আসতে দেখল। পাঁচ ফুট আট কি নয় ইঞ্চি লম্বা সে, কাঁধ দুটো চওড়া, সাতাশ কি আটাশ বছর বয়স। মাথার কালো চুল কাঁধ পর্যন্ত লম্বা, এলোমেলো হয়ে আছে। মুখের বেশিরভাগটাই ঘন দাড়িতে ঢাকা। পরে আছে লম্বা আস্তিনসহ সবুজ একটা শার্ট আর কালো ট্রাউজার-মেক্সিকান বুটে গোঁজা।

লোকটার এক হাতে ফিশিং রড, আরেক হাতে এরইমধ্যে পেট কেটে নাড়িভুঁড়ি বের করা একজোড়া মাছ।

বারবিকিউ ধরাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে লোকটা, মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে বিস্মিত রানা তাকিয়ে আছে তার দিকে। কর্কশ, কঠিন প্রকৃতির এই লোক মার্লোন বাস্কিন হতে পারে? বলা মুশকিল। তবে লোকটার নড়াচড়ার মধ্যে বক্সার-বক্সার ভাব স্পষ্ট, হাঁটার সময় ঘামে ভেজা শার্টের ভিতর কিলবিল করা পেশির অস্তিত্ব পরিষ্কার টের পাওয়া যাচ্ছে। এ ধরনের শক্ত পুরুষের প্রেমে পড়া শার্লির মত নরম মেয়ের পক্ষে খুবই সম্ভব।

গ্রিলে চচ্চড় আওয়াজে ভাজা হচ্ছে মাছগুলো, নাইলনের কর্ড খুলে তাঁবুর ভিতর ঢুকল লোকটা। দুমিনিট পর টিনের প্লেট, ছুরি আর ফর্ক নিয়ে বেরিয়ে এল। খাওয়া শেষ করে আশপাশের জঞ্জাল মাটিতে পুঁতে ফেলছে, এই সময় রানা সিদ্ধান্ত নিল লোকটার সঙ্গে কথা বলবে।

অনেকটা ঘুরে সরু পথে ফিরে এল রানা, সেটা ধরে তাঁবুর দিকে হাঁটার সময় ইচ্ছে করে শুকনো পাতা মাড়িয়ে শব্দ করছে, লোকটা যাতে বুঝতে পারে কেউ তার

দিকে আসছে। কেন যেন রানার মনে হয়েছে এই লোককে চমকে দেওয়াটা কৌশল হিসাবে ভাল হবে না।

ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এল রানা, দেখল তাঁবুর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা। তার হাতের পয়েন্ট টুটু রাইফেলটা সরাসরি ওর দিকে তাক করা।

থমকে দাঁড়িয়ে নিরীহ হাসি দিল রানা। হাই! এক্সকিউজ মি। আমি তোমাকে চমকে দিতে চাইনি। ভেবেছিলাম দ্বীপটায় আমি ছাড়া আর কেউ নেই।'

রাইফেলটা নিচু করল সে, ব্যারেলটা এখন রানার পায়ের দিকে তাক করা। তবে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তার সমস্ত পেশি টান টান হয়ে আছে।

'কে তুমি?' নিচু কণ্ঠস্বর, নিশ্চয় উত্তেজনার কারণেই খসখসে শোনাল।

'হরভজন সিং। আসতে পারি? রাইফেলটা ঠিক বন্ধুর মত লাগছে না।' আবার একটু হাসল রানা। 'হঠাৎ খোঁকিয়ে উঠতে পারে।'

কোণঠাসা বিড়ালের মত সতর্ক হয়ে আছে লোকটা। 'নোড়ো না, খবরদার! এখানে কেন এসেছ?'

'ব্ল্যাকবিয়ার্ডের গুহা খুঁজছি,' বলল রানা। 'জানো নাকি কোন দিকে ওটা?'

'এই দ্বীপে কোন গুহা-টুহা নেই। যাও, কেটে পড়ো।'

'তুমি ঠিক জানো? ব্লু স্কাই বারের এক লোক আমাকে কসম খেয়ে বলল যে সেটা এখানেই...'

'বললাম না কেটে পড়ো!'

'তুমি কী সাধু বা সন্ন্যাসী? হাসিটা এখনও মুখে ধরে রেখেছে রানা, অলস ভঙ্গিতে তার দিকে এগেল।

রাইফেল উঁচু হলো। 'ভাগো বলছি! আর কিন্তু সাবধান করব না!' কর্কশ হয়ে উঠল কণ্ঠস্বর।

'দূর ভাই, এমন করছ কেন! আমি সাদাসিধে একজন মানুষ, ইতিহাসের ভক্ত...'

কান ফাটানো শব্দে গর্জে উঠল রাইফেল। রানার পায়ের কাছে কয়েকটা পাতা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ওয়ান-শট রাইফেল ওটা, চেম্বারে আরেকটা বুলেট ভরার আগেই তার কাছে পৌঁছে গেল রানা।

সাপের মত ক্ষিপ্র রিফ্লেক্স লোকটার। জাঙ্গল ফাইটিঙে ট্রেনিং নেওয়া না থাকলে উরুসন্ধি লক্ষ্য করে ছোড়া ওর লাথিটা পঙ্গু করে দিত রানাকে। আঘাতটা পুরোপুরি রানা এড়াতে পারল না। যদিও-উরুতে লাগল। টলমল ভঙ্গিতে পিছু হটল ও। রাইফেলটা স্যাঁৎ করে ঘোরাল লোকটা, বাঁটটা আধা ইঞ্চির জন্য মুখে লাগল না। সেটা আবার ঘোরাতে যাচ্ছে দেখে দুম করে প্রচণ্ড ঘুসি মারল রানা তার পেটে। তারপর তার গায়ের সঙ্গে সেঁটে এল।

বিস্ফোরিত টায়ারের মত বাতাস ছাড়ল লোকটা, মাটিতে হাঁটু গাড়ল। খালি ফুসফুস ভরার চেষ্টা করছে, অরক্ষিত ঘারের পিছনে হাতের কিনারা দিয়ে কোপ মারল রানা। মুখ থুবড়ে শুয়ে পড়ল সে।

তাড়াতাড়ি তাঁবুর ফ্ল্যাপ তুলে ভিতরে উঁকি দিল রানা। একজোড়া বিছানা দেখা যাচ্ছে, মাঝখানে যথেষ্ট ব্যবধান। আর রয়েছে কলাপসিবল্ স্ট্যান্ডের উপর একটা ক্যানভাস ওয়াশ বেসিন, পাশেই একটা ফোল্ডিং টেবিল।

টেবিলের এক ধারে সাজিয়ে রাখা হয়েছে চুলের ব্রাশ, চিরনি, টুথব্রাশ, সেন্ট, ফেস পাউডার, চুলের কাঁটা আর হাতব্যাগ-বিলাই বাহুল্য যে প্রায় সবই মেয়েলি জিনিস। টেবিলের আরেক প্রান্তে রাখা হয়েছে পুরুষের জিনিসগুলো, এলোমেলোভাবে।

ফিরে এসে রাইফেলটা তুলল ও, একটু দূরে সরে এসে ফোল্ডিং চেয়ারটায় বসল।

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরল লোকটার। বসল, তারপর সিধে হলো। ঘাড়টা হাত দিয়ে ডলছে, চোখের আগুন দিয়ে যেন পুড়িয়ে মারবে রানাকে।

'এসো বন্ধুত্ব করি,' বলে চেয়ার ছাড়ল রানা, হাতে রাইফেল। লোকটাকে খুঁটিয়ে দেখছে ও। তার স্লেটের মত কালচে ধূসর চোখে বিপজনক একটা চকচকে ভাব আছে।

‘এখানে তোমার কী কাজ?’ জানতে চাইল সে। ‘ব্ল্যাকবিয়ার্ডের গুহা খুঁজছ, ও-সব বাজে কথা। এখানে কী চাও তুমি?’

‘মনে কর শান্ত নিরিবিলি একটা জায়গা খুঁজছি-ঠিক তোমার মতই,’ বলল রানা, হাসছে। ‘কেউ যদি পরিবেশ ঠান্ডা হবার অপেক্ষায় কোথাও লুকাতে চায়, এদিককার দ্বীপগুলো তার জন্যে আদর্শ। ঠিক কি না?’

চোখ সরু করল সে। ‘কী তুমি...আল কায়েদা?’

মাথা নাড়ল রানা। ‘বললাম না, শান্ত নিরিবিলি একটা জায়গার খোঁজে আছি। তুমিও যদি একই পথের পথিক হও, আসল পরিচয়টা খুলে বলতে পারি। কি?’

এক কি দু’সেকেন্ড ইতস্তত করল সে, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। ‘আমি বুশের ইরাক যুদ্ধ সমর্থন করি না, তাই বাগদাদে মরতে যেতে রাজি নই। মাস ছয়েক হলো আমি ছেড়ে পালিয়েছি।’

রানা নিশ্চিত লোকটা মিথ্যেকথা বলছে। যতই শক্ত-সমর্থ হোক, তার মধ্যে সেনাবাহিনীর কোনরকম ছাপ নেই। রানা নিজে একজন সামরিক অফিসার, কাজেই ওই বাহিনীর কোন লোককে দেখলে বলে দিতে পারে। ‘বেশ। জায়গাটা সত্যি ভাল বাছাই করেছ। তাঁবুটাও সুন্দর। বেশ কিছুদিন থাকার ইচ্ছে?’

‘তুমি জিজ্ঞেস করার কে? এখানে তোমার জায়গা হবে না। যাও, আরেকটা দ্বীপ খুঁজে নাও।’

তাঁবুর ভিতর দেখা মেয়েলি জিনিসগুলোর কথা ভাবছে রানা। দ্বীপে তার কোন সঙ্গিনী আছে, নাকি শার্লির জিনিস ওগুলো? ‘ঠিক আছে, তুমি যখন চাইছ না...’ কাঁধ ঝাঁকাল ও। ‘যাই, অন্য দিকে দেখি।’ হাতের রাইফেলটা দেখাল তাকে। ‘এটা রেখে গেলে তুমি হয়তো পিছন থেকে অ্যাক্সিডেন্টালি গুলি করে বসবে আমাকে, যেরকম নার্ভাস হয়ে আছে।’ কথা শেষ করে রাইফেলটা দু’হাতে ধরে মাথার উপর তুলল ও, তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে নামিয়ে আনল একটা গাছের গুঁড়িতে। রাইফেলের ব্যারেল বাঁকা হয়ে গেল। ‘গুড লাক, সোলজার।’ হেঁটে একটা ঝোপের কাছে ফিরে এল, হোল্ডঅলটা যেখানে লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল।

'তুমি এখানে এলে কীভাবে?' রাগ সামলে নিয়ে জানতে চাইল লোকটা।

'তুমি যেভাবে এসেছে।' হাতটা একবার নেড়ে পথে নামল রানা, বোটের কাছে ফিরছে।

তিন কি চার মিনিট হলো হাঁটছে রানা, এই সময় পায়ের আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল লোকটা ওর পিছু নিয়েছে। জঙ্গলে হাঁটাচলার ট্রেনিং পায়নি, তা সত্ত্বেও মন্দ করছে না। বিশেষভাবে সতর্ক না থাকলে রানা টেরই পেত না কেউ ওর পিছু নিয়েছে।

যেমন হাঁটছিল তেমনি হাঁটছে রানা। জানে ওর কয়েক গজের মধ্যে চলে এসেছে লোকটা, তবে আড়ালটা নষ্ট করছে না। আসলে শুধু নিশ্চিত হতে চাইছে দ্বীপ ছেড়ে সত্যি চলে যাচ্ছে ও।

তাকে একটু বোকা বানাবার জন্য একটা ঝোপের আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল রানা। ওকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল সে। এক মিনিট পর নলখাগড়ার ভিতর ঢুকে দড়িদড়া খুলে বোটে উঠল, আউটবোর্ড ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে সাগরের দীর্ঘ টানেল হয়ে বেরিয়ে এল খোলা পানিতে। জানে দৃষ্টিসীমা থেকে হারিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে থাকবে লোকটা, তাই মেইনল্যান্ডের দিকে রওনা হলো ও। তারপর, দ্বীপগুলো দিগন্তরেখার নীচে অদৃশ্য হয়ে যেতে, কোর্স বদলে মেটকুম কি-র উদ্দেশে রওনা হলো।

ছোট্ট হারবারে বোট বেঁধে জেটি পেরুল রানা, ঢুকে পড়ল জেলেদের একটা বার-এ।

নিগ্রো বারটেন্ডার হা করে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। তারপর মুক্তোর মত দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসতে দেখা গেল তাকে। 'মুহূর্তের জন্য আর্মিতে ফিরে গিয়েছিলাম, বস্,' বলল সে। 'আপনার ওই জাঙ্গল আউটফিট অতীতের কথা মনে করিয়ে দিল।'

বারটেন্ডার আর রানা ছাড়া বার খালি। একটা উঁচু টুলে বসল রানা। 'বিয়ার দাও দেখি।'

সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশিত হলো। বারটেন্ডার মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে, রানা কিছু বলে কিনা শোনার জন্য ব্যাকুল। হঠাৎ গিল্টি মিয়ার কথা মনে পড়ে গেল রানার। তার সঙ্গে এই প্রৌঢ় নিগ্রোর কোথায় যেন একটা মিল আছে। হয়তো সরলতায়। 'বোম্বেটেদের দ্বীপগুলো ঘুরে দেখছিলাম,' বলল ও। 'ওদিকের জঙ্গলে এই আউটফিটই দরকার।'

'ঠিক বলেছেন।' খালি হাতেই রানার গ্লাসটা আবার ভরে দিল বারটেন্ডার। 'ওগুলোয় পাখি ছাড়া আর কিছু নেই। এক সময় ইন্ডিয়ানরা থাকত।'

'একটা বিয়ার নাও।'

'এত সকালে আমার সয় না, বস্; তবে ধন্যবাদ।'

হাতঘড়ি দেখল রানা। এগারোটা বেজে পাঁচ। প্যারা সিটিতে আস্তানা গাড়ার পর পাবলিক বুদ থেকে মায়ামি সি বিচ কমফোর্ট হসপিটালে একবার ফোন করেছিল ও। গিল্টি মিয়ার অবস্থা সেই আগের মতই। 'ভাল কথা, একটা রড আর ট্যাকল ভাড়া করতে চাই,' বারটেন্ডারকে বলল ও। 'ছুটিতে আছি, রোদ পোহাচ্ছি।'

'আমারগুলো নিয়ে যান। আপনাকে তো জিমের বোট নিয়ে আসতে দেখলাম। ওর বোট দেখলেই আমি চিনতে পারি।' পর্দা সরিয়ে আড়ালে চলে গেল বারটেন্ডার, ছোট একটা রড আর ক্যান ভর্তি টোপ নিয়ে ফিরে এল একটু পরেই।

বার কাউন্টারে একশো ডলারের একটা নোট রাখল রানা। 'সাবধানের মার নেই, যদি বোট থেকে পড়ে যাই,' রড আর ক্যানটা নেয়ার সময় বলল রানা। 'পাঁচটার আগে নাও ফিরতে পারি।'

নোটটা রানার দিকে ঠেলে দিল বারটেন্ডার। 'আমরা আর্মির লোক, বস্। আপনার কাছ থেকে জামানত রাখব না।'

মার্কিন সমাজের সর্বস্তরের এই একটা বৈশিষ্ট্য, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে গ্রহণ করতে পারাটা। এই সাবেক সেনা সদস্যের জানা আছে শিখ হোক বা মুসলমান, বৌদ্ধ হোক বা খ্রিস্টান, হোক কালো-ফর্সা-হলুদ, আমেরিকান হিসাবে তাদের মর্যাদা আর অধিকার সমান।

লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বোটে ফিরে এল রানা। সাগরে এসে ইঞ্জিন বন্ধ করল ও, জাঙ্গল আউটফিট খুলে শার্ট আর ট্রাউজার পরল। ইউনিফর্মটা হোল্ড-অলে ভরে রওনা হলো দ্বীপগুলোর দিকে।

ইনলেটে ঢুকে বক্সারের দ্বীপটাকে যথেষ্ট দূর থেকে পাশ কাটাল রানা। কাছাকাছি অন্য একটা দ্বীপের কোণে বোট থামিয়েছে, মাথার উপর গাছপালা থাকায় দূর থেকে কেউ ওকে দেখতে পাবে না।

স্যান্ডউইচ বের করে খাওয়ার সময় চিন্তা করছে রানা। নির্জন একটা দ্বীপে কী করছে লোকটা? কোনও অপরাধ করে লুকিয়েছে ওখানে? আর্মির লোক নয় সে, কাজেই আর্মি ছেড়ে পালাবার প্রশ্ন ওঠে না। সঙ্গে কোন মেয়ে আছে, নাকি মেয়েলি জিনিসগুলো আসলে শার্লি ব্যাবহার করে?

আরেকটা ব্যাপার। ওই তাঁবুর অনেক দাম। অথচ বক্সারকে দেখে মনে হয়েছে কপর্দকহীন। শার্লি তার ভরণপোষণ করছে?

সময়টা পার করার জন্য মাছ ধরছে রানা, তবে কাজটায় মন নেই। বুঝতে পারছে রহস্যটা মীমাংসা করতে হলে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে হবে ওকে।

বেলা তিনটের দিকে মোটরবোটের আওয়াজ পেল রানা। রড রেখে দিয়ে মাথার উপর ঝুলে থাকা গাছের ডাল ধরল ও, বোটটাকে সরিয়ে আনল আড়ালে। কয়েক মিনিট পর জর্জ ভারগাসের সাদা ইয়টটাকে ছুটে আসতে দেখা গেল। স্পিড কমিয়ে বক্সারের দ্বীপের কোণে হারিয়ে গেল সেটা।

ইতস্তত করছে রানা। ইয়টে হয়তো ম্যাক গোয়েনকে পাহারায় রেখে বক্সারের সঙ্গে দেখা করতে যাবে শার্লি। নিগ্রো ক্রু ওকে দেখে ফেললে সমস্যা। সিদ্ধান্ত নিল, অপেক্ষা করবে।

একঘন্টা পার হলো। আরও দশ মিনিট পর স্টার্ট নিল ইয়টের ইঞ্জিন। ডালপালার আড়াল থেকে সেটাকে মেইনল্যান্ডের দিকে চলে যেতে দেখল রানা।

বক্সারের সঙ্গে আরেক দফা কথা বলার সিদ্ধান্ত নিল ও। গাছপালার তৈরি ছাতার নীচ থেকে বেরিয়ে বক্সারের দ্বীপে বোট ভিড়াল। আঁকাবঁকা সরু পথ ধরে এগোচ্ছে। ওই তো বাঁকটা দেখা যাচ্ছে।

ফাঁকা জায়গাটা এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ ফাঁকা। তাঁবুটা নেই, নেই ফোল্ডিং চেয়ারগুলো, বা বারবিকিউ। শূন্য জায়গাটা যেন ওর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, বক্সার পাখিটা উড়ে গেছে, শার্লি আর ম্যাক গোয়েনের সাহায্য নিয়ে। সন্দেহ নেই ওরা আসার সঙ্গে সঙ্গে রানার উদয় হওয়ার কথা বলেছে বক্সার। স্থান ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে জিনিসপত্র গুছানো মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার।

অন্তত একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা, বড় কোন বিপদের মধ্যে আছে বক্সার। রানা কাউকে বলে দিতে পারে দ্বীপটিায় কেউ আছে, এই ভয়ে পালাতে হয়েছে তাকে।

যেখানে তাঁবু ছিল সেখানকার ঘাস শুয়ে আছে, সেই ঘাসের উপর হাঁটাহাঁটি করছে রানা। তাড়াহুড়ো করে চলে যাওয়ার সময় কিছু ফেলে যাওয়া অসম্ভব নয়। কয়েক মিনিট সার্চ করার পর নিকেলের সস্তা একটা সিগারেট লাইটার দেখতে পেল রানা। এটাকে ফোল্ডিং টেবিলের উপর পড়ে থাকতে দেখেছিল ও।

হাঁটু গেড়ে জিনিসটাকে ভাল করে দেখছে রানা, ছুচ্ছে না। ভাগ্য যদি সহায়তা করে, লাইটারটায় আঙুলের ছাপ আছে। রুমাল বের করে ওটার উপর ফেলুল ও, তারপর তুলে নিয়ে ভাল করে জড়িয়ে পকেটে ভরল। এদিক-সেদিক আরও কিছুক্ষণ সার্চ করল ও, তবে কিছু পেল না।

সাড়ে চারটের সময় বোটে ফিরে এল রানা। মেটকুম হয়ে মেইনল্যান্ডে ফিরতে হবে ওকে। মায়ামিতে পৌঁছাতে রাত আটটা বেজে যেতে পারে। তারপরও আশা করা যায় রানা এজেন্সির মায়ামি শাখার ল্যাব খোলা পাওয়া যাবে। ল্যাব ইনচার্জ তন্ময়কে দরকার ওর। শুধু লাইটারটা পরীক্ষা করাবার জন্য নয়, ছিদ্রান্বেষী'র লেখা চিঠিগুলো সম্পর্কে কিছু জানা গেল কিনা খোঁজ নিতে হবে।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে মেটকুম কি-র উদ্দেশ্যে রওনা হলো রানা।

পাঁচ

তন্ময় জানাল, চিঠিগুলো সাধারণ একটা ল্যাপটপ কমপিউটারে কম্পোজ করা হয়েছে। ‘তবে, মাসুদ ভাই, কাগজ দুটো ইন্টারেস্টিং।’

‘কী রকম?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘প্যারা সিটি বা মায়ামিতে যত রকমের নোটপেপার বিক্রি হয়, আমার কাছে তার নমুনা আছে। এই কাগজ সেগুলোর সঙ্গে মেলে না। এটা স্পেশাল কোন কাগজ। এখনই নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না, তবে আন্দাজ করছি ইটালিয়ান হতে পারে।’

অতীত অভিজ্ঞতা থেকে রানা জানে, তন্ময় তানহার আন্দাজ বেশিরভাগ সময় নির্ভুলই হয়। ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে ভেবে তথ্যটা মনের খাতায় টুকে রাখল ও। তন্ময়ের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় বলল, ‘লাইটারে কিছু পাও কিনা জানিয়ো আমাকে।’

‘ভাল কথা, মাসুদ ভাই,’ তাড়াতাড়ি বলল তন্ময়, ‘আঙুলের ছাপ পেলে যাচাই করার জন্যে ওগুলো কি আমি ওয়াশিংটনে পাঠাব?’

‘হ্যাঁ, অবশ্যই।’

প্যারা সিটিতে ফেরার সময় চিন্তা করছে রানা , বক্সার ছোকরাকে কোথায় সরাল শার্লি? হারবারে সারাক্ষণ লোকজনের ভিড় লেগে আছে, সেখানে নিয়ে আসবে না। ইয়টটা থেকে অচেনা কোন পুরুষ নামলে সবাই দেখতে পাবে, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যাবে কানাঘুষো।

শার্লির জায়গায় রানা হলে কী করত? রাত তিনটে পর্যন্ত ডেকের নীচে লুকিয়ে রাখত বক্সারকে। কারণ রাতের শুধু ওই সময়টায় জেটি খালি হয়ে যায়। তিনটের দিকে তাকে ইয়ট থেকে বের করলে কারও চোখে পড়ার ভয় থাকে না।

রানা সিদ্ধান্ত নিল, আজ রাতটা জেটিতে কাটাবে। প্যারা সিটিতে পৌঁছে একটা পার্কিং লটে ক্যাডিলাক রেখে ট্যাক্সি নিল। ট্যাক্সি ছেড়ে হাঁটল মাইল দেড়েক। ভাল করে দেখে নিল পিছনে ফেউ লেগেছে কিনা। নিশ্চিত হবার পর সেফ হাউসে ঢুকল।

শোল্ডার হোলস্টার পরল রানা, তাতে লেমন টাইগারের কাছ থেকে পাওয়া লোড করা .৩৮ পুলিশ স্পেশালটা ভরল। তারপর বেরিয়ে এল সেফ হাউস থেকে।

পার্কিং লট থেকে ক্যাডিলাক নিয়ে হারাবারে চলে এল। গাড়ি রেখে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াচ্ছে--পাশ কাটাল মাছের আড়ত আর ফলের দোকানগুলোকে।

এক সময় ইয়ট বেসিনের দিকে রওনা হলো।

সেই আগের জায়গায়, একই বোলার্ড-এর উপর বসে থাকতে দেখা গেল পিকেট মুরকে, হাতে বিয়ারের একটা খালি ক্যান। তাকে এড়াবার জন্য দূর থেকে পাশ কাটাল রানা। মিশে গেল ট্যুরিস্ট আর জেলেদের ভিড়ে।

হাতে সময় আছে, তাই লা পাজ বারে যাচ্ছে রানা। জর্জ ভারগাসের প্রথম স্ত্রী ম্যাডি গ্রেস আর তার বয়ফ্রেন্ড ডোমিঙ্গো এসপাডাকে চিনে রাখবে, সেই সঙ্গে ডিনারটাও সেরে নেবে।

ইয়ট বেসিনের কাছাকাছি এসে হাঁটার গতি কমিয়ে আনল রানা। হারবারের চারধারে কম করেও পাঁচশো অত্যাধুনিক ইয়ট বাধা রয়েছে। জর্জ ভারগাসের ইয়টকে একটা সেইল বোট আর মোটর ইয়টের মাঝখানে দেখতে পেল রানা। গ্যাঙ প্ল্যাঙ্ক সরিয়ে ফেলা হয়েছে। একটা ক্যানভাস চেয়ারে বসে থাকতে দেখা গেল ম্যাক গোয়েনকে, সরু, ছুরি দিয়ে কাঠ চাঁছছে। তার প্রকাণ্ড শরীর কম্প্যানিয়নওয়ে-র প্রবেশপথটা দখল করে রেখেছে।

ম্যাকের দিকে দ্বিতীয়বার না তাকিয়ে নিজের পথে হাটছে রানা। পাহারা দেওয়ার ধরন দেখে মনে হচ্ছে নীচে লুকিয়ে রাখা হয়েছে বক্সারকে। তবে রানা নিশ্চিত যে মাঝরাতের আগে অ্যাকশনটা শুরু হবে না।

সামনে একটা নিউজ-স্টল পড়ল, পেপারব্যাক আর খবরের কাগজ বিক্রি করে। ভিড় ঠেলে এগোবার সময় র‍্যাকে সাজানো জর্জ ভারগাসের কয়েকটা বই দেখল রানা।

স্বল্পবসনা তরুণীর ফটোগ্রাফ দিয়ে প্রচ্ছদ বানানো হয়েছে। থেমে একটা বই কিনল ও, নাম: 'হোয়াই মি?' প্রচ্ছদের মেয়েটি বিমর্ষ, কিন্তু তার স্তনজোড়া ব্যস্ত রাস্তার ট্রাফিক থামিয়ে দেবে।

অবশেষে লা পাজ বারে পৌঁছাল রানা। মশা-মাছি ঠেকাবার জন্য ঢোকার মুখে কাঠের ফ্রেমে আটকানো তারের তৈরি জাল লাগানো হয়েছে। ভিতরে কামরাটা বেশ বড়। বাঁ দিকে ঘোড়ার খুর আকৃতির বার, একপাশের স্টেজে এক নিগ্রো মৃদু শব্দে পিয়ানো বাজাচ্ছে। টেবিলগুলো যথেষ্ট দূরত্ব রেখে ফেলা।

বারে পনেরো-ষোলোজন লোক। সাদা আর লম্বা অ্যাপ্রন পরা তিনজন ম্যাক্সিকান ওয়েটার। সবজান্তার হাসি নিয়ে বারের পিছন থেকে আরেক মেক্সিকান তাকিয়ে আছে রানার দিকে। লোকটার মাথায় চুল নেই, গোঁফ জোড়া নীচের দিকে নোয়ানো।

বারে বসা লোকগুলো শক-পোক্ত জেলে সবাই। কেউ এমনকী একবার রানার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবারও প্রয়োজন বোধ করল না। দূরে সরে এসে একটা টেবিলে বসল ও, ভারগাসের বইটা সামনেই রাখল।

এক তরুণ মেক্সিকান ওয়েটার এগিয়ে এল। 'কী আছে তোমাদের?'

'কচি মুরগী, ভাত, লাল মরিচ, অ্যাসপ্যারাগাস টিপস। ভেরি স্পেশাল।' বইটার উপর চোখ রেখে বলল ওয়েটার।

'ঠিক আছে। আর স্কচ।' ওয়েটার চলে যেতে বইটা নেড়েচেড়ে একবার দেখল রানা। বইয়ের পিছনে প্রকাশকের বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, এই বইয়ের পঞ্চাশ লাখ কপি এরইমধ্যে বিক্রি হয়ে গেছে।

স্কচ পরিবেশিত হলো। দশ মিনিট পর ডিনারও। খাচ্ছে রানা, এই সময় দুই মহিলা আর এক তরুণ ভিতরে ঢুকল, প্রত্যেকের কাছে ক্যামেরা। রানার কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে বসল তারা। তারপর এল কয়েকজন টুরিস্ট। তাদের মধ্যে সৌদি আরবের জাতীয় পোশাক পরা লোক রয়েছে তিনজন। বাকিরা জাপানি।

রানার ডিনার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এই সময় কামরার শেষ মাথায় মখমল পরদার আড়াল থেকে একটা মেয়ে বেরুল, চারদিকে চোখ বুলাবার জন্য থামল একবার, তারপর সরাসরি হেঁটে এল রানার দিকে।

মেয়েটির চুল খুব ঘন, মেরুন রঙের থোকা থোকা গোলাপের মত দেখাচ্ছে। দৈহিক কাঠামো অত্যন্ত আকর্ষনীয়। স্কিন টাইট ট্রাউজার পরেছে। সবুজ হল্টার কোনরকমে সামলে রেখেছে বুক দুটোকে। রানার টেবিলে থেমে হাসল সে। সাদা দাঁত এত সুন্দর, ওগুলো যেন তার নিজের নয়।

'ভাল লাগছে?' জানতে চাইল।

রানা আন্দাজ করল মেয়েটা ম্যাডি গ্রেস। একটু হাসি দিল ও, তাতে সামান্য যৌনাবেদন থাকল। 'তুমি চলে আসায় এখন লাগবে।'

হেসে ফেলল সে। 'একাকী?'

ট্যুরিস্টরা ওদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে, খেয়াল করল রানা। একটা চেয়ার দেখিয়ে মেয়েটাকে বসতে বলল ও। 'আমার সঙ্গে গলা ভেজাও।'

মেয়েটা আঙুল তুলতেই পোষমানা কুকুরের মত ছুটে এল ওয়েটার। 'স্কচ,' বলে চেয়ারটায় বসল সে, তারপর আবার রানার দিকে তাকাল। 'তুমি এখানে নতুন।'

'পুরানো করে নিতে চাইলে কেউ তোমাকে বাধা দেবে না।'

'দেখতে পাচ্ছি তুমি আমার প্রাক্তন স্বামীর বই পড়ছ।'

চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটিয়ে তুলল রানা, জানে ওয়েটারের রিপোর্ট পেয়ে কৌতুহল মেটাতে এসেছে। 'কী বললে? এটা তোমার স্বামীর বই? আই অ্যাম এক্সট্রিমলি...'

'গত বছর আমাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে।'

'কী আশ্চর্য!' ডিনারের প্লেটগুলো একপাশে সরিয়ে দিল রানা। 'কৌতুহলে মরে যাচ্ছি আমি-মাই গড! একজন বেস্ট সেলিং লেখকের বউ হতে কেমন লাগে?'

গম্ভীর হলো ম্যাডি গ্রেস। 'অন্য লেখকদের কথা জানি না,' বলল সে। 'তবে সবচেয়ে স্পর্শকাতর জায়গার ঘা আর ব্যথা হলো জর্জ ভারগাস। আর তার বই? সেক্সের কড়া ডোজ। এটা তুমি পড়েছ?'

মাথা নাড়ল রানা। 'প্রচ্ছদটা দেখে এই মাত্র কিনলাম।'

'তোমার মনে হতে পারে এ-ধরনের বই যে লেখে, বিছানায় নিশ্চয়ই খুব দক্ষ হবে সে,' গলা খাদে নামিয়ে কথা বলছে ম্যাডি গ্রেস। কিন্তু তা সত্যি নয়। ও আসলে পারেই না।'

'এরকম হয়,' বলল রানা। 'বেচারি স্ত্রীর কপাল খারাপ।'

'তবে আর বলছি কী!'

ওয়েটার এসে টেবিল পরিষ্কার করছে। কফি চাইল রানা। 'ভদ্রলোক বোধহয় আবার বিয়ে করেছেন, তাই না?'

'বেচারিকে আমি শুভেচ্ছা জানাই। দেখেছি মেয়েটিকে, ফালতু। কিছু মেয়ে আছে, তারা মাইন্ড করে না।' চোখে চোখ রেখে মুচকি হাসল সে। 'আমি করি।'

ওয়েটার কফি দিয়ে গেল।

'এখানে তোমার ভাল লাগে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'শো করো, তাই না?'

'শুধু শনিবারে।' চেয়ার ছাড়ল ম্যাডি গ্রেস। 'বেশ আছি এখানে। আবার দেখা হবে।' টুরিস্টদের টেবিলে থেমে দু'চারটে কথা বলল সে, তারপর চলে গেল পরদার আড়ালে।

ছোট্ট একটা তথ্য পাওয়া গেছে। জর্জ ভারগাস অক্ষম হতে পারেন। কল্পনার চোখে শার্লিকে দেখছে রানা। স্বামী যদি সত্যি তাকে তৃপ্ত করতে না পারে, বক্সারের মত একজন সমর্থ পুরুষের সহজ শিকার হওয়া ওর পক্ষে খুবই সম্ভব।

বইটা পড়তে গিয়ে সেক্স ছাড়া আর কিছু খুঁজে পেল না রানা। বিল মিটিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল ও, ডাস্টবিন লক্ষ্য করে ছুড়ে দিল ওটা। ইতিমধ্যে অনেক আলোই নিভে গেছে, তবে ভারগাসের ইয়টকে পাশ কাটাবার সময় দেখল এখনও পাহারায় বসে আছে ম্যাক গোয়েন।

টুরিস্টরা যে যার হোটেলে ফিরে গেলেও জেলেরা এখনও ঘোরাফেরা করছে জেটি এলাকায়, কিংবা কোথাও দলবেঁধে দাঁড়িয়ে গল্প করছে।

হতাশ হতে না জানা মুরকে দেখল রানা, সেই বোলার্ড-এর উপর এখনও বসে আছে। তাকে দূর থেকে পাশ কাটিয়ে এল। এমন একটা জায়গা খুঁজছে, যেখান থেকে ভারগাসের ইয়টের উপর নজর রাখা যাবে।

মাঝরাত হতে এখনও দু'ঘণ্টা বাকি। এই মাত্র বন্ধ হলো ছোট একটা কফি শপ। ওটার গভীর ছায়ায় একটা লম্বা বেঞ্চ দেখে বসল রানা। ভারগাসের দুধসাদা ইয়ট এখান থেকে একশো গজ দূরে। ও নিশ্চিত, ম্যাক গোয়েন ওকে দেখতে পাচ্ছে না।

অপেক্ষার পালা যেন শেষ হতে চাইছে না। এক সময় জেলেদের চলাফেরা বন্ধ হয়ে গেল। কাল খুব ভোরে আবার সাগরে বেরুতে হবে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘরে ফিরতে হচ্ছে তাদের।

এগারোটার দিকে বিয়ারের খালি ক্যানটা হারবারে ছুঁড়ে দিয়ে সিধে হলো মুর, তারপর অলস পায়ে হারিয়ে গেল অন্ধকারে। ইতিমধ্যে জেটি এলাকা প্রায় নির্জন হয়ে পড়েছে।

কয়েকজন প্রহরী, বিলাসবহুল কয়েকটা ইয়ট পাহারা দেয়, এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। একজন পুলিশ হেঁটে গেল। মোটাতাজা দুটো বিড়াল উদয় হলো। ওগুলোর একটা কী ভেবে কে জানে রানার জুতোর ডগা শুকল। অন্ধকারে চোখ গরম করে তাকাতে পালিয়ে গেল সেটা।

এরপর ভারগাসের ইয়টের দিকে মন দিল রানা। আর সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল করল নিজের চেয়ারে নেই ম্যাক।

বেঞ্চ ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। হার্টবিট বেড়ে গেছে।

কয়েক মিনিট পার হয়ে গেল। তারপর ইয়টের ডেকে তিনটে ছায়ামূর্তি দেখতে পেল রানা, জেটির সঙ্গে গ্যাঙ প্ল্যাঙ্ক ফিট করছে। তিনজনই ইয়ট ছেড়ে জেটিতে চলে এল। নৈশ্য প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করছে তারা। তবে প্রহরীরা তাদের দিকে পিছন ফিরে রয়েছে দেখে রওনা হয়ে গেল তিন ছায়ামূর্তি।

ছায়ার ভিতর থেকে তাদের পিছু নিল রানা। একটা ওভারহেড লাইটের নীচ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা লোকটাকে চিনতে পারল রানা-

ম্যাক গোয়েন। বাকি দু'জনের মধ্যে একজনের মাথায় বাবরি চুল, এ নিশ্চয়ই সেই বক্সার। দলের ছায়ামূর্তি এক তরুন।

হালকা-পাতলা গড়ন তরুনের, মাথায় হ্যাট পরে আছে, হাতের রাইফেলটা বুকের কাছে আড়াআড়িভাবে ধরা। রানার মনে প্রশ্ন জাগল-বডিগার্ড?

খুব বেশি দূর গেল না তারা। সরু একটা গলিতে ঢুকল। একের পর এক অন্ধকার দোরগোড়াকে পাশ কাটাচ্ছে। নিরাপদ দূর থেকে পিছনে লেগে থাকল রানা।

ম্যাককে হাতছানি দিতে দেখল রানা, তারপর একটা খিলানের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

একটা দরজা খুলে ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল ম্যাক, তার পিছু নিয়ে বাকি দু'জনও। মনে পড়ল, মুর ওকে জানিয়েছে, সৈকতের ধারে আস্তানা আছে ম্যাকের। সে বোধহয় সেই আস্তানাতেই পৌঁছাল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর চারতলার একটা জানালায় আলো জ্বলে উঠতে দেখল রানা। মাথা বের করে চারদিকটা ভাল করে একবার দেখল ম্যাক, তারপর সরে গেল ওখান থেকে।

কিছুই ঘটল না। এক ঘণ্টা পর শুধু আলোটা নিভে গেল।

ভোরের আগেই সেফ হাউসে ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

ছয়

পনেরো বছর আগে বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে স্ত্রী মারা যাওয়ার পর মদ ধরেছিল বব নেসটার। সে সময় প্যারা সিটির সবচেয়ে ভদ্র আর দক্ষ পুলিশ ছিল সে। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর শোক সামলাবার জন্য মদ ধরলেও, তারপর মদ তাকে ধরে। একদিন

দুই কিশোর সৈকতের একটা বারে খেলনা পিস্তল দেখিয়ে টাকা-পয়সা লুঠ করছিল, মাতাল নেসটার তাদেরকে দেখা মাত্র গুলি করে মেরে ফেলে।

নেশা ছুটে যাওয়ার পর যখন বুঝতে পারে কী করে ফেলেছে, হাউ মাউ করে কাঁদতে শুরু করে সে। তাকে বরখাস্ত করা ছাড়া পুলিশ চিফ ম্যাক্স হারপারের আর কিছু করার ছিল না। প্রশাসন নেসটারকে পেনসন দিতেও অস্বীকার করে। নিজের সঞ্চয় শেষ হবার পর সৈকতের বাড়তি লোকদের দলে নাম লেখায় নেসটার, এটা-সেটা কাজ করে পেট চালায়।

পরদিন সকাল ন'টায় এই বব নেসটারের খোঁজে হারবারে চলে এল রানা, ধারণা করছে আরও অনেকের মত নেস্টারকেও ওর সম্পর্কে দু'চার কথা বলে রেখেছে লেমন, টাইগার।

জেটি ধরে হাঁটার সময় মুরকে রানা দেখল না। এত সকালে আসে না সে। তবে নেসটারকে পেল, একটা বাক্সের উপর বসে জেলেদের জাল মেরামত করছে। পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল লোকটা। সুযোগটা নিয়ে হাসল রানা। 'হাই! তুমি নেসটার, তাই না?'

নেসটারের চোখ দুটো সারাক্ষণ ভেজা ভেজা থাকে, অতিরিক্ত মদ খাওয়ার ফল। হাসল সে। 'দেখো, শয়তানটা না আবার ঠকায় তোমাকে,' বলল সে। তবে না, সেরকম ইচ্ছে বোধহয় নেই। টাইগারের কথা বলছি। তোমার খুব প্রশংসা করছিল—সিং এই পারে, সিং ওই পারে।'

'কিন্তু কেসটা নিয়ে এগোতে পারছি না,' বলল রানা। 'জালটা রেখে তুমি আমার সঙ্গে কফি খাবে না কি?'

জালটা সাবধানে একপাশে নামিয়ে রাখল নেসটার, তারপর উঠে দাঁড়াল। ঠিক আছে, চালো। কফি? হ্যাঁ, কফি চলতে পারে।'

হেঁটে এসে টাইটান বারে ঢুকল ওরা। রানা লক্ষ করল পা টেনে টেনে হাঁটছে নেসটার। খুব ধীর ভঙ্গিতে নড়াচড়া করে সে, অসুস্থ হাতির মত।

ওদের ঢুকতে দেখে দাঁত বের করে হাসল গ্রাহাম। 'কী দেব, মিস্টার সিং?' ওদের টেবিলে ছুটে এল সে।

'দুটো কফি, এক বোতল স্কচ, একটা গ্লাস,' বলল রানা, নেসটারের দিকে তাকাচ্ছে না।

গ্রাহাম চলে গেল।

'নেসটার, তোমাকে আমার একটা কাজ নিতে হবে,' বলল রানা। টাইগার বলল, এই কাজ তোমার চেয়ে ভাল কেউ পারবে না। আয় হবে দুশো ডলার।'

নিজের অজান্তেই বড় হয়ে উঠল নেসটারের চোখ দুটো। 'তুমি বলছ...' গ্রাহামকে টেবিলে কফি, স্কচের বোতল আর পানির গ্লাস রাখতে দেখে থেমে গেল সে। বারটেন্ডার ফিরে যেতে আবার মুখ খুলল, 'কাজটা কী, সিং? দুশো ডলার একসঙ্গে কতদিন দেখিনি!' স্কচের বোতলটার দিকে বারবার তাকাচ্ছে, বাচ্চা একটা ছেলে ঠিক যেভাবে আইসক্রিমের দিকে তাকায়।

'ঠিক আছে, এক ঢোক খাও,' বলল রানা।

'উচিত হবে না, তবে মাত্র এক ঢোকই বোধহয়। এত সকালে এ-সব ছাইপাশ খেতে চাই না।' কাপা হাতে গ্লাসে স্কচ ঢালতে শুরু করল সে।

এক মিনিট পর রানা জানতে চাইল, 'ম্যাক গোয়েন সম্পর্কে তুমি কী জানো, নেসটার?'

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখ মুছল নেসটার। ওই যে, খুব বড় লেখক, তার কাজ করে। কেউ তার মাকে কিনতে চাইলে বোনকে ফ্রি দিয়ে দেবে-কেমন লোক বুঝে নাও।'

'এ-সব আমার জানা আছে,' বলল রানা। 'মুরের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।'

বোতলটার দিকে হাত বাড়িয়েও থেমে গেল নেসটার।

'ঠিক আছে, নেসটার। আমি জানি আরও একটু দরকার তোমার।'

'সেরকমই যেন মনে হচ্ছে।' গ্লাসে আরও এক আউন্স হুইস্কি ঢালল প্রাক্তন পুলিশ।

'শোনো, আমি চাই গোয়েন কোথায় যায়, কী করে সব তুমি জানার ব্যাবস্থা করবে। তার কামরায় দু'জন মানুষ লুকিয়ে আছে। ওদের ওপরও কড়া নজর রাখতে হবে। পারবে?'

'না পারার তো কিছু নেই, মিস্টার সিং,' বলল নেসটার। 'আমার একদল ছেলে আছে, একেবারে আঠার মত তাদের পিছনে লেগে থাকবে।'

'তবে খেয়াল রাখতে হবে তারা যেন কিছু টের না পায়। গোয়েন যাদেরকে লুকিয়ে রেখেছে তাদের মধ্যে একজন দেখতে...' বক্সার আর তার বডিগার্ডের দৈহিক বর্ণনা দিল রানা। মানি ব্যাগ বের করে একশো ডলার অ্যাডভান্স করল, বলল, 'কাজটায় কোন খুঁত না থাকলে দুশো ডলার বকশিশও পাবে তোমরা।

'ধন্যবাদ, মিস্টার সিং। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

টাইটান থেকে বেরিয়ে এসে ক্যাডিলাকে চড়ল রানা। গাড়ি ছুটিয়ে প্যারাডাইস লারগোর প্রবেশমুখে এসে থামল। শার্লি ভারগাস না বেরুনো পর্যন্ত অপেক্ষা করবে এখানে।

ঠিক সময় মতই বাড়ি থেকে বেরিয়ে ক্লাবে হাজির হল শার্লি। ডিউ ফন্টেনের সঙ্গে তার টেনিস খেলা দেখল রানা। লাঞ্চের সময় প্রন সালাড খেল সে। তারপর হারবারে চলে এল।

ইয়টে না চড়ে জেটি এলাকায় ঘুর ঘুর করল শার্লি, যেন সময় নষ্ট করছে, মাছের একটা দোকান থেকে কিছু লবস্টার কিনল। তারপর গাড়ি নিয়ে বাড়ির পথ ধরল-নিঃসঙ্গ এক নারী, যেন তার করার কিছু নেই; অবশ্য ডুবে ডুবে জল খাওয়ার কথাটা রানা অন্তত জানে।

তবে ও আশা করেছিল ম্যাক গোয়েনের ওখানে যাবে শার্লি। কিন্তু গেল না। ইয়ট বা সৈকতে গোয়েনকেও আজ দেখা যাচ্ছে না।

শার্লি প্যারাডাইস লারগোয় ফিরতে রানা কিসিঞ্জার অ্যাভিনিউয়ের অফিসে চলে এল। অফিস পাহারা দিচ্ছে একা ভ্যানেসা। রানা প্যারাডাইস সিটিতে কাজ শুরু করার পর থেকে অফিসে বলতে গেলে আসেই না টাইগার।

'তোমার একটা ফোন এসেছিল এফবিআই থেকে,' বলল ভ্যানেসা। 'খুব নাকি আর্জেন্ট, তোমাকে যোগাযোগ করতে বলেছে।'

এফবিআই? কিন্তু ওরা কেন রানাকে খুঁজবে? না, রানাকে নয়, হরভজন সিংকে খুঁজছে এফবিআই। কিন্তু কেন?

হেডকোয়ার্টার, প্যারাডাইস সিটি পুলিশ।

চিফ ম্যাক্স হারপারের খাস কামরা। চেয়ারে হেলান দিয়ে পা দোলাচ্ছেন হারপার, আর গুন গুন করে একটা গানের কলি ভাঁজছেন। এই সময় বেরসিকের মত ক্রিং-ক্রিং করে ফোনটা বেজে উঠল।

চেহারায় বিরক্তি নিয়ে রিসিভার তুলে কানে ঠেকালেন পুলিশ চিফ। 'হ্যালো?'

'কে বলছ? হাঁদারামটা? ম্যাক্স হারপার?'

'হোয়াট!' বিস্ফোরিত হলেন পুলিশ প্রধান। 'কে তুমি? জানো কার সঙ্গে কথা বলছ?'

আমার জরুরি কথা আছে। ঠিকানা দিচ্ছি, দশ মিনিটের মধ্যে বিশাল পাছাটা নিয়ে চলে এসো।'

'মর শালা কুত্তার বাচ্চা!' বলে ঠকাস করে রিসিভারটা রেখে দিলেন হারপার।

দশ সেকেন্ড পর আবার রিঙ হলো। ইতস্তত করছেন চিফ তারপর রিসিভার তুললেন। 'হ্যালো?'

'তুমি তো দেখছি মহা উজবুক, নিজের ভালও বোঝে না! এতবড় স্পর্ধা, রেড ব্রিগেডের ফোন রেখে দাও?'

'কী? রেড ব্রিগেড?' গর্জে উঠলেন পুলিশ চিফ। 'রেড ব্রিগেডের কাউকে দেখামাত্র অ্যারেস্ট করা হবে।'

'বেশ তো, না হয় অ্যারেস্ট করতেই চলে এসো, অপরপ্রান্তে হেসে উঠল লোকটা।

'কে তুমি? নাম বলো।'

নামের চেয়ে বেশি কাজ দেবে এই কথাটা বললে-মিসেস শার্লি তোমাকে যা করতে বলেছিলেন, তুমি তারচেয়ে অনেক বেশি করে ফেলেছ। তোমাকে বলা হয়েছিল, রানা এজেন্সির লোকজনকে শহর থেকে বের করে দাও। কিন্তু তুমি কি করলে? মুখোশ পরা পুলিশ দিয়ে রানা এজেন্সির অফিসে আগুন লাগিয়ে দিলে...'

'তুমি কীভাবে...' নিজেকে সামলে নিয়ে প্রতিবাদ করলেন হারপার, 'অসম্ভব! এসব একদম মিথ্যে কথা। পুলিশের নামে...' আত্মারাম খাচাছাড়া হয়ে গেছে তার।

'ধোঁয়ায় টিকতে না পেরে কিছু পুলিশ তাদের মুখোশ খুলে ফেলেছিল। অন্তত আমি তো তাই দেখতে পাচ্ছি। চলে এসো, তুমিও নিজের চোখে দেখতে পাবে।'

'মানে? তোমার কথা তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'আগুন লাগাবার ওই ঘটনাটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা ভিডিও ক্যামেরায় তুলে রেখেছি, হারপার। কি বলছি বুঝতে পারছ, চাঁদু? যেমন নাচাব, ঠিক তেমনি নাচতে হবে তোমাকে।'

উত্তরে পুলিশ প্রধান বিড়বিড় করে শুধু বললেন, 'ঠিকানাটা দাও।'

ঠিক দশ মিনিটের মাথায় ম্যাক গোয়েনের ফ্ল্যাটে পৌঁছে গেলেন পুলিশ চিফ হারপার। গোয়েন অনুপস্থিত, তবে বক্সার আর তার তরুণ বডিগার্ড আছে।

বক্সার একটা সোফায় বসে টিভি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ভিডিও ক্যামেরায় তোলা রানা এজেন্সির অফিসে আগুন দেওয়ার দৃশ্যটা দেখছে সে। তার বডিগার্ড দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাশে-পরনে অনেকগুলো পকেটসহ খাকি একটা ইউনিফর্ম, পায়ে বুট জুতো, কোমরের হোলস্টারে গোঁজা পিস্তল, মাথায় হ্যাট।

নক হতেই দরজা খুলে দিল সে।

পুলিশ চিফ হারপারকে দেখে সোফায় নড়েচড়ে বসল বক্সার। 'এসো ভাই, পুলিশ চিফ, এসো! দেরি দেখে ভাবছিলাম তুমি বোধহয় আর এলে না, আমাকেই যেতে হবে...'

'কিন্তু তুমি তো দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছাতে বলেছ!' মিনমিন করে বলল হারপার। কাটায় কাটায়...'

'আমি দশ মিনিট বললে লোকে আসলে তিন মিনিট বাকি থাকতে পৌঁছে যায়, বুঝলে। সে যাক, কথা না বলে আগে ভিডিও করা আগুনটা দেখো। তারপর বলছি কেন ডেকেছি।' ইঙ্গিতে একটা কাঠের চেয়ার দেখিয়ে দিল সে।

পুলিশ চিফ হারপার দেখলেন আগুনের ছবিটা তোলার জন্য রেড ব্রিগেড একটা নয়, কয়েকটা ক্যামেরা ব্যবহার করেছে। কথাটা মিথ্যে নয়, ধোয়া সহ্য করতে না পেরে বেশ কয়েকজন লোক মুখোশ খুলে ফেলল, ফলে তাদেরকে পুলিশের লোক বলে পরিষ্কার চেনা যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, রাস্তার শেষ মাথায় একটা খোলা জিপে বসে তিনি যে গোটা অপারেশনটা পরিচালনা করছিলেন, জুম-লেন্স লাগানো একটা মুভি ক্যামেরার সাহায্যে সে ছবিও দীর্ঘ সময় নিয়ে তোলা হয়েছে।

বক্সারের দিকে তাকালেন হারপার। 'আমার আর কিছু দেখার নেই। বুঝলাম, আমার জীবন এখন তোমার হাতে।'

মাথা নাড়ল লোকটা। 'ভুল বললে। শুধু তোমার জীবন?'

'না,' তাড়াতাড়ি ভুলটা সংশোধন করে নিলেন হারাপার। 'প্যারাডাইস সিটির গোটা পুলিশ বাহিনী তোমার কেনা গোলাম হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, এই তো চোখ ফুটছে।' মিটমিটি হাসল বক্সার। 'বুঝতেই পারছ, সিটি পুলিশের সহযোগিতা দরকার রেড বিগ্রেড অর্থাৎ আমার। চাইলেই যদি পাই, ওয়েল অ্যান্ড গুড। আর যদি কোন অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করো, উড়ো চিঠি লিখে এঅফবিআই-কে সব জানিয়ে দেব পরিষ্কার?'

মাথা ঝাকাল হারপার। 'নিজের পায়ে কুড়াল মারা হয়ে গেছে, এখন বাঁচার জন্যে তুমি যা বলবে তাই করতে হবে আমাকে⋯আমাদেরকে।'

'তা হলে শোনো কী করতে হবে বলি। প্রথম কথা, মাসুদ রানাকে অ্যারেস্ট করা চলবে না। কেন বলো তো?'

'অ্যারেস্ট করা চলবে না?' প্রায় আকাশ থেকে পড়ল চিফ হারাপার। তার সঙ্গে তোমার সমঝোতা হয়েছে?'

‘এই বুদ্ধি নিয়ে একটা শহরের পুলিশ প্রধান হয়েছ তুমি?’ খেঁকিয়ে উঠল বক্সার। ‘পাঠা কি গাছে ধরে! আরে, মাসুদ রানা কি তোমার মত বাস্টার্ড যে ক্রিমিন্যালদের সঙ্গে হাত মেলাবে?’

‘তা হলে?’

‘শোনো-রানাকে অ্যারেস্ট করা চলবে না, কারণ তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে শুনলে সঙ্গে সঙ্গে এফবিআই চলে আসবে। ব্যাপারটা কী জানার জন্যে। তার বিরুদ্ধে তখন তুমি যাই বলো না কেন, তোমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না, বরং তার কথাই বিশ্বাস করবে। কেন বলো তো? কারণ সবাই তাকে দুনিয়ার একজন হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে চেনে, জানে আইন ভাঙার মত কোন কাজ বাধ্য না হলে সে করবে না কোনদিন।’

‘বেশ, অ্যারেস্ট করব না, তা হলে কী করব?’ জানতে চাইল হারপার।

‘ধাওয়ার মধ্যে রাখতে হবে তাকে,’ বলল বক্সার। ‘সে যাতে এখানে এসে কোন রকম গেলমাল পাকাতে না পারে।’

‘কিন্তু এভাবে কতদিন চালানো সম্ভব?’

‘বেশিদিন চালাতে হবে না,’ আশ্বস্ত করল বক্সার। এখানে আমার কাজ শেষ হতে আর হয়তো দু’এক হপ্তা লাগবে।’

‘তোমার কাজ -?’ থেমে গেল হারপার।

‘সবটা জানতে চেয়ো না, হেসে উঠে জবাব দিল লোকটা। ‘শুধু এটুকু বলি, আমার হাতে প্রচুর টাকা আসতে যাচ্ছে। চিন্তা কোরো না, সহযোগিতার বিনিময়ে তোমাদেরকেও সেই টাকা থেকে কিছু ভাগ দেয়া হবে।’

‘অসংখ্য ধন্যবাদ,’ গদগদ কণ্ঠে বলল হারপার। তারপর মিনমিনে সুরে জানতে চাইল, ‘ইয়ে, ভাই, শেষ পর্যন্ত আমার কী হবে? মানে… ভিডিওটা…’

‘কাজ সেরে আমরা চলে যাবার সময় ওটা তোমাকে ফেরত দিয়ে যাব আমি,’ বলল লোকটা।

স্বস্তির নিঃশ্বাসটা চেপে রাখতে পারল না পুলিশ চিফ। ‘আমি তা হলে উঠি?’

‘এত তাড়া কিসের?’ চোখ গরম করল বক্সার। ‘এই যে এতক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বললে, এটার যে ভিডিও টেপ করা হয়েছে, টিভির স্ক্রিনে দেখবে না?’

মাথা নাড়ল হারপার। ‘দরকার নেই। তোমার মুখের কথাই আমি বিশ্বাস করছি। ...একটা ঢোক গিলল।

‘ঠিক আছে। শুধু মনে রেখো, সহযোগিতা না পেলে আমার চেয়ে খারাপ লোক পাবে না তুমি। এবার বলো, মাসুদ রানা এখন কোথায়?’

রিপোর্ট পাচ্ছি প্যারা সিটির আশপাশে ঘুরঘুর করছে সে,’ বলল পুলিশ চিফ। ‘আমাদেরর শহরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না।’

‘কখন ঢুকতে চেষ্টা করবে তার অপেক্ষায় থাকার দরকার নেই, তোমার লোকদের বলে দাও দেখামাত্র তাকে যেন ধাওয়া করা হয়।’

‘তবে, রানার এই ব্যাপারটা আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না,’ বলল লোকটা। ‘তার সম্পর্কে যতটুকু জানি আমি, আশপাশে ঘুর ঘুর করার লোক সে নয়। সুই হয়ে একেবারে মাঝখানে ঢুকে পড়াই তার বৈশিষ্ট্য। তুমি ভাল করে খবর নাও, যাকে ঘুর ঘুর করতে দেখা যাচ্ছে সে সত্যি মাসুদ রানা তো? ‘

‘বেশ, নিচ্ছি খবর।’ মাথা ঝাঁকাল হারপার।

‘এবার তুমি আসতে পার।’

ভ্যানেসার কাছ থেকে নম্বরটা নিয়ে ডায়াল করল রানা।

‘ইয়েস?’ অপরপ্রান্ত থেকে ভারী একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। টাইগার প্রাইভেট আই থেকে বলছি,’ বলল রানা।

‘এফবিআই ডেপুটি ডিরেক্টর হার্ভে মিলান,’ বলল লোকটা। ‘টাইগার প্রাইভেট আই-এর অপারেটর হরভজন সিংকে দরকার আমার।’

‘বলছি। বলুন, কী দরকার।’ ‘ব্যাপারটা অত্যন্ত সিরিয়াস, মিস্টার সিং, তাই টেলিফোনে আলাপ করতে চাইনি। এখন বলুন-আপনি আসবেন, না কি আমি যাব?’

ইতস্তত করছে রানা। পুলিশ কী এফবিআই-কে জানিয়েছে কিছু? হরভজন সিংকে মাসুদ রানা বলে সন্দেহ হচ্ছে কারও? 'আজ আমি একটু ব্যস্ত আছি। কাল হলে চলে?'

'কী আশ্চর্য বললাম না ব্যাপারটা আর্জেন্ট?'

'সেক্ষেত্রে আভাস দিন ব্যাপারটা কী নিয়ে।'

'রানা এজেন্সির মাধ্যমে যে লাইটারটা আপনি ওয়াশিংটনে পাঠিয়েছেন। ওখানে ওরা সবাই উত্তেজনায় লাফাচ্ছে। আপনি আসবেন, না আমি যাব?'

'আমি আসছি, মিস্টার মিলান,' বলল রানা। 'আধা ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব।'

ক্যাডিলাক নিয়ে তখনই বেরিয়ে পড়ল রানা। ওর বক্সারের পরিচয় জানা গেছে। এফবিআই-এর হেড অফিস যদি লাফায়, মনে করতে হবে বড় মাপের কোন ক্রিমিনাল সে।

এফবিআই-এর অফিসে রানার জন্য অপেক্ষা করছিল মিলান। খাতির করে বসিয়ে কফি সাধল ওকে। লোকটা দীর্ঘদেহী, চেহারায় ব্যক্তিত্ব আছে। ডেস্কের পিছন থেকে খুঁটিয়ে দেখছে রানাকে। 'লাইটারটা আপনি পেলেন কোথেকে, মিস্টার সিং? প্রিন্টই বা চেক করতে চাইলেন কেন?' ডেস্কে কনুই রেখে চিবুক ঠেকাল ভাঁজ করা কবজির একটু উপরে। চোখে সন্দেহ।

গাড়ি চালিয়ে এখানে আসার পথে একটা গল্প বানিয়েছে রানা। সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোম্বোটেদের দ্বীপ আর শার্লি সম্পর্কে পুলিশ বা এফবিআইকে কিছুই জানাবে না।

রানা এজেন্সির উপর হামলা হয়েছে, ওর প্রিয় একজন মানুষের গায়ে হাত তোলা হয়েছে—কাজেই এই কেসটা ওর একার; ভিতরের সমস্ত রহস্য জানতে হবে ওকে, পেতে হবে প্রতিটি প্রশ্নের জবাব। তার আগে পর্যন্ত কাউকে বিশ্বাস করবে না। 'এটা এমন কী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার?' প্রশ্ন করল ও। 'রুটিন চেক বলতে পারেন।'

'আপনার এ-কথায় আমি সন্তুষ্ট হতে পারছি না, মিস্টার সিং।' আরও ভারী হলো হার্ভে মিলানের কণ্ঠস্বর। 'বলুন, লাইটারটা আপনি কোথেকে পেলেন?'

'দু'রাত আগের কথা। জেটিতে গিয়েছিলাম...'

‘কেন?’

‘শুনে যেন ইন্টারোগেশন মনে হচ্ছে?’ প্রতিবাদ করল রানা।

‘জেটি এলাকায় কী করছিলেন আপনি, মিস্টার সিং?’

‘কাজ শেষ করে জেটিতে যাই। ওখানে অনেককে চিনি আমি।’

‘কী নিয়ে কাজ করছেন, মিস্টার সিং?’

‘একটা কেস। সেটা কী, তা বলা যাবে না। একান্তই যদি জানতে চান, আমার বস মিস্টার লেমন টাইগারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। সে আপনাকে বলবে-গো টু হেল।’

‘এটা সিরিয়াস ব্যাপার, মিস্টার সিং,’ গলার সুর নরম করল হার্ভে মিলান। ‘ঠিক আছে, জেটিতে গেলেন আপনি। তারপর কী হলো?’

‘মুরের সঙ্গে গল্প করলাম। তাকে দুটো বিয়ার খাওয়ালাম। তারপর এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। এবার হোটেলে ফিরব। একটা সিগারেট গুজেছি মুখে। এই সময় অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে লাইটারটা জ্বালল সে, আমার সিগারেটটা ধরিয়ে দিল।’

নোটবুক আর বল-পয়েন্ট টেনে নিল মিলান। ‘লোকটা দেখতে কেমন?’

বক্সারের দৈহিক বর্ণনা দিল রানা।

সব লিখে নিয়ে ডেস্কের দেরাজ খুলে পাসপোর্ট সাইজের একটা ফটো বের করল মিলান। ‘এর মত দেখতে?’ ফটোটা রানার দিকে ঠেলে দিল সে।

মুখে দাড়ি নেই, মাথায় কালো চুল, একহারা গড়ন, চোখ দুটো ছোট আর দৃষ্টিতে বেপরোয়া ভাব। এই চোখ দেখেই চিনে ফেলল রানা। এই সেই বক্সার, কোন সন্দেহ নেই। ‘হ্যাঁ, মনে হচ্ছে যেন এই লোকটাই। তবে চুল অনেক লম্বা। আর দাড়ি আছে।’

সশব্দে শ্বাস টানল মিলান। ‘বলে যান।’

‘লোকটাকে খুব নার্ভাস মনে হলো আমার। সারাক্ষন নিজের চারপাশে তাকাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করল বাহামায় যাবার বোট কোথায় পাওয়া যাবে আমি জানি

কিনা। বললাম, টাইটান বারে গিয়ে মুরকে ধরো, সে এ-সব খবর রাখে। আরও বললাম, দুটো বিয়ার না খাওয়ালে মুখ খুলবে না মুর।'

'তারপর?'

'বিড়বিড় করে কী যেন বলল লোকটা, তারপর চলে গেল। চলে যাবার পর দেখি মাটিতে লাইটারটা পড়ে রয়েছে। পকেটটা বোধহয় ফুটো।' হাসল রানা। 'ভাবলাম একটু খোঁজ নিয়ে দেখা দরকার, লোকটা ওয়ান্টেড তালিকায় থাকতে পারে। বাহামা থেকে কিউবার হাভানায় যাওয়া পানির মত সহজ, তাই না? অনেক ক্রিমিনালই তো এই পথে পালাচ্ছে।'

মাথা ঝাকাল মিলান। 'হাভানা–হ্যাঁ, ব্যাপারটা মেলে।' চিন্তিত দেখাল তাকে। টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল। ডায়াল করে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। রিসিভার নামিয়ে রেখে রানাকে বলল, আজ সকালে বাহামার উদ্দেশে একটা বোট ছেড়ে গেছে। এই লোকটা ওই বোটে থাকতে পারে। ধন্যবাদ, মিস্টার সিং। ফ্যাক্স করে বর্ণনাটা পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি। বাহামার রাজধানীতে তাকে অ্যারেস্ট করা সম্ভব বলে মনে করি। সে কি একা ছিল?'

'আমি তাকে একাই দেখেছি। সঙ্গে আর কারও থাকার কথা?'

'বলা হচ্ছে সে তার একজন বডিগার্ডকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।' আবার রিসিভার তুলে ডায়াল করছে মিলান। 'ঠিক আছে, মিস্টার সিং, আপনি এবার আসতে পারেন। আমাকে একবার জেটি এলাকায় যেতে হবে, দেখি রোকো বা মিরান্ডার কোন খোঁজ করতে পারি কিনা।'

'আমি গাড়িতে অপেক্ষা করছি। ওদিকে যাচ্ছি যখন, আপনাকে পৌঁছে দিতে পারি।'

'ঠিক আছে।'

পাঁচ মিনিট পর অফিস থেকে বেরিয়ে এসে রানার পাশে ক্যাডিলাকে বসল মিলান। সৈকতের উদ্দেশ্যে ছুটল গাড়ি। 'লোকটা কে, মিস্টার মিলান? আপনার এত উত্তেজিত হয়ে ওঠারই বা কী কারণ?'

'এ যদি সে হয়, তার নাম রোকো কারসিয়ো। রেড ব্রিগেড নামে ইটালিয়ান ক্রাইম সিন্ডিকেটের জনক রেনাটা কারসিয়োর জারজ সন্তান। তাকে পাঁচ খুন আর তার স্ত্রী মিরান্ডাকে দুটো খুনের অভিযোগে খোঁজা হচ্ছে।'

কয়েক উহূর্তের জন্য ভাষা হারিয়ে ফেলল রানা। তবে ধীরে ধীরে কুয়াশা কেটে যাচ্ছে। এই রোকো আর মিরান্ডাই তো রানা এজেন্সির রোম শাখার দুই এজেন্টকে গাড়ি বোমা ফাটিয়ে খুন করেছিল। রানা এজেন্সির উপর সন্ত্রাসীদের চোরা গোপ্ত হামলার কারণ কিছুটা আঁচ করা যাচ্ছে। 'কিন্তু সে আমেরিকায় কী করছে?' জানতে চাইল ও।

'একা রোকো নয়, গুজব শোনা গেছে তার সঙ্গে মিরান্ডাও ইটালি ছেড়েছে। কারণ ইটালি ওদের জন্যে নরক হয়ে উঠেছিল।' রোকো আমেরিকায় এসেছে রেড ব্রিগেডের জন্যে ফান্ড আর সদস্য সংগ্রহ করতে, অন্তত সেটাই রটেছে আর কী। অসম্ভব নয়। স্ত্রীকে নিয়ে মিলানের তিনটে ব্যাঙ্ক লুট করেছে রোকো। ইটালিয়ান পুলিশ আমাদেরকে সাবধান করে দেয়। তবে মিরান্ডা আমেরিকায় এসেছে কিনা সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ইটালিয়ান পুলিশের ধারনা, একজন বডিগার্ড নিয়ে মাসখানেক হলো নিউ ইয়র্কে পৌঁছায় সে। তদন্ত চলছিল, কিন্তু কোনও সূত্র পাইনি। যে প্রিন্ট আপনি পেলেন, এটাই আমাদের প্রথম সূত্র।'

জেটি এলাকায় এসে গাড়ি থামাল রানা। পুলিশের ডিটেকটিভ চার্লি ওয়েফার আর ডিটেকটিভ রিচি ডিলান লোকজনের ভিড় থেকে বেরিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এল।

রানার, অর্থাৎ হরভজন সিং-এর পরিচয় দিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রশংসা শুরু করল হার্ভে মিলান-কীভাবে রোকো কারাসিয়োর সঙ্গে ওর দেখা হয়, কী মনে করে লাইটারটা রানা এজেন্সির মায়ামি শাখায় মাধ্যমে ওয়াশিংটনে পাঠায় ও।

'টাইগারও বলছিল বটে, তার নতুন অপারেটর হরভজন সিং প্রাইভেট অপারেটর হিসেবে খুব নাকি কাজের,' সহস্যে রানার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল ডিটেকটিভ চার্লি ওয়েফার।

রোকোর ফটোটা দুই ডিটেকটিভকে দেখাল মিলান, ইতিমধ্যে কখন একসময় বল-পয়েন্ট দিয়ে রোকোর চুল লম্বা করেছে সে, মুখে দাড়িও এঁকেছে। 'লোকটাকে দেখেছেন সিং, কথাও বলেছেন,' ডিটেকটিভ ওয়েফারকে বলল সে। 'তাই আপনি ওর সঙ্গে টহল দিন। আমি আর ডিটেকটিভ ডিলান আরেক দিকে যাই। লোকটা কিন্তু বিপজ্জনক, কাজেই সাবধান!'

এভাবে, কিছু বুঝে ওঠার আগেই, পুলিশ আর এফবিআই-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজে নামতে হল রানাকে।

'ভেরি গুড,' উৎসাহের সঙ্গে রাজি হলো ডিটেকটিভ ওয়েফার, তারপর রানার দিকে ফিরে জানতে চাইল, 'সঙ্গে অস্ত্র আছে তো?'

'সব সময় থাকে।'

'যদি গোলাগুলি শুরু হয়, আপনি আমাকে কাভার দেবেন,' বলল ওয়েফার। 'চলুন।'

ইয়ট বেসিন আর আড়তগুলোকে কাভার করার জন্য হার্ভে মিলান আর রিচি ডিলানকে রেখে কমার্শিয়াল হারবারের দিকে এগেল ওরা।

'আসুন, প্রথমে পিকেট মুরের সঙ্গে কথা বলি,' বলল ওয়েফার। 'এখানে কী ঘটছে না ঘটছে সব জানে ওই মাতালটা।'

সেই একই জায়গায় পাওয়া গেল মুরকে, খালি একটা বিয়ারের ক্যান হাতে বোলার্ড-এর উপর বসে আছে। ডিটেকটিভের দিকে ভুরু কঁচকে তাকাল সে।

'হাই, পিকেট,' বলে তার সামনে পা দু'ফাঁক করে দাঁড়াল ওয়েফার।

'ইভিনিং, মিস্টার ওয়েফার।' মুরের ছোট চোখ দুটো রানার দিকে ছুটে এল, তারপর আবার ফিরে গেল ডিটেকটিভের দিকে।

'আমরা একজন লোককে খুঁজছি।' রোকোর বর্ণনা দিল ওয়েফার। আশপাশে কোথাও দেখেছি নাকি তাকে?'

রানা জানে, এভাবে কাজ হবে না। মুরের কাছ থেকে তথ্য পাবার একটাই উপায়, টাইটান বারে নিয়ে গিয়ে যত খুশি বিয়ার খেতে দেওয়া।

ইঙ্গিত হিসাবে খালি ক্যানটা হারবারে ফেলে দিল মুর। কিন্তু ডিটেকটিভ ওয়েফার না বোঝার ভান করল। এবার ধমকের সুরে জানতে চাইল সে, ‘কথা বলছ না কেন? এরকম কোন লোককে দেখেছ তুমি?’

‘কী করে বলব দেখেছি কিনা,’ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে জবাব দিল মুর। ‘এ-সব ছোকরা পাঙ্কগুলোকে একই রকম লাগে দেখতে।’

‘এই পাঙ্কটা খুনি,’ গর্জে উঠল ওয়েফার।

ভুরু কোঁচকাল মুর। ‘তাই নাকি?’ বোলার্ড ছেড়ে দাঁড়াল সে। ‘আমার গলাটা শুকিয়ে গেছে।’

‘গলা তো নয়, ওটাকে মরুভূমি বললেই হয়,’ খেঁকিয়ে উঠল ওয়েফার। তাকে তুমি দেখেছ, না কি দেখোনি?’

‘কই, মনে তো পড়ছে না, মিস্টার ওয়েফার,’ মাথা নেড়ে বলল মুর, বুকটা ফুলিয়ে টাইটান বারের দিকে হেঁটে যাচ্ছে।

তার গমনপথের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ডিটেকটিভ ওয়েফার।

এখান থেকে ইয়ট বেসিনের ওদিকটা দেখতে পাচ্ছে রানা। হার্ভে মিলান আর এফবিআই-এর রিচি ডিলান কয়েকজন জেলের সঙ্গে কথা বলছে। ম্যাক গোয়েনকেও দেখতে পেল ও, জর্জ ভারগাসের ইয়টে বসে আছে।

মুর যখন টাইটান বারের দিকে হাঁটা ধরল, আলগোছে ইয়ট থেকে নেমে লোকজনের ভিড়ে মিশে গেল গোয়েন।

‘আমাদের আসলে কথা বলা উচিত বব নেসটারের সঙ্গে,’ রানাকে বলল ওয়েফার। ‘এদিকেই কোথাও থাকার কথা তার।’

মনে মনে প্রমাদ গুণল রানা। যতই মাতাল হোক, সবাই জানে যে চিন্তা-চেতনায় নেসটার এখনও আদর্শ একজন পুলিশ। প্যারা সিটি পুলিশ বিভাগের কাজে লাগবে জানলে কোন তথ্য চেপে রাখবে না সে। তাকে যদি ওয়েফার প্রশ্ন বা জেরা করে, সে হয়তো কিছু না ভেবেই গোয়েন সম্পর্কে রানার আগ্রহের ব্যাপারটা বলে ফেলবে। সেই কথার সূত্র ধরে ওয়েফার জানতে পারবে গোয়েন একজন লোক আর তার

বডিগার্ডকে নিজের কামরায় লুকিয়ে রেখেছে। ছল-চাতুরি করায় স্বভাবতই রানার উপর সন্দেহ দেখা দেবে পুলিশের মনে। গভীর সংকটে পড়ে যাবে ও। ওর সম্পর্কে খোঁজ নিতে গিয়ে তারা জানতে পারবে হরভজন সিং পরিচয়টা আসলে ভুয়া। এরপর ফাঁস হয়ে যাবে যে ও আসলে মাসুদ রানা।

'কিন্তু নেসটার তো শুনেছি বদ্ধ মাতাল,' বলল ও। তার সঙ্গে কথা বলা মানে শুধু শুধু সময় নষ্ট।'

'মাতাল হতে পারে, কিন্তু প্রাক্তন পুলিশ তো। তাতেই আমার কাজ চলবে।' এক বুড়ো জেলেকে দেখে হাতছানি দিয়ে ডাকল সে। 'এই যে, চাচা, আমাদের নেসটারকে দেখেছেন কোথাও?'

'আজ তো দেখেনি, বাপ,' বলল বুড়ো।

'সে থাকে কোথায় জানেন?'

'ক্র্যাব ইয়ার্ডের ওদিকে, বাষট্টি নম্বরে।'

ক্র্যাব ইয়ার্ডের দিকে রওনা হলো ডিটেকটিভ। বাধ্য হয়ে তার সঙ্গে যেতে হচ্ছে রানাকে। ভালো ফ্যাসাদেই পড়েছে ও।

সৈকত ছেড়ে বস্তি এলাকায় ঢুকলা ওরা। ন্যাংটো হয়ে ঘুরে বেরাচ্ছে নিগ্রো ছেলেমেয়েরা। দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী দেশে মানুষের এরকম অভাব থাকতে পারে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। কয়েকশো বছরের পুরানো বাড়ি-ঘরের পড়ো-পড়ো অবস্থা। ঘরের না আছে দরজা-জানালা, না আছে ল্যাট্রিন বা পানির ব্যবস্থা। সরু একটা গলির মাথায় এসে দাঁড়াল ওরা। 'ইস, কী দুর্গন্ধ!' নাকে রুমাল চাপা দিল রানা। 'চলুন ফিরে যাই।'

'বাষট্টি নম্বর বাড়ির সামনে এসে?' বলে ভাঙা দরজা দিয়ে একটা সরু প্যাসেজে ঢুকে পড়ল ডিটেকটিভ ওয়েফার।

প্যাসেজটা প্রায় অন্ধকার। শেষ মাথায় একটা দরজা দেখা যাচ্ছে। গোটা বাড়ি যে-কোন মুহূর্তে কাত হয়ে পড়ে যাবে বলে মনে হলো, এতই পুরানো। এখানে কোন মানুষ থাকে বলে বিশ্বাস করা কঠিন।

দরজাটা আধ খোলা। কবাটের ফাঁক দিয়ে সরু লাল ফিতে বেরিয়ে এসেছে।

ভোজবাজির মত ওয়েফারের হাতে পিস্তল বেরিয়ে এল। আসারই কথা ভাবল রানা; কারণ জিনিসটা আসলে লাল ফিতে নয়, রক্তের ধারা।

'কাভার দিন,' বিড় বিড় করল ওয়েফার। এগিয়ে গিয়ে দরজার কাবাটে লাথি মারল।

কিছুই ঘটল না। তবে দরজা খুলে যেতে প্যাসেজে আরও খানিকটা আলো এসে পড়ল।

'ওহ্ গড! ওহ্ গড!' বলতে বলতে কামরার ভিতর ঢুকে পড়ল ওয়েফার। তার পিছু নিয়ে রানাও।

ঘরের মেঝেতে চোদ্দ কি পনেরো বছরের একটা ইন্ডিয়ান ছেলে পড়ে রয়েছে। নোংরা সাদা ট্রাউজার আর স্যান্ডেল পরে আছে সে। টি শার্টে রক্তের দাগ। রক্ত জমাট বেঁধে আছে মুখেও। স্থির খোলা চোখ বলে দিচ্ছে ছেলেটা বেঁচে নেই।

কামরার আরেকপ্রান্তে দেয়ালে পিঠ ঠিকিয়ে বসে রয়েছে বব নেসটার, কোলের উপর খালি একটা স্কচের বোতল। তার মুখেও রক্ত লেগে রয়েছে। কপালের ফুটোটা বুলেটের তৈরি।

কোমর থেকে ওয়াকি-টাকি বের করে থানায় খবর পাঠাচ্ছে ওয়েফার।

সাত

রাত দশটায় হোটেলে ফিরল রানা।

পরিস্থিতি বদলে গেছে, পুলিশ বা এফবিআই যখন-তখন ওরা সঙ্গে কথা বলতে চাইতে পারে। সে-চিন্তা করে আপাতত সেফ হাউসে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও। তবে রাত আরও গভীর হলে ওকে একবার বাইরে বেরুতে হবে।

রোকো কোথায় আছে জানে ও। বোঝাপড়াটা আজ রাতেই হয়ে যাওয়া দরকার।

বাইরে থেকে খেয়ে এসেছে, কিন্তু ঘুমাতে চায় না বলে বিছানায় উঠছে না, চেয়ারে বসে চুমুক দিচ্ছে গ্লাসে আর চিন্তা করছে।

নেসটার ওকে বলেছিল তার একদল ছেলে আছে, তারাই গোয়েনের উপর নজর রাখবে। তারমানে মাথায় গুলি খাওয়া ইন্ডিয়ান ছেলেটা সেই দলেরই একজন। গোয়েন হয়তো বুঝতে পেরেছিল যে ছেলেটা তার উপর নজর রাখছে, তারপর পিছু নিয়ে নেসটারের ঘরে এসে দু'জনকে গুলি করে মারে?

শার্লি ভারগাসও বিরাট একটা প্রশ্ন হয়ে দেখা দিল রানার মনে। রোকো কারসিয়ার মত একজন দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীর সঙ্গে তার মত একটা মেয়ের সম্পর্ক হলো কীভাবে? ওর মনে কোন সন্দেহ নেই যে শার্লি তাকে সাহায্য করছে।

এই সময় নক হলো দরজায়। হাতে পিস্তল নিয়ে দরজার পাশে দাঁড়াল রানা। 'কে?' তারপর হার্ভে মিলানের গলার আওয়াজ চিনতে পেরে দরজা খুলে দিল।

'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই ভাবলাম দেখি তো আপনি জেগে আছেন কিনা। বিরক্ত করলাম নাকি?'

'আরে, না!' পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল রানা, পিস্তলটা আগেই আড়াল করে ফেলেছ। 'আসুন। স্কচ চলবে?'

'দিন একটু।' ঘরে ঢুকে পুরানো এক সেট সোফায় বসল মিলান। 'খুন দুটোর সঙ্গে আপনার কেসের সম্পর্ক আছে?'

'নাহ।'

পা দুটো মেঝেতে লম্বা করে দিল মিলান। 'ওদিকে এমন হইচই বেধে গেল, কাউকে আর জিজ্ঞেসা করা হয়নি রোকো কারাসিয়োকে কেউ দেখেছে কিনা। পরিবেশ একটু শান্ত হোক, কাল আমার দু'জন লোককে ওখানে ডিউটিতে পাঠাব।'

'আমার ধারণা রোকো চলে গেছে,' মিলানের হাতে গ্লাসটা ধরিয়ে দিয়ে বলল রানা।

'দেখা যাক বাহামা থেকে কী খবর পাই কাল।'

‘ওখানেই গেছে সে।’

স্কচ শেষ করে সরাসরি রানার দিকে তাকাল মিলান। ‘এই জোড়া খুন সম্পর্কে আপনার কী ধারণা, মিস্টার সিং? আমি দেখতে গিয়েছিলাম। এটা যে প্রফেশনালের কাজ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দুটো গুলি-দুটো লাশ। ঠিক এভাবেই খুন করে রোকো। ভাবছি তার সঙ্গে এই খুনের কোন সম্পর্ক আছে কিনা। আপনার কী মনে হয়?’

সম্পর্ক তো আছেই, ভাবল রানা। যে কারণে গিল্টি মিয়াকে গুলি করা হয়েছিল, নেসটার আর তার দলের ইন্ডিয়ান কিশোরটিকেও সেই একই কারণে গুলি করা হয়েছে-রোকোর উপর নজর রাখছিল তারা। গিল্টি মিয়ার সৌভাগ্য যে, গুলি খেয়েও মারা যায়নি সে এখনও।

‘আমার মনে হচ্ছে নেসটারের উপর কারও বোধ হয় আক্রোশ ছিল,’ বলল রানা। ‘এক সময় ড্রাগ-ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে পুলিশকে সাহায্য করেছিল সে।’

‘কিন্তু ছেলেটাকে মারবে কেন?’

কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

‘প্রত্যক্ষদর্শী রাখতে চায়নি?’ সিগারেট ধরাল মিলান। ‘যাই হোক, এ-সব ডিটেকটিভ ওয়েফারের সমস্যা। আমার সমস্যা রোকো।’

‘ভাল কথা, রোকোর স্ত্রী সত্যি ইটালি ছেড়েছে কিনা, ওখানকার পুলিশকে জিজ্ঞেস করা দরকার না?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘রোকোর স্ত্রী? ইটালি তো নিশ্চয় ছেড়েছে, না ছাড়লে এতদিনে ওদের হাতে ধরা পড়ে যেত। তবে আমেরিকায় পৌঁছেছে, নাকি বাহামায় চলে গেছে বলা মুশকিল। তার ফটো চেয়ে ওয়াশিংটনে ফোন করেছি আমি। এলে আপনাকে দেখাব। আপনি যেভাবে সারাদিন টো-টো করে ঘুরে বেড়ান, ওদের কাউকে দেখে ফেলা অসম্ভব কিছু নয়।’

‘মেয়েটার ফাইল আছে এফবিআই-এ?’

‘তা আছে, তবে সেটা প্রায় খালিই বলা যায়। রোকোকে বিয়ে করার আগে কোথায় ছিল, কী নাম ছিল, কিছুই জানা যায়নি। দু’হাজার সালের গোড়ার দিকে চাঁদা না পেলে রোমের বিদেশী দূতাবাসগুলো বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে বলে হুমকি দিয়েছিল রোকো-কেউ কেউ বলে এই অপারেশনের প্লানটা ছিল মিরান্ডার। বাংলাদেশ দূতাবাসের দু’জন কর্মকর্তাকে খুনও করে সে তখন।

তারপর একটা ব্যাঙ্ক লুঠ করে রোকো পালাতে পারলেও, ধরা পড়ে মিরান্ডা। লোকাল থানায় নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। চেহারার ফটোও তোলা হয়। কিন্তু তারপর ওখান থেকে পালায় সে। তার সেলে কেউ একজন একটা পিস্তল ঢুকিয়ে দিয়েছিল। পালাবার সময় দু’জন গার্ডকে খুন করে।’ হাতঘড়ির উপর চোখ বুলাল মিলান। ‘এগারোটা বাজতে চলেছে। গেলাম, মিস্টার সিং। সি ইউ।’ চলে গেল সে।

দরজায় তালা লাগিয়ে বাইরে বেরুবার প্রস্তুতি নিচ্ছে রানা, চোখের সামনে বারবার বব নেসটারের মুখটা ভেসে উঠছে। ভাল একজন মানুষের এরকম করুণ পরিণতি মেনে নেওয়া যায় না। আচ্ছা, ওদেরকে কী ম্যাক গোয়েন খুন করল?

বগলের নীচে, বাহুর সঙ্গে আটকানো স্ট্র্যাপে থাকল ছুরিটা। শোল্ডার হোলস্টার পরল, তাতে গুজে রাখার আগে অ্যাকশন চেক করল পিস্তলের।

স্ক্রু আগেই খুলে রেখেছে, জানালার গ্রিল সরিয়ে করিনিসে বেরিয়ে এল রানা। আজকের নৈশ্য অভিযানে রক্তপাত ঘটাবার সুযোগ পেলে হাতছাড়া করবে না ও। সাধারণ একটা গোয়েন্দা কাহিনী হঠাৎ করে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের কুৎসিত আর ভয়ঙ্কর চেহারা পেয়েছে।

এখন প্রতিশোধ নেওয়ার পালা। রোকো কারাসিয়ো রোমে বাংলাদেশী দূতাবাসের দু’জন কর্মকর্তাকে খুন করেছিল। তারপর এখানে, ফ্লোরিডা রাজ্যের প্যারা সিটিতে খুন করার জন্য গুলি করেছে গিল্টি মিয়াকে।

সেই রোকো এখন কোথায় আছে রানা জানে।

রাত যত গভীরই হোক, ট্যুরিস্টরা সবাই হোটেলে ফেরে না। ফলে রেস্তোরা, বার, অ্যান্টিক শপ ইত্যাদি প্রায় সারা রাতই খোলা থাকে। ট্যাক্সি পাওয়াও কোন সমস্যা নয়।

রানা পাগড়ি পরে বেরোয়নি, তবে চোখে রঙিন চশমা পরেছে। ট্যাক্সি ওকে সৈকতের কাছাকাছি নামিয়ে দিল। নকল গোফ আর দাড়ি থাকায় হরভজন সিং-এর চেহারাটা দেখার সুযোগ পায়নি ড্রাইভার।

আধ মাইল হেঁটে এসে পরিচিত সরু গলিটায় ঢুকাল রানা। এদিকটা একদম নির্জন আর অন্ধকার। সঙ্গিনী হিসাবে কালো একটা বিড়াল জুটল কপালে।

অন্ধকারেও এক-আধটু দেখতে পাচ্ছে রানা। একের পর এক বেশ কয়েকটা দোরগোড়াকে পাশ কাটিয়ে এল।

সামনে একটা খিলান। এটার ভিতরই ম্যাক গোয়েনকে ঢুকতে দেখেছিল ও, পিছু নিয়ে রোকো আর তার বডিগার্ডও ঢুকেছিল।

একবার থেমে চারদিকে চোখ বুলাল রানা, তারপর উঁকি দিয়ে খিলানের ভিতর তাকাল। ফ্ল্যাটবাড়িতে ঢোকার দরজা দেখা যাচ্ছে। বন্ধ বলে মনে হলো।

একটু পিছিয়ে এসে মুখ তুলে উপরদিকে তাকাল রানা। চারতলার ফ্ল্যাট ডুবে আছে অন্ধকারে।

খিলানের ভিতর ঢুকল রানা। নিঃশব্দে হেঁটে এসে হাত দিল দরজার গায়ে। চাপ লাগায় খুলে যাচ্ছে কবাট।

পেন লাইট জ্বালাল রানা। সামনে একটা প্যাসেজ, আরেক দরজায় পৌঁছেছে। প্যাসেজ ধরে এগোচ্ছে ও, পাচিলের মাথায় আরেকটা কালো বিড়াল হাঁটছে, সমান্তরাল রেখা ধরে। নাকি সেই আগের বিড়ালটাই? কালো বিড়ালকে ঘিরে কুসংস্কার কম নেই, তবে রানা সে-সব ঝেড়ে ফেলে দিল।

দ্বিতীয় দরজার পর একপাশে এলিভেটর, আরেক পাশে সিঁড়ি। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সিঁড়ির ধাপে পা রাখল রানা।

ধাপে ছেঁড়া কাগজ, পটেটো চিপস আর সিগারেটের খালি প্যাকেট পড়ে রয়েছে। কম ভাড়ার ফ্ল্যাট এগুলো, নিম্নবিত্তরা থাকে।

খেটে খাওয়া মানুষ, প্রতিটি ফ্ল্যাটে অঘোরে ঘুমাচ্ছে সবাই। কোন শব্দ না করে চারতলায় উঠে এল রানা। প্রতিতলায় দুটো করে ফ্ল্যাট, ম্যাক গোয়েন থাকে রাস্তার দিকে মুখ করা ফ্ল্যাটে।

বন্ধ দরজায় কান পাতল রানা। নিয়মিত শব্দে কয়েকজনের নিঃশ্বাস পড়ার আওয়াজ ভেসে আসছে। সম্ভবত হঠাৎ করে অতিথি চলে আসায় সামনের ঘরটাকেও বেড রুম হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

দরজাটা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া গেল, ভিতর থেকে তালা দেওয়া। পকেট থেকে চাবির রিঙ বের করল রানা। চাবি নয়, বেছে নিল ইস্পাতের একটা কাঠি।

কী হোলে ঢুকল কাঠিটা। সাত কি আট সেকেন্ডের মাথায় কী হোল থেকে ক্লিক করে যে মৃদু শব্দটা বেরুল, রানার কানে বিস্ফোরিত চকলেট বোমার মত আওয়াজ করল ওটা।

একদম পাথর হয়ে গেল রানা। নিঃশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেছে। তারপর ধীরে ধীরে নড়ল। আবার কান ঠেকাল কবাটে। নিঃশ্বাসের আওয়াজ আগের মতই ভেসে আসছে, সেই একই নিয়মিত ছন্দ। স্বস্তি বোধ করল রানা।

ছোট্ট পেন লাইটটা বাঁ হাতে, ওই হাত দিয়েই ধীরে ধীরে চাপ দিল কবাটে; ডান হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তল। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে পেশি, তেল দেওয়া না থাকলে ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ করবে দরজার কবজা।

খুলে যাচ্ছে দরজা। এতটুকু শব্দ হচ্ছে না। পেন লাইটটা জ্বালবে কিনা ভাবল রানা। সিদ্ধান্ত নিল আগে ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করবে, তারপর।

চৌকাঠ পেরিয়ে অন্ধকার কামরায় পা রাখল রানা। পিছনে হাত লম্বা করে কবাট বন্ধ করছে। ওকে আর আলো জ্বালতে হলো না, অকস্মাৎ খুট করে অ্যাওয়াজ হলো, সেই সঙ্গে উজ্জ্বল আলোয় ধধিয়ে গেল ওর চোখ।

আওয়াজ অনুসরণ করে বিদ্যুৎ বেগে ডানদিকে পিস্তল ঘোরাল রানা, চোখে আলো সয়ে আসার জন্য অপেক্ষা করেনি, আত্মরক্ষার জন্য ট্রিগার টেনে দিতে সম্পূর্ণ তৈরি।

চেহারা দেখেই বোঝা যায় ইটালিয়ান, সুইচবোর্ডের পাশে দাড়িয়ে হাসছে, গায়ে হলুদ শার্ট। রানার পিস্তলটাকে গ্রাহ্যই করছে না, অথচ নিরস্ত্র সে। কারণটা এক সেকেন্ড পর বোঝা গেল।

ঘাড়ের পাশে পরিচিত ঠাণ্ডা স্পর্শ অনুভব করল রানা।

'এদিকে তাকিয়ে আমাদেরকে দেখতে পারো, মিস্টার। তবে সাবধানে,' ইটালিয়ান উচ্চারণে বলা ইংরেজি; বাঁ দিক থেকে ভেসে এল।

ধরা পড়ে গিয়ে অসহায় বোধ করেছে রানা। এরকম বোকা আগে কখনও হতে হয়েছে কিনা সন্দেহ। এতটা নিখুঁত ফাদ সত্যি কল্পনা করা যায় না।

বাঁ দিকে আরও তিনজন ইটালিয়ান। একজন রানার ঘাড়ে পিস্তল ধরে আছে, বাকি দুজন দেয়ালে হেলান দিয়ে দেখছে ওকে; রানা তাকাতেই বড় করে নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করলা-যেন অভিনয় করে দেখাচ্ছে কতটা হতাশ হয়েছে ওরা বোকামি দেখে। এদের কারও বয়সেই ত্রিশের বেশি নয়।

পিস্তলধারীর ইঙ্গিতে হলুদ শার্ট পরা ডান পাশের লোকটা রানার হাত থেকে অস্ত্রটা নিয়ে নিল। সেটা কোমরে গুজে রেখে সার্চ শুরু করল সে। চাবির গোছা নিল না। ছুরি নিল। চোখ থেকে খুলে নিল চশমাটা। পেন লাইটটা রানার হাত থেকে নিয়ে ওরই পকেটে ঢুকিয়ে দিল।'

'এটা সঙ্গে থাকুক, কারণ তোমার জন্যে যে কবরটা খোড়া হয়েছে সেটা বড়ই অন্ধকার!' সার্চ শেষ করে বলল লোকটা।

পিস্তলধারী বলল, 'কিন্তু এর তো পাগড়ি নেই। আমরা জানব কীভাবে একেই আমরা কবর দিতে চাই কি না?'

'এখন যেটা দেখছি, এটাও এর আসল চেহারা কিনা সন্দেহ আছে আমার,' বলে ঝট করে রানার দাড়ি ধরে টান দিল হলুদ শার্ট। সবাইকে খুলে আসা দাড়ি দেখিয়ে হাসতে শুরু করল।

'তা হলে দেখা যাচ্ছে বস্ যা বলেছেন আসলে সেটাই সত্যিকথা,' পিস্তলধারী অবাক হয়ে বলল। টাইগারের ঘাড়ে চেপে রানা এজেন্সির অপারেটরই মাথায় পাগড়ি পরে খুঁজছে আমাদের, প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ খুঁজছে।'

'বস্ আরও বলেছেন,' হাসি থামিয়ে বলল হলিদ শার্ট, 'আমরা চিনি বা না চিনি, যে ধরা পড়বে তার মাথায় পাগড়ি থাক বা না থাক, সে মাসুদ রানা হতে বাধ্য। কাজেই ধরা পড়ার আধঘণ্টার মধ্যে তাকে কবরে পুতে ফেলতে হবে।'

'মিস্টার রানা,' পিস্তলধারী বলল, 'তোমার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, সৈকতে আমরা একটা গর্ত খুঁড়ে রেখেছি, তোমাকে কবর দেব বলে।'

'কবরটা পাহারা দিচ্ছে কে?' জানতে চাইল রানা। 'ম্যাক গোয়েন, নাকি রোকো কারাসিয়ো?'

'আরে! আরে! এই, তোরা শুনিলি? লোকটা কত কিছু জানে, দেখা না! রীতিমত পণ্ডিত মানুষ!'

'বাইরে তো কোন গাড়ি দেখলাম না,' আবার বলল রানা। 'লাশটা তোমরা সৈকতে নিয়ে যাবে কীভাবে?'

'না-না, এই ঘরে রক্ত ঝরানো যাবে না,' তাড়াতাড়ি বলল হলুদ শার্ট। 'বসের হুকুম, মাসুদ রানাকে জ্যান্ত কবর দিতে হবে। এ-ধরনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিলে রানা এজেন্সির অপারেটররা ভবিষ্যতে আমাদেরকে ঘাটাতে সাহস পাবে না।'

'ভুলে যেয়ো না, টাইগারের অফিসটা বস পুড়িয়ে দিতে বলেছেন,' হলুদ শার্টকে মনে করিয়ে দিল পিস্তলধারী।

'না, ভুলিনি। দুই ক্যান পেট্রল আনতে হবে ফিলিং স্টেশন থেকে। কে যাবে, ফ্রেড?'

পিস্তলধারী ফ্রেড বলল, 'হাতে যখন একটা পিস্তল এসেছে, তুমিই সৈকতে নিয়ে যাও রানাকে। তোমার সঙ্গে টেরেল যাক।তোমাদেরকে সৈকতে নামিয়ে দিয়ে আমি আর টাস্কি ফিলিং স্টেশন হয়ে কিসিঞ্জার অ্যাভিনিউয়ে চলে যাব।'

'ক্যান দুটো আগেই ভরে রাখা উচিত ছিল,' বলল হলুদ শার্ট। 'শহরের ভিতরে প্রতিটা ফিলিং স্টেশনে পুলিশের নজর আছে, আল কায়দা স্যাবটাজ করতে পারে, এই ভয়ে।'

'সেক্ষেত্রে শহরের বাইরে থেকে পেট্রল আনব আমরা,' বলল ফ্রেড। 'ঠিক আছে, চলো বেরোই এবার।'

'হ্যাঁ, চলো,' বলল হলুদ শার্ট। 'রানা, এদিকে তাকাও।'

তাকাচ্ছে রানা, হঠাৎ বুঝতে পারল কী যেন একটা চালাকি করা হয়েছে ওর সঙ্গে। তবে চালাকিটা ধরার মত সময় দেওয়া হলো না ওকে। ও ঘাড় ফেরাতে শুরু করেছে, এই সময় ফ্রেড তার হাতের পিস্তলটা উল্টো করে নিয়ে ওর মাথার পাশে প্রচণ্ড বেগে নামিয়ে আনল।

সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল রানা। দ্রুত এগিয়ে এসে ওকে ধরে ফেলল বেঁটে-খাটো টেরেল।

চারজন ধরাধরি করে রানাকে ফ্ল্যাট থেকে বের করে আনল। এলিভেটরে তুলে নীচে নামাতে কোন সমস্যা হলো না। পাশের গলি থেকে গাড়ি আনতে ছুটল টাস্কি। খিলানের ভিতর, মেঝেতে শুইয়ে রাখা হয়েছে রানাকে।

বড়সড় একটা মার্সিডিজ নিয়ে এল টাস্কি। তিনজন ধরাধরি করে রানাকে তুলল তাতে। গাড়ি ছেড়ে দিল টাস্কি। নির্জন সৈকতের দিকে যাচ্ছে ওরা। টাস্কি জানে কবরটা কোথায় খোড়া।

হারবারকে ডানে রেখে ছুটছে মার্সিডিজ। একটা জেলে পাড়াকে পাশ কাটাল টাস্কি। এরপর সস্তাদরের কয়েকটা হোটেল। এগুলোয় সাধারণত বেশ্যারা থাকে। তারপরেই ফাঁকা সৈকত।

সৈকতে পৌঁছে গাড়ির স্পিড একেবারে কমিয়ে আনল টাস্কি। 'হঠাৎ কবরটার কাছে যেয়ো না,' পাশের সিট থেকে টাস্কিকে পরামর্শ দিল ফ্রেড। 'আগে দেখে নাও কাছেপিঠে পুলিশ টহল দিচ্ছে কি না।'

টেরেলের সাহায্যে ব্যাক সিটে রানাকে খাড়াভাবে বসিয়ে রেখেছে হলুদ শার্ট। কিন্তু রানার অচেতন শরীর বারবার ঢলে পড়ছে-কখনও তার গায়ে, কখনও টেরেলের গায়ে।

হলুদ শার্টের ডান হাতে পিস্তল। বাঁ হাত দিয়ে রানাকে ধরে রেখেছে সে। সেই বাঁ হাত দিয়ে হঠাৎ নিজের কোমর হাতড়াতে শুরু করল সে, চেহারায় অনিশ্চিত একটা ভাব।

'কী হলো তোমার?' রানাকে একা সামলাতে হচ্ছে দেখে হলুদ শার্টকে জিজ্ঞেস করল টেরেল। 'কী খুঁজছ?'

'ছুরিটা,' এখনও নিজের কোমর হাতড়াচ্ছে হলুদ শার্ট। 'ছি, ইস! ঠিক ফ্ল্যাটে কোথাও ফেলে এসেছি!'

'সেটা তোমার এখন দরকারই বা কী?' জানতে চাইল টেরেল।

'না, মানে, এ ব্যাটা যদি সত্যি মাসুদ রানা হয় তা হলে বস্ হয়তো ছুরিটা মূল্যবান স্মৃতি হিসেবে রেখে দিতে চাইবেন...'

'তা চাইতে পারেন। সেক্ষেত্রে গোয়েনকে বলে রাখতে হবে, ছুরিটা যাতে যত্ন করে রেখে দেয়।'

গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। 'এখানেই নেমে পড়ো তোমরা,' বলল টাস্কি। 'দূরে একটা পেট্রল কার দেখতে পাচ্ছি।'

দরজা খুলে নেমে পড়ল টেরেল। চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে গাড়ির ভিতর আবার মাথা ঢোকাল সে, রানার বগলের নীচে হাত গলিয়ে টান দিচ্ছে। তাকে সাহায্য করছে হলুদ শার্ট। দু'জন মিলে গাড়ি থেকে বের করে বালিতে শোয়াল রানাকে।

জানালা দিয়ে মাথা বের করল টাস্কি, হাত তুলে ওদেরকে দেখাল কবরটা। 'ওই যে একজোড়া পামগাছ দেখতে পাচ্ছ, ওগুলোর ডান পাশে একটা ঝোপ আছে। ঝোপের ডান ধারে কবরটা। কাছাকাছি গেলেই দেখতে পাবে।'

হলুদ শার্ট আন্দাজ করল পামগাছ দুটো এখান থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে।

এরপর জানালা দিয়ে মাথা বের করল ফ্রেড। 'মনে থাকে যেন, বস্ বলেছেন কাজ সেরেই নিউ ইয়র্কে ফিরে যেতে হবে সবাইকে।'

গাড়ি ছেড়ে দিল টাস্কি।

প্রায়-অন্ধকার, নির্জন সৈকত। বালির উপর দিয়ে রানার পা ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে টেরেল। হাতে পিস্তল নিয়ে রানার মাথাটাকে অনুসরণ করছে হলুদ শার্ট।

অস্পষ্ট পামগাছের কাছাকাছি পৌঁছেছে ওরা, এই সময় পিঠের নীচে একটা নুড়ি পাথর পড়ায় ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠল হলুদ শার্ট। দাঁড়িয়ে পড়েছে, রানার হাত যাতে তার পায়ের নাগাল না পায়। 'সাবধান, টেরোল, শালার জ্ঞান ফিরে আসছে।'

ঝোপের পাশে কবরটা এখন দেখতে পাচ্ছে ওরা, একদিকে স্তূপ হয়ে আছে খুঁড়ে তোলা বালি। তার উল্টোদিকে, অর্থাৎ কবরের সমতল কিনারায় নিয়ে এসে রানার পা দুটো ছেড়ে দিল টেরোল।

'এবার লাথি মেরে ফেলে দাও নীচে', নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে টেরেলকে বুদ্ধি দিল হলুদ শার্ট। 'ভয় নেই, আমি তোমাকে কাভার দিচ্ছি।'

রানাকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে গিয়েছিল টেরেল, লাথি মারার জন্য সাবধানে এগিয়ে এল। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে সে। তবে পা তুলে লাথিটা ঠিকই মারল।

পরমুহূর্তে উল্টেপাল্টে গেল সব। লাথি খেয়ে গড়িয়ে কবরে পড়ে যাচ্ছে রানা। ওর গায়ে যেন আঠার মত আটকে গেছে টেরেলের পা, ফলে কিনারা থেকে দু'জন এক সঙ্গে খসে পড়ল নীচে।

'এই! টেরেল? এই! কী হলো?' চাপা কণ্ঠে চিৎকার জুড়ে দিল হলুদ শার্ট, খারাপ কিছু একটা আশঙ্কা করে পিছাচ্ছে সে।

ঘ্যাঁচ্ ঘ্যাঁচ্ করে টেরেলের গলায় ছুরি চালাল রানা, তারপর তার বুকের উপর সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে হলুদ শার্টের বুক লক্ষ্য করে ছুড়ে দিল ছুরিটা।

পিস্তল ছেড়ে দিয়ে দুই হাতে ছুরির হাতল ধরল হলুদ শার্ট, বাম বুক থেকে শুধু ওই হাতলটাই বেরিয়ে রয়েছে। টলছে সে, হাতে এত জোর নেই যে ছুরিটা টেনে বের করতে পারবে।

ছুটে এসে কাজটা থেকে তাকে রেহাই দিল রানা। তার হাত সরিয়ে দিয়ে হাতল ধরে হ্যাচক টান দিল। পড়ে যাচ্ছে হলুদ শার্ট, সরে গিয়ে জায়গা করে দিল রানা।

ছুরিটা বালিতে ঘষে জায়গা মত রেখে দিল ও। পিস্তলটাও কুড়াল, ওটা চলে গেল শোল্ডার হোলস্টারে। তারপর হলুদ শার্টকে টেনে এনে ফেলে দিল কবরের ভিতর।

তাড়াতাড়ি বালি চাপা দিয়ে গর্তটা ভরে ফেলল রানা, তারপর ছুটল কিসিঞ্জার অ্যাভিনিউয়ের দিকে। লেমন টাইগারের প্রতি কৃতজ্ঞ ও, তার সম্পত্তি কোনভাবে নষ্ট হতে দিতে চায় না।

কিসিঞ্জার অ্যাভিনিউয়ের এই সাততলা দালানে পঁচিশ-ত্রিশটার মত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অফিস রয়েছে। সবই ছোটখাট প্রতিষ্ঠান, মাস শেষে ঠিকমত ভাড়া দিতে পারে না। অনেক আগে সিকিউরিটি সিস্টেম বা নাইট গার্ড ছিল, এখন নেই।

একজোড়া ক্যানে দুই গ্যালন পেট্রল ধরে, সেই পেট্রল দোতলায় ঢেলে আগুন ধরালে গোটা দালান পুড়ে যাওয়ার আশঙ্কা। কোন কোন অফিস কামরায় রাতে লোকজনও থাকে, এখন যদি আগুনটা ছড়ায় একজনও তারা বাচবে না।

না বাঁচলে না বাঁচুক, রেড ব্রিগেডের ফ্রেড আর টাস্কি বিবেকের এতটুকু দংশন অনুভব করছে না। তারা তাদের বসের নির্দেশ পালন করতে এসেছে মাত্র।

দালানটির পিছনে মার্সিডিজ থামাল টাস্কি। গাড়ি থেকে নেমে রাস্তা পেরুল দু'জন। একজোড়া দালানের মাঝখানে সরু একটা প্যাসেজ দেখা যাচ্ছে, একপাশে নর্দমা। প্যাসেজ ধরে খানিকদূর এসে পাঁচিল টপকাল তারা, তারপর ছোট্ট একটা

উঠান পার হয়ে বারান্দায় উঠল, সেখান থেকে সিড়ি বেয়ে সোজা দোতলায়। টাস্কির দুই হাতে পেট্রল ভর্তি দুটো ক্যান। ফ্রেডের হাতে পিস্তল।

'টাইগার প্রাইভেট আই' লেখা দরজার কবাটে কান পাতল ফ্রেড। নিয়মিত ছন্দে নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ ভেসে এল।

'পিয়নটা বোধহয় অফিসেই ঘুমায়,' টাস্কির কানের কাছে ফিসফিস করল সে।

'এটাই শালার মস্ত অপরাধ,' জবাব দিল টাস্কি। 'এই অপরাধের শাস্তি-ঘুমের মধ্যে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা।' চাপা স্বরে খিক খিক করে হাসছে।

পকেট থেকে ইস্পাতের একটা কাঠি বের করল ফ্রেড, কী হোলে ঢুকিয়ে ঘোরাচ্ছে।

বিশ সেকেন্ড পর ক্লিক করে শব্দ হতে অন্ধকারে নিঃশব্দে হাসল ফ্রেড। হাতল ঘুরিয়ে কবাটে চাপ দিল সে। দরজা ফাঁক হতে শুরু করল, সেই সঙ্গে নিজেও ভিতরে ঢুকছে।

তার পিছু নিয়ে টাস্কিও।

'সুইচ বোর্ড বোধহয় ডান দিকের দেয়ালে,' অন্ধকার মেঝেতে ক্যান দুটো নামাবার সময় বলল টাস্কি।

ফ্রেডকে আর আলো জ্বলতে হলো না, হঠাৎ খুট করে একটা আওয়াজের সঙ্গে চোখ ধাঁধানো আলোর বন্যা বয়ে গেল কামরার ভিতর।

যতটা না আলো, তার চেয়ে সশস্ত্র রানার উপস্থিতি চমকে দিল তাদেরকে। আলোটা চোখে সয়ে আসার আগেই হাত বাড়িয়ে ফ্রেডের পিস্তলটা কেড়ে নিল রানা।

পাঁচ মিনিট পর।

ফ্রেড আর টাস্কিকে সার্চ করতে যাওয়ার মধ্যে ঝুঁকি আছে, এ কথা ভেবে বিকল্প একটা উপায় বেছে নিয়েছে রানা। ওর নির্দেশে নিজেরাই তারা সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়েছে। এই মুহূর্তে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে দু'জন, মাথার উপর হাত তুলে। পা ঝুলিয়ে ডেস্কের কিনারায় বসে আছে রানা। রেড ব্রিগেডের ধরা পড়া দুই ক্রিমিনালকে ইন্টারোগেট করছে ও।

‘সত্যি বলছ না মিথ্যে, আমি বুঝতে পারব,’ ভূমিকায় বলে নিয়েছে রানা। ‘মিথ্যে বললে শাস্তি হবে কঠিন, এমনকী মেরেও ফেলতে পারি।’

‘ওরা…ওদেরকে তুমি–?’ প্রশ্নটা শেষ করতে সাহস পেল না ফ্রেড।

হাসল রানা। ‘কেন, তোমরা জানো না, পরের জন্যে কবর খুঁড়লে কী হয়?’

‘কিন্তু…কীভাবে?’

‘আমার প্রশ্নের জবাবে মিথ্যা বলো, তা হলে তোমাদেরও অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে কীভাবে কী হয়। রানা এজেন্সির অপারেটর গিল্টি মিয়াকে কে গুলি করেছিল?

ফ্রেডের দিকে একবার তাকাতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল টাস্কি। ‘আরে, না! গিলটি মিয়া কে তাই তো আমরা জানি না!’

‘বুঝলাম, গুলিটা ফ্রেড করেছিল। কেন?’

‘সত্যি বলছি, আমি ওখানে ছিলামই না, মিনতির সুরে বলল ফ্রেড। ‘তবে আমাদের হুকুম হয়েছে যেখানে ওদেরকে দেখবে সেখানেই মারবে। বস্ বলেছেন, এই রানা এজেন্সির জন্যেই ইটালি থেকে আস্তানা গুটিয়ে নিয়ে পালাতে হয়েছে রেড ব্রিগেডকে, কাজেই।’

‘কিন্তু বব নেসটার আর ইন্ডিয়ান ছেলেট-কী যেন নাম-ওরা তো রানা এজেন্সির কেউ নয়, তা হলে ওদেরকে তোমরা মারলে কেন?’

‘এর কারণ আমরা বলতে পারব না,’ বলল ফ্রেড। ‘ওদেরকে মারার দায়িত্ব আমাদের কাউকে দেয়া হয়নি।’

‘রানা এজেন্সি নয়, রেড ব্রিগেডকে ইটালি থেকে ভাগিয়েছে ওখানকার পুলিশ, আগের কথার খেই ধরে বলল রানা।

‘তা হয়তো ঠিক, তবে পুলিশকে তথ্য আর সূত্র দিয়ে সাহায্য করেছে রানা এজেন্সি-অন্তত বসকে সেরকমই বলতে শুনেছি।’

‘যাক, নিজের অপরাধ স্বীকার করায় কিছুটা কম শাস্তি পাবে তুমি,’ বলল রানা। ‘এবার বলো, রানা এজেন্সির প্যারা সিটির শাখায় আগুন লাগায় কারা?’

পরস্পরের দিকে তাকাল তারা, তারপর মুখ খুলল টাস্কি। 'মা আর ছেলের কিরে, মানে যিশু আর মেরির দিব্যি, ওখানে আমরা আগুন লাগাইনি।'

'হুঁ। এবার পুলিশ প্রসঙ্গ। তোমরা, মানে তোমাদের বস্ রোকো কারসিয়ো এখানে আসার আগে পর্যন্ত পুলিশের সঙ্গে রানা এজেন্সির সম্পর্ক ভালই ছিল। হঠাৎ তারা রানা এজেন্সির ওপর খেপে উঠল কেন?'

মাথা নাড়ল ফ্রেড, একই সঙ্গে টাস্কিও।

'সত্যি তোমরা জানো না?'

ফ্রেড বলল, 'কই, এ-ব্যাপারে বস তো কখনও কিছু বলেননি।'

'মার্লোন বাস্কনি কে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কথা না বলে নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল দুই ইটালিয়ান-আমেরিকান।

'এটা কী রোকো কারসিয়োর ছদ্ম, মানে আরেকটা নাম?'

'আমরা জানি না,' বলল ফ্রেড। 'আগে কখনও এই নাম শুনিনি।'

'তোমাদের বসের সঙ্গে ছেলেটি কে?'

'ছেলে? কোন ছেলে?' মাথা নাড়ল ফ্রেড। 'আসলে বসের সঙ্গে সামনাসামনি কখনও দেখা হয় না আমাদের, তাই কে তার সঙ্গে আছে না আছে আমরা বলতে পারব না।'

'এই যে তোমরা আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছ না, এতে কিন্তু তোমাদের শাস্তির মাত্রা বাড়ছে। যদি জিজ্ঞেস করো কেন, তা হলে বলব—যেহেতু তোমরা অপরাধী, নরকের কীট, তাই আমার প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারাটাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এবার বলো, শার্লি ভারগাসের সঙ্গে রোকোর কী সম্পর্ক?'

দু'জন একসঙ্গে ধীরে ধীরে মাথা নাড়াল, যেন শাস্তির মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে দেখে মন খুব খারাপ। 'কী সম্পর্ক জানি না। শুধু জানি পরিচয় আছে।'

'দেখা যাচ্ছে চাইলেও তোমাদেরকে আমি বাঁচিয়ে রাখতে পারব না, ভারী গলায় বলল রানা, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'দেখো, শেষ রক্ষা হয় কি না। জর্জ ভারগাসকে চেনো তো?'

'লেখক? শার্লি ভারগাসের স্বামী? চিনি,' বলল ফ্রেড।

'ফ্রেডারেল সরকারের খুব বড় পদে জর্জ ভারগাসের এক আত্মীয় আছে, তিনি কে জানো?' জানতে চাইল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল টাস্কি। 'হ্যাঁ, জানি। বস্ বলেছেন। জর্জ ভারগাসের ছোট ভাই টনি ভারগাসই তো সিআইএ-র চিফ।'

'রোকো কি কারণে এই তথ্যটা জানাল তোমাকে?'

'আমার এক বন্ধুকে সন্দেহবশত অ্যারেস্ট করে প্যারা সিটির পুলিশ হেডকোয়াটারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল,' বলল টাস্কি। ঘন্টা তিনেক জেরা করে পুলিশ তাকে ছেড়ে দেয়। বেরিয়ে এসে। আমাকে জানায়, শার্লি ভারগাসকে পুলিশ চিফ ম্যাক্স হারপারের খাস চেম্বারে ঢুকতে দেখেছে সে। শুধু তাই নয়, চেম্বারে শার্লি ভারগাসকে ঢুকতে দেখে পুলিশ চিফ যে নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, এই দৃশ্যও দেখে এসেছে সে।

'তো পরদিন ফোনে আমি বসকে কথাটা জানাই। শুনে বস্ হেসে উঠলেন, বললেন, শার্লির স্বামী তো সিআইএ চিফ টনি ভারগাসের ভাই-কাজেই তাকে দেখে পুলিশ চিফের হাঁটু তো কাপারই কথা।'

'হুঁ। এবার সবচেয়ে জরুরি একটা প্রসঙ্গ। জবাব দিতে পারলে তোমাদেরকে এমন কী হয়তো বঁচিয়েও রাখতে পারি-মানে, প্যারা সিটি ছেড়ে পালাবার সুযোগ দিতে পারি।'

'কী প্রসঙ্গ?" ঢোক গিলে জানতে চাইল ফ্রেড।

'আমি জানতাম ম্যাক গোয়েনের ফ্লাটে লুকিয়ে আছে রোকো আর তার বডিগার্ড,' বলল রানা। সেজন্যেই ওখানে যাই আমি। কিন্তু তারা ওখানে ছিল না, ছিলে তোমরা। কাজেই যদি বলো তারা কোথায় আছে তা তোমরা জানো না, আমি বিশ্বাস করব না।'

'যিশুর কিরে, যিশুর মায়ের কিরে!' মিনতির সুরে বলল ফ্রেড। 'সত্যি আমরা জানি না! বস্ আমাদেরকে টেলিফোনে নির্দেশ দিলেন, বললেন ম্যাকের ফ্ল্যাটে ওত পেতে থাকো, হরভজন সিং ওখানে যাবে...'

টাস্কিও প্রায় কেঁদে ফেলছে। 'ঈশ্বরের দিব্যি, বস্ কোথায় আছে তা আমরা জানি না...'

আরও মিনিট দশেক জেরা করার পর রানা বলল, 'ঠিক আছে, এবার নীচে যাই চলো-দেখি কী শাস্তি দেয়া যায় তোমাদেরকে।'

'হাত নামিয়ে কাপড় পরে নিই?' আবেদনের সুরে জানতে চাইল টাস্কি।

'না। যেমন আছ তেমনি থাকো। তবে কাপড়গুলো তুলে নাও, ফ্রেড।' দরজা খুলে করিডরে বেরুল রানা। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসো। টাস্কি, ক্যান দুটো নাও।'

নির্লজ দুই অপরাধী তর্ক না করে বেরিয়ে এল করিডরে। অফিসে তালা লাগাল রানা। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামার হুকুম করল দু'জনকে।

দালানের পিছনের একটা দরজা খুলে সরু প্যাসেজে বেরুল তারা।

মূল সড়কে ট্রাফিক নেই, পথিকও নেই। মার্সিডিজটা আগের জায়গাতেই দাড়িয়ে আছে। ওটার পঞ্চাশ গজ পিছনে আরও একটা গাড়ি ছিল, সেটাও নড়েনি।

রাস্তা পার হয়ে মার্সিডিজের পাশে এসে দাঁড়াল তিনজনের ছোট দলটা। 'ক্যান আর কাপড়চোপড় জানালা দিয়ে গাড়ির সিটে রাখো,' দুই অপরাধীর পিছন থেকে হুকুম করল রানা।

ওর নির্দেশ পালন করল ফ্রেড আর টাস্কি। 'এবার বনেটে হেলান দিয়ে দাড়াও, আমার দিকে ফিরে,' বলল রানা।

'তোমরাই বলো, যে অপরাধ করেছ, তার কী শাস্তি হওয়া উচিত?' জিজ্ঞেস করল রানা, হাতের ভারী পিস্তলের মুখে পেঁচিয়ে লাগাচ্ছে একটা সাইলেন্সার।

ঢোক গিলিল ফ্রেড। তার হাঁটু কাঁপছে।

কথা বলতে চেষ্টা করে টাস্কি পারল না, তার ঠোঁট কাঁপছে। অবশেষে ফ্রেড মুখ খুলল, 'আমরা মাফ চাই...'

'হ্যাঁ,' টাস্কিও বলল, তোতলাচ্ছে, 'মা-ফ ক-করে দা-দাও...'

'না, তা হয় না,' বলল রানা। তারপর ট্রিগার টেনে দিল।

আগেই লক্ষ্য স্থির করে রেখেছিল রানা, টাস্কির ডান পায়ের হাঁটু একেবারে গুঁড়িয়ে গেল।

এক সেকেন্ড বিরতি, তারপর আবার ট্রিগার টানল।

রানার দ্বিতীয় বুলেট ফ্রেডের ডান কাঁধের প্রায় অর্ধেকটাই উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

'পরীক্ষা করে দেখতে পারো, তোমাদের আয়ু আছে কিনা,' বলল রানা, পিছু হটছে। 'গাড়িতে উঠে পালাতে চেষ্টা করো। আমি চাই মায়ামি হয়ে নিউ ইয়র্কে ফিরে যাবে তোমরা। কিন্তু খবরদার, গাড়ি থেকে কোথাও নামতে পারবে না। নামতে দেখলেই আবার গুলি করব আমি।'

গোঙাতে গোঙাতে মার্সিডিজে চড়ল ফ্রেড আর টাস্কি। টাস্কিই ড্রাইভিং সিটে বসল।

গাড়ি ছুটছে। একশো গজ পিছনে তোবড়ানো ক্যাডিলাকে রয়েছে রানা।

তিন মিনিট পর দুটো পুলিশ কার সাইরেন বাজিয়ে পাশ কাটাল ওদেরকে, কিসিঞ্জার অ্যাভিনিউয়ের দিকে যাচ্ছে। ফ্রেড আর টাস্কি সুনাগরিক নয়, কাজেই পুলিশের সাহায্য চাওয়ার উপায় নেই তাদের।

প্রথম দিকে ভালই ছুটল মার্সিডিজ। তারপর স্পিড কমে আসতে দেখল রানা। গাড়ি খানিকটা মাতলামোও করছে। সন্দেহ নেই, রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে পড়ছে টাস্কি, চোখের দৃষ্টিও সহযোগিতা করছে না।

এখন যদি তারা সত্যি বাঁচতে চায়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোন ক্লিনিক বা হাসপাতালে পৌঁছাতে হবে ওদেরকে। কিন্তু বুলেটের জখম নিয়ে সাধারণ কোন হাসপাতালে বা ক্লিনিকে গেলেই পুলিশ খবর পেয়ে যাবে। সে ঝুঁকি তারা নেবে কিনা দেখতে চাইছে রানা, দেখতে চাইছে প্যারা সিটির পুলিশ এই দুই অপরাধীকে হাতে পেয়ে অ্যারেস্ট করে কিনা।

আর যদি পুলিশের হাতে ধরা পড়তে না চায়, আন্ডারগ্রাউন্ডের কোন ডাক্তারের চেম্বারে যেতে হবে তাদেরকে। তা যেতে চাইলে তাদের প্রথম কাজ হবে রানাকে খসানো। কিন্তু রানা ওদের পিছু ছাড়তে রাজি নয়। ও চাইছে রক্তক্ষরণে মারা যাক

তারা, মারা যাক একটু ভুগে, মারা যাওয়ার আগে বুঝুক কাদের সঙ্গে লাগতে গিয়েছিল।

ফাঁকা হাইওয়েতে উঠল মার্সিডিজ। গতি এখন খুবই কম। একটা পে বুদের সামনে একবার থামল গাড়ি, পিছন থেকে উইন্ডাস্ক্রিনে এক রাউন্ড গুলি করল রানা। আবার ছুটল গাড়ি। তবে বেশি দূর যেতে পারল না।

বারবার রাস্তার কিনারায় চলে গেল মার্সিডিজ। শেষবার কিনারা থেকে গড়িয়ে নীচে নেমে গেল। শুকনো একটা ডোবায় স্থির হলো ওটা। রাস্তায় ক্যাডিলাক থামিয়ে বেশ কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল রানা। কিন্তু দরজা খুলে কাউকে বেরুতে দেখছে না।

নীচে নেমে হাতলে রুমাল জড়িয়ে ও-ই দরজা খুলে ভিতরে তাকাল। দু'জনের রক্তে ভেসে যাচ্ছে গাড়ির সামনের মেঝেটা। দু'জনের কেউই এক চুল নড়ছে না। সাবধানে তাদের পালস খুঁজল রানা।

ক্যান দুটো রয়েছে পিছনের ছিটে। গাড়ীর ভিতর পেট্রল ঢেলে দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বেলে ছুঁড়ে মারল রানা। তারপর ঢাল বেয়ে রাস্তায় উঠে এসে ক্যাডিলাকে চড়ল।

আট

ভোর পাঁচটা। দরজায় মৃদু শব্দে নক হচ্ছে। কাঁচা ঘুমটা ভেঙে গেল।

যতই কাঁচা হোক ঘুম, মুহূর্তের মধ্যে সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠেছে, বালিশের তলা থেকে পিস্তলটা নিয়ে শিকারী বিড়ালের মত ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে দরজার পাশে চলে এল রানা। 'কে?'

'আমি নেসটার বাহিনীর সদস্য,' কম বয়েসী একটা ছেলের গলা।

কী হোলে চোখ রেখে একজন ইন্ডিয়ান কিশোরকে দাড়িয়ে থাকতে দেখল রানা। পিস্তল সরিয়ে রেখে দরজা খুলে দিল ও।

বারো কি তেরো বছর বয়স হবে ছেলেটার। মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুলে কত বছর সাবান পড়েনি কে জানে। চঞ্চল চোখে চারদিকে তাকাচ্ছে। একটু হাঁপাচ্ছে ও।

ঘরের দরজা বন্ধ করে সোফা দেখিয়ে বসতে ইঙ্গিত করল রানা। 'তোমার নাম কী, খোকা?'

'জো, সার। আমি মিস্টার নেসটারের কাজ করি।'

'তুমি তার খবর জানো?'

মাথা ঝাঁকাল জো, কাঁপা শ্বাস টানল, মুঠো পাকাল নোংরা হাত দুটো।

'এখানে কী মনে করে, জো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'মো আর আমি··· আমরা ভাই।'

'মো মানে কী-?'

আবার মুঠো পাকাল জো, মাথা ঝাঁকাল।

'দুঃখিত, জো। সত্যি দুঃখিত।'

'তাতে কোন লাভ হচ্ছে না,' বলল ছেলেটা, চোখ সরু করে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'কেউ দুঃখিত হলেও আমি আমার ভাইকে ফেরত পাব না।'

'না। তুমি কী মনে করে আমার কাছে এসেছ?'

'ভাবলাম আপনার বোধহয় তথ্য দরকার।'

'কী তথ্য?'

'মিস্টার নেসটার মো আর আমাকে গোয়েনের ওপর নজর রাখতে বলেছিলেন।'

'তুমি জানো কে ওদেরকে গুলি করেছে?'

'তিনজনের একজন। কে বলতে পারব না।'

'আর কী জানো তুমি?'

গলা খাদে নামাল বাচ্চা ছেলেটা, চোখ দুটো চকচক করছে। 'তিনজনের মধ্যে দু'জন কোথায় আছে আমি জানি। মো মিস্টার নেসটারকে এই কথাটাই বলতে যায়, আর তখনই খুন করা হয় তাকে।'

'পুলিশকে জানিয়েছ, জো?'

'বাবার সঙ্গে ওরা যা করেছে, তারপর থেকে পুলিশের ছায়াও আমরা মাড়াই না।'

'কী হয়েছে তোমার বাবার?' নরম সুরে জানতে চাইল রানা।

'সামান্য একটা অপরাধের জন্যে দশ বছরের জেল দিয়ে দিল। বেরুতে এখনও পাঁচ বছর বাকি।'

'তা ওরা দু'জন এখন কোথায়, জো?'

'তারা এখন লা পাজ বারের পিছনে একটা ঘরে লুকিয়ে আছে।'

আক্ষরিক অর্থেই হাঁ হয়ে গেল রানা।

'কাল রাতে ম্যাক গোয়েনের ফ্ল্যাট ছেড়ে লা পাজে উঠেছে ওরা দু'জন,' আবার বলল জোঁ। 'ওদেরকে পৌঁছে দিয়েছে ম্যাক গোয়েন নিজে। পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকেছে ওরা। আমার ভাই হো এখন ওখানে, নজর রাখছে।'

'তোমার আরও একটা ভাই আছে?'

'হ্যা, সে-ও মিস্টার নেসটারের হয়ে কাজ করত।'

‘কিন্তু যা ঘটে গেছে, এরপর আমি চাই না তোমরা আর কারও হয়ে এ-ধরনের কাজ করো। এ-ধরনের বিপজ্জনক কাজের সঙ্গে ছোটদের জড়িয়ে পড়া উচিত নয়।’

‘আমার ভাই খুন হয়েছে, কাজেই এখন আর আমরা কারও হয়ে কাজ করার কথা ভাবছি না,’ বলল জো। ‘এখন আমরা নিজেদের হয়ে কাজ করছি।’

‘ঠিক কী বলতে চাও?’

‘আমরা ইন্ডিয়ান, সার। আমরা প্রতিশোধ গ্রহণে বিশ্বাসী।’ সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ‘যদি প্রয়োজন হয়, আমাকে আপনি লবস্টার কোর্টে পেতে পারেন। চার নম্বর, পাঁচতলার একটা কামরায় থাকি আমরা।’

‘তোমাদের মা?’

‘বাবাকে ধরে নিয়ে যাবার সময় আত্মহত্যা করে মা।’ বলল জো, কাঠের মত নির্লিপ্ত চেহারা। ‘এখন শুধু আমি আর হো রইলাম।’

‘আচ্ছা, তোমাদের হয়ে প্রতিশোধটা যদি আমি নিই?’ জিজ্ঞেস করল রানা। তা হলে কি তোমরা দুই ভাই এ-সব থেকে দূরে সরে থাকবে?’

‘একজনের প্রতিশোধ আরেকজন নিতে পারে না, সার,’ বলল জো, দরজা খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

দরজা বন্ধ করে পায়চারি শুরু করল রানা। পালের গোদাটা কোথায় আছে জানার পর আরেকটা অ্যাকশনের জন্য তৈরি হওয়ার তাগিদ অনুভব করছে ও।

তবে না, অ্যাকশন শুরু করার আগে নিশ্চিত হতে হবে জোর তথ্যটা নির্ভুল কিনা।

প্রথমে রোকো আর তার বডিগার্ড লুকিয়েছিল বোম্বোটেদের একটা দ্বীপে। তাদের সঙ্গে ওখানে দেখা করতে যেত শার্লি ভারগাস, তারপর একদিন ইয়টে তুলে হারবারে নিয়ে এল তাদেরকে। তারপর কী হলো? ম্যাক গোয়েন প্রথমে নিজের ফ্ল্যাটে জায়গা দিল তাদেরকে, তারপর এখন ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে মেক্সিকান ডোমিঙ্গো এসপাডার বার লা পাজে। কেন?

রানার মনে হচ্ছে, ম্যাডি গ্রেসের মধ্যস্থতায় ডোমিঙ্গো এসপাডার সঙ্গে একটা চুক্তি বা সমঝোতায় পৌঁছেছে ম্যাক গোয়েন। ম্যাডি গ্রেস জর্জ ভারগাসের প্রথম স্ত্রী ছিল, সেই সূত্রে গোয়েনের সঙ্গে তার পরিচয় আছে।

সমঝোতা বা চুক্তিটা এই যে মোটা টাকার বিনিময়ে রোকো আর তার বিশ্বস্ত দেহরক্ষীকে লুকিয়ে রাখতে হবে লা পাজ বারে।

টাকার যোগান, স্বভাবতই, শার্লি ভারগাস দেবে। দুর্বোধ্য ধাঁধাটা আসলে এখানেই। শার্লির মত ভাল একটা মেয়ে কী কারণে ভয়ঙ্কর দু'জন সন্ত্রাসীকে সাহায্য করছে? তাদের সঙ্গে কি রোমে পরিচয় হয়েছিল তারা? সেটা হবারই বেশি সম্ভাবনা। তারা কি শার্লিকে ব্ল্যাকমেইল করছে?

রানা সিদ্ধান্ত নিল, শার্লি ভারগাসের সঙ্গে কথা বলবে ও।

সকাল দশটার মধ্যে কাউন্টি ক্লাবে পৌঁছে গেল রানা।

ঠিক সাড়ে দশটায় লাউঞ্জে দেখা গেল শার্লিকে। হাতে টেনিস র‍্যাকেট। শর্টস আর গেঞ্জি পরে খেলার জন্য তৈরি হয়েই এসেছে। রিসেপশনে থেমে জিজ্ঞেস করল, 'মিসেস ডিউ ফন্টেন এসেছেন কিনা জানেন, মিস্টার কেনেডি?'

নিগ্রো রিসেপশনিস্ট বুড়ো মানুষ, চোখে ভাল দেখে না; চশমাটা রুমাল দিয়ে মুছে ভাল করে তাকাল, তারপর শার্লিকে চিনতে পেরে হাসি মুখে বলল, 'গুড মর্নিং, মিসেস শার্লি। মিসেস ফন্টেন তো বেশ কিছুক্ষণ হলো কোর্টে চলে গেছেন।'

'ধন্যবাদ,' বলে টেনিস কোর্টের দিকে রওনা হলো শার্লি।

লাউঞ্জ থেকে সুইমিং পুলে চলে এল রানা। মোটাসোটা টাকার কুমির আর মডেলসুলভ একহারা গড়ন নিয়ে সুন্দরী মেয়েরা সেখানে ভিড় করে আছে। কাপড় পাল্টে ঘণ্টা খানেক সাতরাল ও। গা মুছে, কাপড় পরে আবার যখন টেরেসে এসে টেনিস কোর্টে তাকাল, তখনও ননদ আর ভাবী খেলছে।

টেরেসে বেরিয়ে এসে একটা ছাতার নীচে বসল রানা। দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল একজন ওয়েটার। স্কচ, আর কোকের অর্ডার দিল ও।

'আরে, মিসটার সিং না?'

মুখ তুলে তাকাতে জর্জ ভারগাসের ম্যানেজার এবং এজেন্ট পিটার উডকককে দেখতে পেল রানা, অফ-হোয়াইট সুট পরে সহস্যে দাঁড়িয়ে আছে ওর সামনে। 'হাই, মিস্টার উডকক। স্কচ চলবে নাকি?'

বিরাট বাপু নিয়ে একটা চেয়ারে সাবধানে বসল উডকক। কী এক অদৃশ্য আকর্ষণে পাশে চলে এল ওয়েটার। জিন অর্ডার দিল উডকক। ওয়েটার চলে যেতে রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে রানার দিকে তাকাল সে। 'কাজ করছেন, তাই না?' চোখ তুলে টেনিস কোর্টের দিকে তাকাল একবার।

'তা করছি, তবে খুবই একঘেয়ে কাজ।'

'সেটা তো সুসংবাদ।' হাসল উডকক। 'প্রথম রিপোর্টটা কবে পাব?'

'আজকালের মধ্যেই। তবে এখনই আপনাকে জানিয়ে রাখছি, মার্লোন বাস্কিন নামে কোন লোককে আমরা পাইনি। তার কোন অস্তিত্বই নেই।'

মাথা ঝাঁকাল উডকক। 'আমি অবাক হচ্ছি না। চিঠিগুলো আসলে কোন পাগলের লেখা। কিন্তু মিস্টার ভারগাসকে বিশ্বাস করাতে পারিনি।' গ্লাস খালি করেই চেয়ার ছাড়ল সে। 'এবার আমাকে উঠতে হয়, মিস্টার সিং। রিপোর্ট দিন, তখন কথা হবে। চললাম।'

কোর্টে তাকিয়ে রানা দেখল খেলা শেষ করে গায়ে সোয়েটার চড়াচ্ছে ননদ আর ভাবী। ওরা আসলে যতটা না আত্মীয়, তারচেয়ে বেশি বান্ধবী হয়ে উঠেছে, বয়সের ব্যাবধান থাকা সত্ত্বেও। কথা বলতে বলতে ওর দিকে এগিয়ে এল তারা।

'আমার সঙ্গে গলা ভেজান, ডিউ?' জিজ্ঞেস করল শার্লি।

'থামতে পারছি না, লক্ষ্মীটি। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। কাল দেখা হবে তো?'

লম্বা পা ফেলে দ্রুত চলে গেল মিসেস ডিউ ফন্টেন। টেরেসে উঠে এসে একটা টেবিলে বসল শার্লি। ওয়েটার এসে অর্ডার নিয়ে গেল।

খানিক পর শার্লির টেবিলে এক বোতল শ্যাম্পেন আর একটা গ্লাস দিয়ে গেল ওয়েটার। রানা সিদ্ধান্ত নিল এখনই সময়। চেয়ার ছেড়ে সরাসরি তার টেবিলের

সামনে চলে এল ও। স্মিত হেসে বলল, 'মিসেস শার্লি, আমি হরভজন সিং। মিস্টার উডককের সঙ্গে কথা বলার সময় আপনার খেলা দেখলাম। বেশ খেলেন আপনি।'

'মিস্টার উডককের সঙ্গে পরিচয় আছে আপনার? উনি আমার স্বামীর এজেন্ট।'

'হ্যাঁ, তাকে চিনি।'

'আপনি টেনিস খেলেন?' জানতে চাইল শার্লি।

'এক-আধটু,' বলল রানা। 'আপনার সঙ্গে জরুরি আলাপ ছিল মিসেস শার্লি। আমি কি বসতে পারি?'

'দেখুন, মিস্টার...'

'হরভজন সিং,' খালি চেয়ারটায় বসে পড়ল রানা।

'দেখুন মিস্টার সিং, আপনাকে আমি চিনি না। আর অচেনা কোন মানুষকে আমি আমার টেবিলে বসতে দিতে পারি না। দুঃখিত, মিস্টার সিং, খুশি হব আপনি যদি আমাকে একা থাকতে দেন।'

'আলাপটা আমি আমার স্বার্থে নয়, মিসেস শার্লি, আপনার স্বার্থে করতে চাইছি...'

'দেখুন, আপনি যদি চলে না যান আমি কিন্তু ওয়েটারকে ডাকব!'

'আপনার স্বামী আমাকে ভাড়া করেছেন, মিসেস শার্লি,' অগত্যা বলতে হলো রানাকে। 'আপনার ওপর নজর রাখার জন্যে।'

স্থির হয়ে গেল শার্লি। মুখ থেকে সব রক্ত নেমে গেছে। ভাষা হারিয়ে তাকিয়ে আছে টেবিলের দিকে।

'পরিস্থিতিটা আরও পরিষ্কার হবে এই চিঠি দুটো পড়লে। এগুলো আপনার স্বামীর নামে লিখে পাঠানো হয়েছে। এই চিঠি পেয়েই প্রথমে রানা এজেন্সির সার্ভিস নেন তিনি, তারপর টাইগার প্রাইভেট আই-এর।' পকেট থেকে চিঠি দুটো বের করে টেবিলে রাখল রানা।

এতক্ষণে চোখ তুলল শার্লি। তার চোখ যেন সাদা কাগজে একজোড়া গর্ত। চিঠি দুটো তুলে চোখ বুলাচ্ছে সে।

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত পর ওগুলো টেবিলে নামিয়ে রাখল শার্লি। 'এগুলো আমার স্বামীর কম্পোজ করা,' বলল সে। মার্লোন বাস্কনি বাস্তব কোন চরিত্র নয়, এখন আমার স্বামী যে উপন্যাসটা লিখছেন তার গুরুত্বপূর্ণ একটা চরিত্র।'

এবার রানার স্থির হবার পালা। তবে দ্রুত নিজেকে সামলে নিল ও। 'মিসেস শার্লি, আপনি বোধহয় কোথাও ভুল করছেন।'

'এরমধ্যে ভুল হবার কিছু নেই। আমার স্বামী এই কাগজ বিদেশ থেকে আনান। চিঠিগুলো তাঁর কম্পোজ করা।'

'কিন্তু কেন?'

রানার দিকে সরাসরি তাকাল শার্লি। 'ডিটেকটিভ ভাড়া করার জন্যে একটা অজুহাত দরকার ছিল তাঁর।'

'ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার হলো না, এ বিষয়ে আপনার স্বামীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে হবে আমাকে,' বলল রানা। 'এই মুহূর্তে আমি আপনার সঙ্গে অন্য প্রসঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'মিসেস শার্লি, আজ চারদিন হলো আপনার ওপর নজর রাখছি আমি। বুঝতেই পারছেন, আপনার রহস্যময় গতিবিধি কিছু প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।'

উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে শার্লি। 'প্রশ্ন? কী প্রশ্ন?'

'দু'দিন আগে আপনার পিছু নিয়ে বোম্বেটোদের দ্বীপটায় গিয়েছিলাম আমি,' বলল রানা।

চোখ বুজল শার্লি, হাত দুটো শক্ত মুঠো হয়ে গেল।

'ওই দ্বীপে রোকো কারাসিয়োর সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। তারপর আপনি ক্রু ম্যাক গোয়েনের সাহায্য নিয়ে রোকো আর তার সঙ্গীকে দ্বীপ থেকে সরিয়ে আনেন। এই মুহূর্তে কোথায় ওরা আছে তা-ও আমি জানি।'

দু'হাতে মুখ ঢাকল শার্লি। থরথর করে কাঁপছে সে।

'এবার যে প্রশ্নগুলোর জন্ম দিয়েছেন সেগুলোর জবাব দিন, মিসেস শার্লি,' বলল রানা। 'প্রথমে বলুন, আন্তর্জাতিক একজন সন্ত্রাসীর সঙ্গে কী কারণে নিজেকে আপনি

জড়িয়েছেন। আপনি কি তার কথা শুনতে বাধ্য? সে কি আপনাকে ব্ল্যাকমেইল করছে?'

মুখ থেকে হাত সরিয়ে শার্লি জানতে চাইল, 'কী চান আপনি? কত টাকা পেলে এ-সব কথা আমার স্বামীকে আপনি রিপোর্ট করবেন না?'

হেসে ফেলল রানা। মাথা নেড়ে বলল, 'আমি ব্লাকমেইলার নই, মিসেস শার্লি। আমি আপনাকে আমার সার্ভিস অফার করছি, বলল ও। আমার সব প্রশ্নের জবাব দেবেন, সামান্য ফি দেবেন। বিনিময়ে যে-কোন বিপদ থেকে আপনাকে আমি রক্ষা করব।'

'আমি কোন বিপদের মধ্যে নেই,' বলল শার্লি। 'আমাকে কেউ ব্লাকমেইলও করছে না।'

'মানে?'

'একদিকে রেড ব্রিগেডের চিফ রোকোর সঙ্গে গোপনে মেলামেশা করছেন, আরেক দিকে প্যারা সিটির পুলিশ-চিফ ম্যাক্স হারপারের সঙ্গে দেখা করে রানা এজেন্সির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলছেন...'

'ম্যাক্স হারপার...রানা এজেন্সি...' বিড় বিড় করছে শার্লি, ভাব দেখে মনে হলো কী যেন স্মরণ করার চেষ্টা করে সফল হচ্ছে না।

'অস্বীকার করে লাভ নেই, মিসেস শার্লি,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'পুলিশ চিফ ম্যাক্স হারপারের চেম্বারে ঢুকতে দেখা গেছে আপনাকে। আপনাকে দেখে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন ভদ্রলোক। আর তার পর থেকেই পুলিশ রানা এজেন্সির বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগে...'

'ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না,' বাধা দিয়ে বলল শার্লি। 'পুলিশ চিফ মিস্টার হারপার কী কারণে আমাকে দেখে চেয়ার ছেড়ে দাড়াবেন?'

'এ-ধরনের ন্যাকামো আপনাকে কিন্তু সত্যি মানাচ্ছে না, মিসেস শার্লি,' বলল রানা। 'সিআইএ চিফ টনি ভারগাস আপনার আদরের দেওর, এটা নিশ্চয়ই ম্যাক্স হারপারের জানা আছে। তাঁর এ-ও জানা আছে, সিআইএ চিফের ভাবী যদি হুকুম

করে রানা এজেন্সির লোকজনকে হয়রানি করতে হবে, হুমকি দিতে হবে, তাদের কাজ-কর্ম অন্তত কিছু দিনের জন্যে বন্ধ করে দিতে হবে, পুলিশ সে-হুকুম বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে বাধ্য।'

'আপনার আসল পরিচয়টা কী বলুন তো?' জানতে চাইল শার্লি। 'রানা এজেন্সিকে নিয়ে একটু যেন বেশি মাথা ঘামাচ্ছেন?'

'রহস্য ভেদ করাই আমার পেশা,' বলল রানা। 'আপনি কিন্তু আমার কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন না। আমার সাহায্যের প্রস্তাবও বোধহয় গ্রহণ করছেন না?'

'আপনার সাহায্য আমি হয়তো চাইতাম, কিন্তু শর্ত জুড়ে দিয়ে আপনি আমাকে বিপদে ফেলে দিচ্ছেন।'

'শর্ত?'

'সব কথা আপনাকে বলতে হবে, সব প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।' মাথা নাড়ল শার্লি। 'সেটা সম্ভব নয়, মিস্টার সিং। 'কেন সম্ভব নয়, জিজ্ঞেস করবেন না, প্লিজ।'

'নিজের এত বড় বিপদ জেনেও আপনি কারও সাহায্য নেবেন না?' রানা সত্যি বিস্মিত। 'নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে মিস্টার জর্জ ভারগাস আপনার সম্পর্কে সব কথা জানবেন-আমিই তাঁকে জানাব।'

'আপনি বরং আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটা দিয়ে যান আমাকে, মিস্টার সিং,' মৃদু কণ্ঠে বলল শার্লি। 'কথা দিচ্ছি, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ লাখ ডলার জমা পড়বে তাতে।'

'কী যেন মিলছে না, মিসেস শার্লি, কী যেন সত্যি মিলছে না।' মাথা নাড়ছে রানা, চিন্তিত। 'আপনি আমাকে পাঁচ লাখ ডলার সাধছেন, ওদিকে আপনার প্রিয়পাত্র রোকো কারসিয়ো আমাকে দুনিয়া থেকে সরাবার জন্যে নিউ ইয়র্ক থেকে নতুন রিক্রুট আনাচ্ছে—' শার্লির প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ও।

যত বড় অভিনেত্রীই হোক, হঠাৎ এরকম বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়া সম্ভব নয়; শার্লিকে দেখে রানার মনে হলো, অন্তত এ ব্যাপারে কিছুই সে জানে না।

‘আপনি ওদের দলের কেউ বা ওদের মতই নীচ একজন অপরাধী, এটা বিশ্বাস করা সত্যি কঠিন,’ বলল রানা । ‘অথচ আপনার আচরণ- ।’ কাঁধ ঝাঁকাল ও । ‘আপনাকে নিশ্চয়ই এ-সব কাজে বাধ্য করা হচ্ছে। বেনিফিট অভ ডাউট বলে একটা ব্যাপার যখন আছে, আপনাকে আমি আরেকটা সুযোগ দিতে চাই । আগামী দু’দিন আপনার স্বামীকে বা পুলিশকে কিছুই আমি জানাচ্ছি না । এর মধ্যে আপনি যদি সিদ্ধান্ত পাল্টান, এই ঠিকানায় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন ।’ টেবিলে একটা ভিজিটিং কার্ড রেখে চলে এল ও।

জেটি আর হারবারে সবাই খুব ব্যাস্ত সময় কাটাচ্ছে। কাকড়া আর চিংড়ি নিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরে আসছে জেলেদের নৌকা । মুগ্ধ ট্যুরিস্টরা ঘন ঘন ক্যামারার শাটার টিপছে। এখজন বয়স্ক জাপানির সঙ্গে গল্প করছে মুর, নিশ্চয়ই ফাও বিয়ার পাবার তালে আছে।

ভিড় ঠেলে সাবধানে এগোচ্ছে রানা । শার্লির সঙ্গে কথা বলার পর আশঙ্কা করছে, যে-কোন মুহুর্তে হামলা হতে পারে ওর উপর। হওয়াটাই স্বাভাবিক।

শার্লির কাছ থেকে সব জানার পর রোকো আরও নিশ্চিত হবে যে হরভজন সিং-এর ছদ্মবেশে ও আসলে মাসুদ রানাই; বুঝতে পারবে চার ইটালিয়ানকে ও-ই খুন করেছে, এবং উপলব্ধি করবে ক্রমশ বেপরোয়া আর দুঃসাহসী হয়ে উঠছে ও । কাজেই লোকবল হারাবার ধাক্কাটা সামলে নিয়ে আবার হামলা চালাবে সে।

চালাক। রানাও তৈরি হয়ে আছে।

ক্র্যাব কোর্ট হয়ে লবস্টার কোর্টে যাবে, একটা গলির ভিতর ঢুকে পড়ল। কিছু দূর যেতে না যেতে পুলিশের ডিটেকটিভ চার্লি ওয়েফারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

‘হাই, মিস্টার সিং!’ ওর পথ আগলে দাঁড়াল সে।

অগত্যা থেমে দাঁড়িয়ে জোর করে একটু হাসতে হলো । ‘খবর কী, মিস্টার ওয়েফার? সব ভাল তো?’ জানতে চাইল রানা।

‘খবর ভাল নয়, মিস্টার সিং। হঠাৎ করে লোকবলের খুব অভাব দেখা দিয়েছে।’

‘কী রকম?’

‘সৈকতে কারা যেন জ্যান্ত কবর দিয়েছে দু’জন লোককে,’ বলল ওয়েফার। ‘আবার ওদিকে হাইওয়ের ধারে ডোবার মধ্যে আগুন দেয়া হয়েছে একটা গাড়িতে।’

‘ভিতরে কেউ ছিল?’

‘দু’জন। মানে, দুটো কঙ্কাল পাওয়া গেছে। প্যারা সিটি সত্যি আর বাসযোগ্য রইল না।’

‘তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনি এদিকে?’

‘নেসটার আর ইন্ডিয়ান ছেলেটার কেস আমার ঘাড়ে চেপেছে। আচ্ছা, ওদের মত নিরীহ মানুষ কী কারণে খুন হবে বলুন তো!’

‘আমি তো মিস্টার মিলানকে বলেছি–নেসটারকে খুন করা হয়েছে আক্রোশে। আর ছেলেটা দুর্ভাগ্যের শিকার।’

‘হতে পারে। তা আপনি এদিকে কী করছেন?’

‘তদন্ত,’ বলল রানা।

ওর একটা হাত ধরল ওয়েফার। ‘মিস্টার মিলানের ধারণা, রোকো প্যারা সিটিতে নেই, কিন্তু চারদিকে এতসব খুন হচ্ছে দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে। চোখ-কান খোলা রাখুন, মিস্টার সিং। আর যদি তাকে আপনি দেখতে পান...’

‘আমার তদন্তের ওটাও একটা অংশ, মিস্টার ওয়েফার, প্যারা সিটিতে থাকলে রোকোকে খুঁজে বের করা। কিন্তু অনেক তথ্যই আমার জানা নেই, তাই তদন্তটা ঠিকমত এগোচ্ছে না।’

‘যেমন-কী তথ্য?’

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। ‘এই যেমন ধরুন, রোকো যখন তার লোকজনকে দিয়ে রানা এজেন্সির বিরুদ্ধে চোরাগুপ্তা হামলা শুরু করল, ঠিক ওই সময় পুলিশের তরফ থেকেও আরম্ভ হয়ে গেল হয়রানি। এর নিশ্চয়ই একটা তাৎপর্য আছে। কী সেটা?’

নিঃশব্দে মাথা নাড়াল ডিটেকটিভ ওয়েফার। 'এর কোন তাৎপর্য নেই। ব্যাপারটা পানির মত সোজা।'

'কী রকম?'

'তবে কাকতালীয় বটে,' বলল ওয়েফার। 'ব্যাপারটা আমার চোখের সামনে ঘটেছে, তাই আমি জানি। মিসেস শার্লিকে চেনেন তো, বেস্ট সেলার লেখক জর্জ ভারগাসের স্ত্রী?'

'কেন চিনব না!'

'এ-ও নিশ্চয় জানেন যে, জর্জ ভারগাসের ভাই টনি ভারগাস সিআইএ-র চিফ?'

'হ্যাঁ, জানি।'

'এবার শুনুন কীভাবে কী ঘটেছে। মিসেস শার্লি স্বয়ং একদিন পুলিশ হেডকোয়ার্টারে হাজির হয়ে রানা এজেন্সির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বললেন, ওরা নাকি তার জীবন অতিষ্ঠা করে তুলেছে—সারাক্ষণ ফলো করছে তাকে, তার প্রাইভেসি নষ্ট করছে। ইত্যাদি। আমাদের চিফ ম্যাক্স হারপারকে তিনি এ-ও বললেন যে সিআইএ চিফ টনি ভারগাসের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হয়েছে তার। সিআইএ চিফ, অর্থাৎ তার দেওর তাকে থানার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছেন, তাতে কাজ না হলে তিনি নিজে দেখবেন।'

'তারপর?' জিজ্ঞেস করল রানা, ভাবছে শার্লি তা হলে সত্যি পুলিশ হেডকোয়ার্টারে গিয়েছিল! অথচ মিথ্যুক মহিলা অস্বীকার করেছে তার কাছে।

'আমাদের চিফ, ম্যাক্স হারপার, একটু বেশি ঘাবড়ে গিয়ে হুকুম জারি করলেন রানা এজেন্সিকে প্যারা সিটি থেকে বিদায় করো। তার পরিণতি যে ভাল হয়নি, আমরা সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। কিন্তু কার এত সাহস যে বসকে বলবে তাঁর সিদ্ধান্ত ভুল ছিল?'

'হুকুমটা দেয়ার আগে,' নরম সুরে বলল রানা, 'মিস্টার হারপার নিশ্চয়ই সিআইএ চিফের সঙ্গে আলাপ করে নিয়েছেন?'

'আরে না! বস কারও সঙ্গে কোন আলাপ করেননি! ত্রুটিটাই তো ওখানে।'

‘এমন হতে পারে যে টনি ভারগাস এ-ব্যাপারে কিছুই জানেন না।’

‘আলবত পারে!’

‘হুঁ। আপনার সঙ্গে কথা বলে একটা ব্যাপার পরিস্কার হলো,’ বলল রানা। ‘পুলিশ আর রেড ব্রিগেড রানা এজেন্সির বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিলেও, কাজটা তারা পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে করেনি।’

‘না! প্রশ্নই ওঠে না!’

‘রোকোর খোঁজ পেলে প্রথমে আপনাকেই জানাব, মিস্টার ওয়েফার। এখন চলি,’ বলে গলি ধরে হন হন করে হাঁটা ধরল রানা।

এক গলি থেকে আরেক গলি। তিনবার বাঁক নেওয়ার পরও সারাক্ষণ পিছনে একটা চোখ রেখেছে রানা। তবে না, ডিটেকটিভ ওয়েফার ওর পিছু নেয়নি।

ঠিকানা মিলিয়ে ভাঙা একটা গেট পেরুল রানা। উঠানে একদল বাচ্চা ছুটোছুটি করে খেলছে। ওকে দেখে থেমে গেল সবাই। চোখে সন্দেহ নিয়ে তাকিয়ে আছে।

একটা সিড়ি বেয়ে পাঁচতলায় উঠে এল রানা। সামনে খোলা দরজা দেখা যাচ্ছে, রেডিও বাজছে ভিতরে। পাশের দরজাটা বন্ধ। থেমে নক করল রানা।

দরজা খুলে ওকে দেখে হাসল জো। এক পাশে সরে গিয়ে জায়গা করে দিল ভিতরে ঢোকার। কামরাটা ছোট হলেও তিনটে বিছানা, একটা টেবিল, তিনটে চেয়ার দেখা যাচ্ছে। ‘কেমন আছ, জো? সব খবর ভাল তো?’ একটা চেয়ারে বসে জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়ল জো। ‘খবর ভাল না, মিস্টার সিং। আমার ভাইকে বোকা বানিয়ে ওদের দু’জনকে সরিয়ে ফেলেছে ডোমিঙ্গো এসপাডা।’

‘সরিয়ে ফেলেছে...কোথায়?’

‘তা জানতে পারলে তো হতই,’ ম্লান কণ্ঠে বলল জো।

‘কীভাবে ঘটল ব্যাপারটা?’

‘আজ সকালের দিকে কালো একটা মার্সিডিজে তোলা হয় ওদের দু’জনকে। হো তখন একটা দোরগোড়ায় ঝিমাচ্ছিল। সময় মতই চোখ মেলে সে, গাড়িতে উঠতে দেখে ওদেরকে। সেটার পিছু নিয়েও লাভ হয়নি কোন।’

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। লা পাজের উপর হো নজর রাখছে, এটা জেনে ফেলেছিল ডোমিঙ্গো এসপাডা? তা না হলে হঠাৎ রোকো আর তার সঙ্গীকে সরিয়ে ফেলবে কেন? সরালই বা কোথায়? ‘তোমার ভাই হো এখন কোথায়, জো?’

‘শহরে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, মিস্টার সিং,’ বলল জো।

‘একবার বলেছি, আবারও বলছি-এ-ধরনের বিপজ্জনক কাজ কোরো না তোমরা।’

‘আমিও, সার, আপনাকে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি—আমরা ইন্ডিয়ান, আমরা প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ি না—সেটা করতে গিয়ে প্রাণ যায় যাক।’

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা। ‘সাবধানে থেকো, জো।’

পরদিন একটু বেলা করে কাউন্টি ক্লাবে এসে মিসেস শার্লিকে কোথাও দেখল না রানা। ক্যাডিলাক রেখে হাঁটতে হাঁটতে জেটি এলাকায় ঢুকল, দেখল সাদা ইয়টটাও নেই।

বোলার্ডে বসে থাকা পিকেট মুরের সামনে এসে দাড়াল ও। ‘বিয়ার চলবে, মুর?’

তার হাসিমুখটা হাঙরের মত দেখাল। ‘কখন চলে না, মিস্টার সিং?’

টাইটানে চলে এল ওরা। গ্রাহাম দুটো বিয়ার দিয়ে গেল ওদের টেবিলে।

‘মিসেস শার্লি আজ বোধহয় বোট নিয়ে একটু আগে বেরুলেন, মুর?’

কথা না বলে ঢক ঢক করে সবটুকু বিয়ার শেষ করল মুর। গ্লাসটা নামিয়ে রাখার সময় ঠক করে আওয়াজ হলো। সঙ্গে সঙ্গে আবার সেটা ভরে দিয়ে গেল গ্রাহাম।

‘মিসেস শার্লি ঘণ্টাখানেক হলো রওনা হয়েছেন।’

‘গোয়েনের সঙ্গে?’

মাথা ঝাঁকাল মুর।

‘আর কেউ ছিল না?’

মাথা নাড়ল মুর, বিয়ার শেষ করল, তবে গ্লাসটা নামাল কোন শব্দ না করে।

‘মুর, ডোমিঙ্গো এসপাড়া সম্পর্কে জানতে চাই আমি।’

‘তা হলে প্রথমেই জেনে রাখুন, ওই লোকের কাছ থেকে সব সময় একশো হাত দূরে থাকতে হবে আপনাকে।’

‘কেন?’ জানতে চাইল রানা।

‘নেসটারের কপালে কী ঘটল দেখলেন না? এসপাড়ার ব্যাপারে বেশি আগ্রহ দেখানোর ফল। আর কিছু জানতে চাইবেন না, প্লিজ।’

এত সহজে হাল ছাড়তে রাজি নয় রানা। ‘দেখে মনে হচ্ছে খুব খিদে পেয়েছে তোমার। হ্যামবার্গার তো চলতেই পারে, কী বলো?’

অমায়িক হেসে মুর বলল, ‘শুনেছি ভারতীয়রা নাকি খুবই অতিথিপরায়ণ হয়। আপনাকে দেখে কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে।’ গ্রাহামের দিকে তাকাল সে। ‘একটা প্লেটে একজোড়া হ্যামবার্গার দাও, হে।’

হ্যামবার্গার পৌঁছাতে একটু সময় লাগল। চুপচাপ বসে আরেক গ্লাস বিয়ার শেষ করল মুর। মুখ খুলল হ্যামবার্গার শেষ হয়ে আসার সময়।

‘এসপাডা সম্পর্কে আমার একটাই কথা। লোকটার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে হবে,’ বলল সে।

‘কেন?’

‘কেন জিজ্ঞেস করবেন না, মিস্টার সিং!’ মুরের কণ্ঠস্বরই বলে দিল, এ প্রসঙ্গে আর কিছু বলবে না সে।

অন্যভাবে চেষ্টা করল রানা। ‘সেক্ষেত্রে ম্যাক গোয়েন সম্পর্কে কী জানো বলো আমাকে।’

‘আপনি তার কাছ থেকেও দূরে সরে থাকবেন, মিস্টার সিং। ওই নিগার খুব খারাপ লোক।’

‘তুমি তো ঝাল দেয়া সসেজ খুব ভালবাস। চলবে নাকি?’

'আপনি দেখছি আমার প্রতিটি দুর্বলতার কথাই জানেন, মিস্টার সিং।' ইঙ্গিতে গ্রাহামকে সসেজের অর্ডার দিল মুর।

এবারও সসেজ শেষ হয়ে আসতে মুখ খুলল সে। 'আপনি এখনও কি কেলে গোয়েন সম্পর্কে আগ্রহী, মিস্টার সিং?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'তা হলে বলেই ফেলি,' গলার আওয়াজ খাদে নামাল মুর। 'এই গোয়েন আর মিসেস ভারগাস-ম্যাডি গ্রেস-এক সময় খুব ফুর্তি করেছে। এসপাডার সঙ্গে ম্যাডির সম্পর্ক হবার আগের কথা বলছি।'

'তুমি বলতে চাইছ ভারগাসের স্ত্রী থাকার সময়ই ম্যাডি গোয়েনের সঙ্গে মেলামেশা...'

'ইয়টের ক্রু না? এরকম ঘটে।'

'তা ঘটে।' মুরকে সসেজ খেতে দেখছে রানা। 'তোমার কি মনে হয় গোয়েনের প্রতি শার্লিরও দুর্বলতা আছে?'

ভুরু কোঁচকাল মুর। 'না, সার। মিসেস শার্লি পারফেক্ট জেন্টল্ লেডি। মিথ্যে বললে নরকে পচতে হবে। মিসেস শার্লি একেবারে যাকে বলে সতী নারী।'

'হুঁ। ঠিক আছে, আরও একটা বিয়ার নাও তুমি,' বলে চেয়ার ছাড়ল রানা!

সন্ধ্যার দিকে কিসিঞ্জার অ্যাভিনিউয়ের অফিসে ফিরে এসে ভ্যানেসাকে দেখতে পেয়ে বিস্মিত হলো রানা। পাঁচটা বাজার পর এক মিনিটও অফিসে থাকে না সে। 'কী খবর, ভ্যানেসা? এখনও অফিস করছি যে?'

'বাধ্য হয়ে,' বলল ভ্যানেসা, মুখ কালো হয়ে আছে। 'এফবিআই অফিস থেকে একটা এনভেলাপ দিয়ে গেছে পিয়ন। খুব নাকি জরুরি। এই নাও।'

এনভেলাপটা ভ্যানেসার হাত থেকে নিয়ে খুলেই প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল রানা। ভিতরে একটা চিরকুট রয়েছে, আর রয়েছে একটা মেয়ের ছবি, পোর্ট্রেইট ফটোগ্রাফ। চিরকুটে লেখা হয়েছে: 'আমি আপনাকে কথা দিয়েছিলাম রোকোর স্ত্রী মিরান্ডা

কারাসিয়োর এই ফটোগ্রাফটা দেব। আমার অনুরোধ, তার খোঁজে সারাক্ষণ একটা চোখ খোলা রাখবেন আপনি। হার্ভে মিলান।'

ফটোটা চোখের সামনে তুলল রানা। চব্বিশ কি পঁচিশ বছরের একটা মেয়ে, মাথায় সোনালি চুল। চোখে তীব্র, কঠিন দৃষ্টি; সরাসরি ক্যামেরাম্যানের দিকে তাকিয়ে ছবিটা তুলেছে।

রানার সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ বয়ে যাচ্ছে। মাথার চুল সোনালি না হলে শপথ করে বলতে পারত এই মেয়ে শার্লি ছাড়া আর কেউ নয়।

কাঁপা আঙুলে একটা কলম তুলে চুলগুলোকে কালো করে দিল রানা। তারপর আবার ভাল করে মুখটার দিকে তাকাল।

এখন আর কোন সন্দেহ নেই ওর। এই মেয়েকে একাধিক হত্যাকাণ্ড আর ব্যাঙ্ক ডাকাতির অভিযোগে পুলিশ খুঁজছে। এই মেয়ে কুখ্যাত সন্ত্রাসী সংস্থা রেড ব্রিগেডের প্রধান রোকো কারসিয়োর স্ত্রী-শার্লি ভারগাস।

নয়

দৈনিক প্যারাডাইস সিটি-র লাইব্রেরি। ঘণ্টাখানেক ধরে রেকর্ডস সেকশনের ফাইল ঘাটিঘটি করার পর যা খুঁজছিল পেয়ে গেল রানা। একটা টেবিলে বসে প্রথমে ফটোগুলো পরীক্ষা করল ও।

জর্জ ভারগাস স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ, চওড়া কাঁধ, মুখটা চৌকো। মাথার চুলে, বিশেষ করে দু'ধারে, পাক ধরেছে। ধনী লোকদের মধ্যে সচরাচর যেটা দেখা যায়, জেদি একটা ভাব, যেন নিজের সাফল্যের ব্যাপারে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ।

তারপর শার্লির ফটোর দিকে মন দিল রানা। সবগুলো ফটোতেই বড় আকৃতির গাঢ় সানগ্লাস পরে আছে সে, ফলে মুখের বড় একটা অংশ আড়াল করতে তার কোন অসুবিধে হয়নি। এই ফটো দেখে রাস্তায় তাকে চেনা যাবে না।

এরপর পড়ায় মন দিল রানা। ওদের বিয়ে সংক্রান্ত বিবরণ। সাক্ষাৎকারে ভারগাস বলেছেন, শার্লির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল রোমে। প্রেম পর্বটা ছিল ঘূর্ণির মত উন্মত্ত, পরিচয় হবার ছ'মাস পর বিয়ে করে ফেলেন তারা। ওই সাক্ষাৎকারেই ভদ্রলোক জানিয়েছেন যে শার্লি অত্যন্ত লাজুক হওয়ায় বিয়ের ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে রাজি নয়, তিনিও চান না যে ওকে বিরক্ত করা হোক।

সবশেষে তারিখগুলো পরীক্ষা করল রানা। পত্রিকায় ছাপা হওয়া বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে জানা গেল, শার্লির সঙ্গে ভারগাসের পরিচয় হয়েছে আটমাস আগে। আর রানার জানা আছে, রোকোর সঙ্গে দুই বছর আগে ক্রিমিনাল অপারেশনে জড়িয়ে পড়েছিল শার্লি।

অর্থাৎ রোকোর বিবাহিতা স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও জর্জ ভারগাসকে বিয়ে করেছে মেয়েটা। বিয়েটাকে কি সে ইটালি থেকে পালাবার একটা উপায় হিসাবে দেখেছিল? আইডিয়াটা পছন্দ হলো রানার–প্রখ্যাত লেখক জর্জ ভারগাসের স্ত্রীকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী বলে কে সন্দেহ করবে?

লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে এসে ক্যাডিলাকে কিছুক্ষণ বসে থাকল রানা। কাল সকালে প্রথম কাজ, ভাবল ও, রোকোকে খুঁজে বের করা। স্ত্রী মিরান্ড ওরফে শার্লি যখন প্যারা সিটিতে আছে, তার হদিশ বের করা খুব একটা কঠিন কাজ হবে না। তবে এখন যখন নিঃসন্দেহে জানা গেছে শার্লিই সেই সন্ত্রাসী মহিলা, তাকে সামলাতে হবে খুব সাবধানে।

একটা স্যান্ডউইচ বারের সামনে থেমে কয়েকটা স্যান্ডউইচ কিনল। আবার গাড়ি ছেড়ে বাঁক নিতে যাবে, দেখল ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে ঘন ঘন হাত নেড়ে ওকে থামতে বলছে একটা বাচ্চা ছেলে।

বাঁক ঘুরে ব্রেক কষল রানা। ছুটে জানালার পাশে এসে দাঁড়াল জো। 'মিস্টার সিং, হোটেলে আপনার ফেরা উচিত হবে না, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। 'ওরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'ওরা?'

'এসপাডা আর গোয়েন,' রুদ্ধশ্বাসে বলল জো। 'আমি ওদের পিছু নিই। হোটেলটায় ঢুকাল ওরা, খানিক পর দেখলাম আপনার কামরার আলোটা একবার জ্বলেই নিভে গেল। এখনও ওখানে আছে তারা।'

প্রথমে রানা ভাবল, তা হলে কি সত্যি প্যারা সিটিতে নেই রোকো? রোকো থাকলে মাসুদ রানা বা হরভজন সিংকে খুন করার জন্য স্থানীয় কোন লোককে পাঠাবার কথা নয়, বিশেষ করে যে লোক দু'জন তাকে লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করছে।

কিংবা লোকবলের অভাব দেখা দিয়েছে রোকোর? অসম্ভব নয়।

প্যাকেট খুলে জোর করে হাতে দু' জোড়া স্যান্ডুইচ ধরিয়ে দিল রানা, বলল, 'ঠিক আছে, ধন্যবাদ, জো। ওদের ওপর নজর রাখো তুমি। ওরা চলে গেলে আমার অফিসে ফোন করে জানিয়ো।' মানিব্যাগ থেকে একশো ডলারের একটা নোট বের করে বাড়িয়ে ধরল। 'এটা রাখো, জো!'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে টাকাটা নিল জো। 'ধন্যবাদ মিস্টার সিং।' তারপর ছুটে চলে গেল সে।

অফিসে ফেরার সময় চিন্তা করছে রানা। ওর কামরায় ঢুকে অপেক্ষা করার অর্থ হোটেলে ফেরা মাত্র পিস্তলের মুখে ওকে বের করে নিয়ে যাবে–হয় সৈকতে না হয় জঙ্গলে; তারপর গুলি করে লুকিয়ে রাখবে লাশটা।

তবে রানা যেহেতু জানে তারা ওখানে অপেক্ষা করছে, একটু বুদ্ধি করলে ওর হাতে তারাই খুন হয়ে যাবে। যতই যুক্তিসিদ্ধ হোক, এরকম পাইকারি হারে খুন-খারাবির খারাপ দিকও আছে, তাই আপাতত সেটা চাইছে না রানা, বরং ভাবছে প্রথমে ওর রোকোকে ধরা উচিত। সবাই জানে কান টানলে মাথা আসে।

অফিসে ফিরে দুটো বিয়ারের সঙ্গে স্যান্ডউইচ খেল রানা, তারপর পিটার উডককেক দেওয়ার জন্য কেস রিপোর্টটা লিখে ফেলল। মিসেস শার্লিকে সতী নারী হিসাবে দেখিয়েছে ও, যে কিনা ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না।

রিপোর্টটা এনভেলাপে ভরে পিয়নকে দিয়ে একটা কুরিয়ার সার্ভিসে পাঠিয়ে দিল, আশা করা যায় আজ রাতেই পেয়ে যাবে উডকক।

কাজটা শেষ করেছে, এই সময় ফোন বাজল। রিসিভার তুলল রানা।

জো কথা বলছে। 'এই মিনিট পাঁচেক হলো আপনার হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে গেল ওরা, মিস্টার সিং। লা পাজে ফিরে যাচ্ছে।'

'ধন্যবাদ, জো। এবার যাও, বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে পড়ো গে। তোমার ভাই হো কোথায়?'

'হো লা পাজের ওপর নজর রাখছে। লোকটাকে ওরা সরিয়ে ফেললেও, ওখানকার পরিবেশ এখনও কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে আছে।'

'জো, আবার বলতে বাধ্য হচ্ছি, তোমরা কিন্তু মারাত্মক ঝুঁকি নিচ্ছ...'

'সাবধান করে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ, মিস্টার সিং,' রানাকে থামিয়ে দিয়ে বলল জো, তারপর ওকে অবাক করে দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল।

হোটেলে ওর জন্য কেউ অপেক্ষা করছে না জানার পরও রানা সিদ্ধান্ত নিল, একান্ত প্রয়োজন না হলে ওখানে আর ফিরবে না ও। রাতটা অন্য কোন হোটেল বা সেফ হাউসে কাটাবে।

পরদিন সকালে অফিসে বসে ভ্যানেসার সঙ্গে গল্প করছে রানা, ওর টেবিলের ফোনটা বেজে উঠল। রিসিভার তুলল ও।

'মিস্টার হরভজন সিংকে দিন, প্লিজ,' মিষ্টি, মার্জিত একটা নারী কণ্ঠ।

'কে তাকে চাইছেন?'

'পিটার উডকক।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, বলল রানা। 'হরভজন সিং বলছি।'

'গুড মর্নিং, মিস্টার সিং,' অপরপ্রান্ত থেকে এবার জর্জ ভারগাসের ম্যানেজার উডককের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'গুড মর্নিং। বলুন কী দরকার।'

'মিস্টার সিং, আপনার রিপোর্টটা মিস্টার ভারগাসকে কাল রাতেই দিয়েছি আমি। পড়ে খুব খুশিও হয়েছেন, তবে ব্যক্তিগত ভাবে তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।'

'কী বিষয়ে?'

'তা তো কিছু বলেননি তিনি। বলেছেন আজ যে-কোন সময় একবার যদি আপনি আসেন, কৃতজ্ঞ বোধ করবেন।'

হঠাৎ কৌতুহল বোধ করল রানা। 'ঠিক আছে। এখনই ভাল সময়। আমি আসছি।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার সিং।'

নটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে প্যারাডাইস লারগো এস্টেট-এর পোল ব্যারিয়ারের সামনে গাড়ি থামাল রানা। কাঠের তৈরি গার্ড হাউস থেকে বেরিয়ে এল গার্ড, রানার দিকে রাজকীয় ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে।

লোকটাকে খুঁটিয়ে দেখছে রানা। ওর নাম মাইকেল স্কট। শরীরটা প্রকাণ্ড, মুখটা প্রায় টকটকে লাল, বয়স পঞ্চাশ। কাঁধ দেখে মনে হতে পারে ভারোত্তলক, আবার বিশাল বাপু যেন বলতে চায় কুস্তিগির। সব মিলিয়ে তাকে ভীতিকর মনে হলেও, লোকটা আসলে সরল আর গপ্পোবাজ। রানার তার সম্পর্কে এত কথা জানার কারণ হলো, প্যারাডাইস লারগোর নিরাপত্তার সমস্ত দায়িত্ব রানা এজেন্সি পালন করে; সেই সূত্রে মাইকেল স্কট রানা এজেন্সির একজন কর্মচারী।

তবে রানা তাকে নিজের পরিচয় দেবে না। পরিচয় না দিয়েও সহযোগিতা পাবার ব্যবস্থা করা যায়। বিশেষ একটা কোড আছে, শুধু জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহার করার নিয়ম।

'কে আপনি? কোথায় যাবেন?' ভারী গলায় জানতে চাইল গার্ড।

'হাই, স্কট!' বলল রানা।

'জী? আপনাকে আমি চিনি, মিস্টার...?'

'হরভজন সিং,' বলল রানা। তারপর মাথা নাড়ল। 'তুমি আমাকে চেনো না, তবে তোমাকে আমি চিনি। এই, তোমার যমজ ছেলেরা কেমন আছে?'

রানার শেষ বাক্যটা আসলে কোড, স্কট আসলে বিয়েই করেনি।

হাঁ করে দু'সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল স্কট। 'জী, ভাল আছে-দু'জনেই খুব ভাল আছে, জবাব দিল সে, ওই কোডেই। 'তা এখানে কী মনে করে, মিস্টার হরভজন সিং?'

'এসেছি তোমাদের মিস্টার জর্জ ভারগাসের কাছে। দশটায় তাঁর সঙ্গে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

'ওহ, মিস্টার ভারগাস! ঠিক আছে, একটু অপেক্ষা করুন, মিস্টার সিং; চেক করছি আমি।'

'আবার চেক করতে হবে কেন? পোলটা সরিয়ে আমাকে ঢুকতে দাও।'

মাথা নাড়ল স্কট। 'শুনুন, সার, গোটা ফ্লোরিডার মধ্যে এই লারগো সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। চেক না করে তার অ্যাপিয়েন্টমেন্ট ছাড়া কাউকে আমরা ভেতরে ঢুকতে দিই না। হয়তো আপনিই অফিসে রিপোর্ট করে দেবেন যে আমি চেক করিনি, অমনি এজেন্সির চাকরিটা চলে যাবে আমার।'

'তার মানে কি এখানকার বাসিন্দাদেরও চেক করে তুমি?'

'তার আসলে দরকার হয় না, কারণ তাদের সবার চেহারা চিনি আমি, গাড়ির নাম্বার জানি।'

গার্ড হাউস থেকে ঘুরে এল স্কট। 'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' বলে তুলে দিল পোলটা। 'বাঁ দিকের প্রথম অ্যাভিনিউ ধরে এগোবেন। ডান দিকের তৃতীয় গেট দিয়ে ঢুকবেন। গেটে টিভি স্ক্যানার আছে। গাড়ি থেকে নেমে ওটার সামনে ড্রাইভিং লাইসেন্সটা

ধরবেন। বাড়িতে পৌঁছে লাল বোতামে চাপ দিয়ে অপেক্ষা করবেন। বাটলার এসে ভেতরে নিয়ে যাবে আপনাকে।'

তার দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করে এগেল রানা। অবশেষে পনেরো ফুট উঁচু ওক কাঠের নিরেট একটা গেটের সামনে গাড়ি থামাল। গাড়ি থেকে নেমে যা-যা করার করল সব, গেট খুলে যেতে আবার গাড়ি ছোটাল-ড্রাইভওয়ের দু'পাশে সারি সারি ইউক্যালিপটাস।

র‍্যাঞ্চ ধাঁচের বাড়ি। লাল বোতামে চাপ দিতেই খুলল দরজা। ধবধবে সাদা সুট পরা একজন নিগ্রো লোক সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। একটা রোলসরয়েসের পাশে তোবড়ানো ক্যাডিলাক থামিয়ে নীচে নামল রানা। তিনটে ধাপ টপকে দরজার কাছে পৌঁছাল।

মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল নিগ্রো। তারপর ইঙ্গিতে পিছু নিতে বলল।

লবিটা কমলা আর বাদামী রঙে সাজানো। তারপর একটা করিডর পেরুতে হলো। ভিতরের ছোট একটা উঠানে চলে এল ওরা, মাঝখানে মার্বেল পাথরের ফোয়ারা; ফোয়ারার পাশে আরামকেদেরা আর ইজিচেয়ার ফেলা হয়েছে। ওগুলোকে পাশ কাটিয়ে একটা প্যাসেজে ঢুকাল ওরা। দরজাটা শেষ মাথায়। মৃদু নক করে নিগ্রো বলল, 'মিস্টার সিং, সার।' তারপর ভিতরে ঢোকার ইঙ্গিত করল রানাকে।

'আসুন, মিস্টার সিং, আসুন,' ভরাট কণ্ঠস্বর শুনতে পেল পেল রানা।

শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত বিশাল একটা কামরার ভিতর ঢুকল রানা।

দুই সেট করে বড় আকৃতির সোফা আর সেটি দেখা যাচ্ছে; চেয়ার, ডেস্ক, টেবিলও অনেকগুলো; মেঝেতে সম্ভবত ইরানি কর্পেট। ছোট একটা টেবিলে আইবিএম কমপিউটার।

জর্জ ভারগাস বসে আছেন বড় একটা ডেস্কের পিছনে। ফটোর সঙ্গে সবটুকুই তার মেলে। ভারী শরীর, চৌকো মুখ। চেয়ার ছেড়ে উঠে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। 'কষ্ট করে এসেছেন, সেজন্য সত্যি আমি খুশি, মিস্টার সিং।'

তার হাতটা ধরে ঝাঁকাল রানা। উত্তরে শুধু একটু হাসল। ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখালেন ভারগাস। 'কফি? হুইস্কি? সিগার?'

মাথা নাড়ল রানা। 'ধন্যবাদ, মিস্টার ভারগাস।'

'আপনার রিপোর্ট পড়লাম।' ডেস্কে পড়ে থাকা ফোল্ডারে টোকা দিলেন জর্জ ভারগাস। বাজি ধরে বলতে পারি, আপনার কোন ধারণা নেই কী কারণে আমি আমার স্ত্রীর ওপর নজর রাখতে বলেছিলাম।'

তাঁর দিকে সরাসরি তাকাল রানা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামান্য কাঠিন্যও হয়তো আছে। 'তাতে আপনি বোধহয় হারবেন, মিস্টার ভারগাস। আপনি একটা বই লিখছেন। ওটার জন্য বাস্তব বা অথেনটিক মাল-মশলা দরকার আপনার। তাই নিজেই নোংরা কিছু চিঠি লিখে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য ম্যানেজারকে নির্দেশ দেন, আমরা যাতে আপনার স্ত্রীর ওপর নজর রাখি। সবশেষে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, একজন বেসরকারী গোয়েন্দা বা প্রাইভেট আই কেমন হয় দেখার শখ মেটাতে।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন ভারগাস, তারপর মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে হেসে উঠলেন। তাঁর প্রাণ খোলা এই হাসিটা ভাল লাগল রানার। 'ওহ, ফর গড'স সেক! অথচ ভাবছিলাম কী স্মার্ট আমি। আপনি বুঝলেন কীভাবে?'

রানা আর বলল না যে আপনার কুখ্যাত সন্ত্রাসী স্ত্রী থেকে জেনেছি; মৃদু হেসে চুপ করে থাকল।

'আপনি একদম ঠিক ধরেছেন, মিস্টার সিং। একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি কীভাবে কাজ করে, এটা না জানা পর্যন্ত আমার থট প্রসেস অচল হয়ে পড়েছিল। আপনার রিপোর্ট জ্যামটা ছুটিয়ে দিয়েছে। ব্যাপারটা আমার কাছে আরও খোলাসা হবে আপনি যদি দয়া করে এবার নিজের সম্পর্কে দু'চার কথা বলেন। তাতে বইটা শেষ করতে আমার খুবই সুবিধে হবে।'

'হ্যা, ঠিক আছে,' বলে নিজের সম্পর্কে, অর্থাৎ একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ সাধারণত কেমন হয়, তার সম্ভাব্য লাইফস্টাইল, কাজের কৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে দশ

মিনিট বলে গেল রানা। মাঝে মধ্যে ওকে থামিয়ে দিয়ে দু'একটা প্রশ্ন করলেন ভারগাস। সে-সব যথেষ্ট বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন।

অবশেষে সন্তুষ্টচিত্তে মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস্টার সিং। ঠিক যা দরকার ছিল, তাই পেলাম। বিশ্বাস করুন, আপনার রিপোর্ট শুধু আমাকে বই লিখতে সাহায্য করছে না, আমার ব্যক্তিগত জীবনেও মূল্যবান অবদান রাখছে।'

'তাই?' হতভম্ব ভাবটা গোপন করছে রানা।

'আমার গল্প একটা কম বয়েসী মেয়েকে ঘিরে, যার সঙ্গে বয়স্ক একজন সার্জেনের বিয়ে হয়েছে,' বললেন ভারগাস। 'ভদ্রলোক স্ত্রী সম্পর্কে নোংরা চিঠি পান, তাই বাধ্য হয়ে তার ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করেছেন। ডিটেকটিভ যে রিপোর্ট দিলেন তার সঙ্গে আপনার রিপোর্টের মিল আছে। সার্জেনের স্ত্রী নির্মল, পবিত্র আর নিঃসঙ্গ জীবন কাটায়। আমার স্ত্রীকে গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করি এই কারণে যে আমি নিশ্চিতভাবে জানতাম সে-ও নির্মল, পবিত্র আর নিঃসঙ্গ।' হাসলেন তিনি। 'আমি আসলে কোন ঝুঁকি নেইনি। আগে থেকেই জানতাম আপনি ঠিক এরকম একটা রিপোর্ট করবেন।'

অন্যদিকে তাকাল রানা। একদিকে রোকোর হদিশ জানা নেই, আরেকদিকে পুলিশকে কিছু জানানো যাচ্ছে না, তাই গোটা ব্যাপারটা একা সামলাতে হবে ওকে। এই পরিস্থিতিতে জর্জ ভারগাস যে বোকার স্বর্গে বাস করছেন, আপাতত এটা তাকে জানাবার কোন সুযোগ নেই ওর।

'আমি সত্যি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ, মিস্টার সিং,' বলে চলেছেন ভারগাস। 'আসলে উপলব্ধি করতে পারিনি এদিকে আমি যখন বই লেখায় ব্যস্ত, ওদিকে আমার স্ত্রী কী সাংঘাতিক নিঃসঙ্গতায় ভুগছে। এটা এখন সংশোধন করা যাবে।'

'এবার আমার একটা কৌতূহল মেটান, মিস্টার ভারগাস,' বলল রানা? 'আপনি কি নির্দিষ্ট একটা এজেন্সিকে কাজটা দিতে চেয়েছিলেন?

'ঠিক তা নয়। তবে মিস্টার উডকক মনে হয় রানা এজেন্সির নামটা একবার বলেছিলেন। কেন বলুন তো?'

‘আপনি কি জানেন, রানা এজেন্সির ওপর সন্ত্রাসীদের হামলা হয়েছে? এমনকী পুলিশ পর্যন্ত অযথা হয়রানি করেছে ওদেরকে?’

এই সময় মৃদু শব্দে ফোনটা বেজে উঠল।

‘হামলা হয়েছে…পুলিশী হয়রানি…না তো!’ বিমূঢ় দেখাল লেখক মহোদয়কে। ফোনটার দিকে একবার তাকালেন, তবে রিসিভার তুললেন না। ‘কেউ আমাকে বললে তো জানব! কেন, কী কারণ?’

ভদ্রলোক ফোন না ধরায় অস্বস্তিবোধ করছে রানা। ‘কেন বা কী কারণ তা স্পষ্ট নয়,’ বলল ও, ভাবছে জর্জ ভারগাসের ভূমিকা আরও পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তাকে যতটা পারা যায় অন্ধকারেই রাখতে হবে। আপনি বোধহয় এ-ও জানেন না রানা এজেন্সি শহর ছেড়ে চলে যাবার পর কাজটা আমাদেরকে দেয়া হয়?’

ফোনটা আরেকবার দেখে নিয়ে রানার দিকে ফিরলেন জর্জ ভারগাস। মাথা নাড়লেন, ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠছে। ‘প্রসঙ্গটা তোলার মধ্যে কী যেন…নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে, সেটা কী বলুন তো?’

রানা হাসল না, ওর কণ্ঠস্বর আরও বরং ঠাণ্ডা শোনাল। ‘আপনার প্রশ্নের উত্তর শুধু একভাবে দিতে পারি আমি, মিস্টার ভারগাস-আরেকটার প্রশ্নের মাধ্যমে।’

‘বেশ, শুনি।’ গভীর দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকালেন ভদ্রলোক।

‘একবার খোঁজ নেয়া দরকার না, আপনার কথা বলে ভাই সিআইএ চিফকে দিয়ে কেউ অন্যায় কোন কাজ করিয়ে নিচ্ছে কি না?’ চেয়ার ছাড়ল রানা। ‘গুডবাই,’ বলে ঘুরে দাঁড়াল ও।

দরজার দিকে এগোচ্ছে, শুনতে পেল ক্রেডল থেকে ফোনের রিসিভার তুলে ভারগাস কথা বলছেন, ‘হ্যালো?…ইয়েস…ইয়েস…মিস্টার সিং, আপনার ফোন!’

দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়াল রানা। ব্যাপারটা অসম্ভব না? ভাবছে ও। ওর কোন ফোন এখানে কেন আসবে, কীভাবে আসবে?

‘তা কী করে হয়!’ ডেস্কের সামনে ফিরে এসে দাঁড়াল রানা। ‘এখানে কে আমাকে ফোন করবো?’

ওর দিকে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন জর্জ ভারগাস। 'অফিস থেকে, আপনার সহকারিণী।' রিসিভারটা রানাকে দিয়ে ডেস্ক ঘুরে দরজার দিকে এগোলেন ভদ্রলোক।

'ভ্যানেসা?' রিসিভারে জিজ্ঞেস করল রানা।

'শোনো, রানা,' ভ্যানেসার গলা চিনতে পারল রানা। 'তিন মিনিট আগে অফিসে তোমার একটা ফোন এসেছিল। খুব নাকি জরুরি। মায়ামি থেকে শাওন জানিয়েছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে তোমাকে।'

'ঠিক আছে, ধন্যবাদ,' বলে রিসিভার রেখে দিল রানা। খালি কামরার ভিতর এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ও। খুব জরুরি একটা ব্যাপারই শাওন ওকে জানাতে চাইতে পারে।

কোমায় থাকা অবস্থায় মারা গেছে গিল্টি মিয়া।

প্যারাডাইস লারগো থেকে বেরিয়ে এসে প্রথম যে টেলিফোন বুদটা দেখল সেখান থেকেই যোগাযোগ করল রানা শাওনের নম্বরে।

'আমি রানা,' জানাল ও। 'বলো।'

'মাসুদ ভাই, গিল্টি মিয়ার জ্ঞান ফিরেছে,' বলল শাওন, গলার আওয়াজ শুনে বোঝা গেল আনন্দে আতাহারা সে।

রানারও পরম শান্তি লাগছে। 'এখন কেমন আছে সে?'

'ভালই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু উনি বলছেন, কী একটা জরুরি তথ্য আছে তার কাছে, সেটা সরাসরি আপনাকে বলতে চান...'

'জরুরি তথ্য?'

'শুধু আপনাকে বলবেন,' জানাল শাওন। 'তিনি নাকি চিনতে পেরেছেন কে তাকে গুলি করেছে।'

'তাই নাকি? ঠিক আছে, আসছি আমি।'

বুদ থেকে বেরিয়ে এসে ক্যাডিলাকে চড়ল রানা। গাড়ি ছুটল মায়ামির দিকে।

দশ

ছয়দিন পর প্যারা সিটিতে ফিরছে রানা।

এই কদিন শরীরটার উপর দিয়ে অত্যন্ত ধকল গেল; একটা রাতও ভাল করে ঘুমাতে পারেনি, মনটাও ছিল উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় অস্থির।

মায়ামির সি বিচ কমফোর্ট হাসপাতালে জ্ঞান ফিরে আসার পর সুস্থই ছিল গিলটি মিয়া। ডাক্তাররা তাকে বেশি কথা বলতে দিতে আপত্তি করলেও, তাদের কথায় কান না দিয়ে নিজের গুলি খাওয়ার ঘটনাটার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে সে রানাকে।

একটা ভাড়া করা বোট নিয়ে জর্জ ভারগাসের ইয়টকে অনুসরন করছিল গিলটি মিয়া। ইয়টে চখন ছিল গোয়েন আর মিসেস শার্লি ছাড়া কেউ ছিল না। খোলা সাগরে পৌঁছানোর ঠিক আগে ইয়টটা একটা বৃত্ত তৈরি করে তার বোট লক্ষ্য করে ছুটে আসে। আশপাশে আর কোন জলযান ছিল না, কাজেই গোয়েনের সাহস খুব বেড়ে যায়। গিলটি মিয়ার বোটের উপর দিয়ে ইয়ট চালাবার চেষ্টা করে সে।

আন্তরক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে গিল্টি মিয়া। বারবার ইয়টটাকে ফাঁকি দিয়ে বোট সরিয়ে নেয় সে। তারপর একসময় হাতে একটা পিস্তল নিয়ে ডেকে বেরিয়ে আসে শার্লি ভারগাস। মাত্র হাত দশেক দূর থেকে গিলটি মিয়াকে গুলি করে সে।

গুলি খেয়ে ছিটকে সাগরে পড়ে যায় গিল্টি মিয়া। ইয়ট নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায় গোয়েন। কোন রকমে ভেসে ছিল সে, দশ মিনিট পর একটা ইঞ্জিনচালিত জেলে নৌকা থেকে মাঝিরা দেখতে পায় ওকে।

অসুস্থ মানুষ, তাই গিল্টি মিয়াকে রানা আর মিসেস শার্লির আসল পরিচয় বলেনি।

রানাকে যা বলার ছিল বলা শেষ হয়েছে, তারপরই গিল্টি মিয়ার বুকে ব্যথা শুরু হলো। ব্যথাটা ক্রমশ বাড়ল, সেই সঙ্গে খুব ঘাম হচ্ছে। কেবিন থেকে সবাইকে বের করে দিয়ে নার্স আর ডাক্তাররা ব্যস্ত হয়ে উঠল তাদের রোগীকে নিয়ে।

লক্ষণ দেখে আগেই বোঝা গিয়েছিল, পরীক্ষায় ধরা পড়ল গিল্টি মিয়ার হার্ট অ্যাটাক করেছে। সব মিলিয়ে চারটে ব্লক, তার মধ্যে দুটো শতকরা প্রায় একশো ভাগ; অর্থাৎ বাই পাস করানোর জন্য বুক না খুলে উপায় নেই।

কিন্তু তা কী করে সম্ভব! মাত্র কদিন আগে না অপারেশন করে তার বুক থেকে একটা বুলেট বের করা হয়েছে!

প্রথম আটচল্লিশ ঘণ্টা কৃত্রিমভাবে হার্টটাকে সচল রাখার চেষ্টা করা হলো। সেটা ব্যর্থ হতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে ডাক্তাররা পরামর্শ দিলেন রোগীকে নিউ ইয়র্কের হার্ট ফাউন্ডেশনে নিয়ে যাওয়া হোক-ওপেন হার্ট সার্জারি যদি করতেই হয়, ওখানকার বিশেষজ্ঞরা করবেন।

কিন্তু এরকম মুমূর্ষু একজন রোগীকে কোথাও সরাতে হলে লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমসহ সরাতে হবে, তা না হলে কয়েক মিনিটের মধ্যে মারা যাবে সে।

রানার নির্দেশে একটা ফ্লাইং হসপিটাল ভাড়া করা হলো। ডাক্তার আর নার্স সহ গিল্টি মিয়াকে নিয়ে নিউ ইয়র্কে চলে এল ও। এখানেও তাকে নিয়ে চলল যমে-মানুষে টানাটানি। তবে জয় হলো আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের, অর্থাৎ মানুষেরই। গিল্টি মিয়ার বাই পাস সার্জারি সফল হয়েছে। হাসপাতালের বিছানায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে সে।

প্যারা সিটিতে ফিরে এল মাসুদ রানা ওরফে হরভজন সিং। এই ছয়দিন এখানে কী ঘটেছে না ঘটেছে কিছুই ওর জানা নেই। এমন হতে পারে রোকো কারাসিয়ো অন্য কোন শহরে পালিয়ে গেছে। কিংবা হার্ভে মিলান হয়তো মিসেস শার্লির আসল পরিচয় জেনে ফেলেছে।

খুব তাড়াতাড়ি সব খবর পেতে হলে জেটিতে গিয়ে পিকেট মুরকে বিয়ার খাওয়াতে হয়। সেই বোলার্ডের উপরই তাকে পেল রানা, খালি একটা ক্যান নাড়াচাড়া করছে। ও শুধু বলেছে, 'এদিকে কদিন আমার আসা হয়নি, সব খবর ভাল তো, মুর?' অমনি হাতের ক্যান ছুঁড়ে পানিতে ফেলে দিল সে, বোলার্ড ছেড়ে রওনা হলো টাইটান বারের দিকে।

টেবিলে বসতে না বসতে মুরের জন্য বিয়ার নিয়ে এল গ্রাহাম। রানা নিজে কিছু নিচ্ছে না।

ঢাক ঢক করে খালি করে গ্লাসটা সশব্দে টেবিলে রাখল মুর। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে আবার সেটা ভরে দিল গ্রাহাম।

'এবার বলো, মুর। এদিকের খবর কী?'

'খবর হলো, শহরটা পচে গেছে,' বলল মুর। 'বলা হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট, কিন্তু আসলে কী ঘটেছে তা হয়তো কোনদিনই জানা যাবে না।

'অ্যাক্সিডেন্ট, মুর? কে আবার অ্যাক্সিডেন্ট করল?'

'ডিউ ফন্টেন।'

কেঁপে উঠল রানা। 'মিস্টার ভারগাসের বোন? অ্যাটর্নি ভদ্রলোকের স্ত্রী?'

'হ্যাঁ। মাতাল এক ড্রাইভারের কাণ্ড,' বলে হাতের গ্লাসটা টেবিলে ঠুকল মুর। ছুটে এল গ্রাহাম। 'পরশুর ঘটনা। ভদ্রমহিলা তার গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলেন, এই সময় মাতালটার গাড়ি হঠাৎ কোত্থেকে এসে ধাক্কা দেয় তাঁকে। দু'জন প্রত্যক্ষদর্শী আছে। তারা বলছে, গাড়িটা খেপা ষাঁড়ের মত পাগলামি করছিল।'

শিরদাঁড়ায় ঠাণ্ডা শিহরণ অনুভব করছে রানা। 'আঘাত গুরুতর?'

'হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথে মারা গেছেন।'

'কী আশ্চর্য! ড্রাইভার ধরা পড়েছে?'

'কী করে ধরা পড়বে?' বিয়ারের আরেকটা গ্লাস খালি করছে মুর। 'প্রত্যক্ষদর্শীদের কেউই গাড়ির নম্বর টুকে রাখেনি। একজন বলছে গাড়িটা ছিল নীল, আরেকজন বলছে সবুজ।'

শার্লির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করত, সেজন্যই কি মরতে হলো ননদ ডিউ ফন্টেনকে? চেয়ার ছাড়ার সময় ভাবছে রানা।

টেবিলে আওয়াজ করল মুর। 'আরেকটা খবর হলো, হারবার থেকে কাল ইন্ডিয়ান ছেলেটাকে তুলেছে ওরা।'

হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে ওঠায় বুকে জোর একটা ধাক্কা খেল রানা। 'ইন্ডিয়ান ছেলে? কে?'

'জেট এলাকায় যারা ঘুরে বেড়ায় তাদের একজন,' বলল মুর, গ্রাহাম আসতে দেরি করছে দেখে চেহারায় বিরক্তি ফুটে উঠল। সবাই বলছে, পিছলে পড়ে যাবার সময় মাথায় চোট পায়, তাতেই মারা গেছে।'

'ছেলেটার নাম জানো, মুর?'

'লবস্টার কোর্টের ওদিকে কোথাও থাকত,' বলল মুর। 'নাম...হো।'

'কবেকার কথা এটা?'

'কাল রাতের।'

'ধন্যবাদ, মুর।' বিল মিটিয়ে দিয়ে টাইটান বার থেকে বেরিয়ে এল রানা, জেটি এলাকার বাইরে রেখে আসা ক্যাডিলাকের দিকে ফিরছে। গবেষণা করার দরকার নেই, এমনিতেই বোঝা যায়। ভারগাসের বোন ডিউ ফন্টেন আর হো'র মৃত্যুর সঙ্গে রোকো আর শার্লির সম্পর্ক আছে। ডিউয়ের হয়তো সন্দেহ হচ্ছিল যে শার্লিকে দেখে যা মনে হয় আসলে তা সে নয়। একে আত্মীয়া, তার উপর পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী হয়ে উঠেছিল। শার্লির মুখোশ হয়তো অসাবধানতাবশত খসে পড়ে। ডিউ ফন্টেন শার্লির পরিচয় ফাঁস করে দেবে, রোকোর মনে এরকম কোন সন্দেহ জাগলে এতটুকু দ্বিধা না করে তাকে খুন করবে সে।

জো'কে রানা বিপদ থেকে দূরে সরে থাকতে বলেছিল, কিন্তু জেদি ছেলেটা কথাটা গুরুত্বের সঙ্গে নেয়নি-নিশ্চয়ই এসপাডার উপর নজর রাখার জন্য ছোট ভাইটাকে পাঠিয়েছিল সে।

জো এখন কোথায়?

গাড়ি নিয়ে লবস্টার কোর্টে চলে এল রানা। উঠানটায় আজও কয়েকটা ছেলে খেলছে। 'হাই মিস্টার!' বলে তাদের একজন ডাকল ওকে।

দাঁড়াল রানা। ছেলেটা, আট কি নয় বছর বয়স হবে, ছুটে ওর সামনে চলে এল। 'জোর কাছে এসেছেন তো? সে নেই।'

'নেই মানে?'

'নেই মানে বাস ধরে কি ওয়েস্টে চলে গেছে। কবে ফিরবে, কোনদিন ফিরবে কিনা, কিছুই বলে যায়নি।'

'তবু, যদি সে ফেরে, আমার এই ফোন নম্বরটা তাকে দিয়ো, বলে ওর হোটেলের ফোন নম্বর একটা কাগজে লিখে ছেলেটার হাতে ধরিয়ে দিল রানা, কাগজের ভাঁজে বিশ ডলারের একটা নোটও দিয়েছে।

ডেস্কে একটা চিঠি পড়ে আছে, পায়ের আওয়াজ শুনে সেটা থেকে চোখ তুলে তাকাল ভ্যানেসা।

'হাই, ভ্যানেসা।' দরজা ঠেলে কিসিঞ্জার অ্যাভিনিউয়ের অফিসে ঢুকল রানা। 'কেমন আছ?'

'এই কদিন তুমি ছিলে কোথায়?'

'জরুরি একটা কাজে শহরের বাইরে যেতে হয়েছিল,' বলল রানা। 'এদিকের খবর বলো।'

'এই চিঠি ছাড়া আর কোন খবর নেই।' সারাদিন নিজের মেকআপ ঠিক করা আর বান্ধবীদের সঙ্গে প্রেম-ভালবাসা নিয়ে গবেষণা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই ভ্যানেসার।

'কার চিঠি ওটা?'

‘একজন ক্লায়েন্টের। মিস্টার ড্যানিয়েল হেরিংটনের। ভদ্রলোকের একজন সিকিউরিটি গার্ড দরকার।

ড্যানিয়েল হেরিংটন নামটা শোনামাত্র হাসি পেয়ে গেল রানার।

ভদ্রলোক আসলে রানা এজেন্সির ক্লায়েন্ট। প্যারা সিটিতে যত কেস ওরা পায়, তার মধ্যে এটা সবচেয়ে সহজ কেস, আবার খুব মজারও। কাজ কিছুই করতে হয় না, অথচ বিপুল পরিমাণে বিশ্বমানের খাবার জোটে অপারেটরের কপালে।

ড্যানিয়েল হেরিংটন অদ্ভুত চরিত্রের এক বিশাল ধনী মানুষ। সুযোগ দেওয়া হলেই খুন করা হবে তাকে, এই বিশ্বাসটা তাঁর মনের গভীরে শিকড় গেড়ে আছে। অনেকেই, এমনকী পুলিশ চিফ ম্যাক্স হারপারও এই বিশ্বাস থেকে তাকে টলাতে পারেননি। অথচ শত্রুদের নাম প্রকাশ করতে রাজি নন ভদ্রলোক।

সবার ধারণা তাঁর মাথায় ছিট আছে, তবে সেটা কারও জন্য ক্ষতিকর নয়। ভদ্রলোক নিঃসঙ্গ, প্রায় স্বেচ্ছা-নির্বাসিত জীবনযাপন করেন; দু’জন বডিগার্ড রেখেছেন, যাদের কাজ যে-কোন সম্ভাব্য হামলার বিরুদ্ধে প্রতিমুহূর্ত সজাগ আর তৈরি থাকা।

এই বডি গার্ডদের কেউ যখন ছুটিতে যায়, তার বদলে একজন লোক চাওয়া হয় রানা এজেন্সির কাছে। কাজটাকে আসলে ছুটি বা উৎসব বলা যেতে পারে। কাজ বলতে বিশাল বাড়ির ভিতর ঘুরে বেড়ানো, টিভি দেখা, সন্ধ্যায় বাটলার টেনিসন-এর সাধা ডিনার খাওয়া। কাজটার একমাত্র খারাপ দিক হলো, ছিটগ্রস্ত বৃদ্ধ তাঁর মদের বোতল গুণে রাখেন। তবে গার্ডরা কীভাবে যেন ম্যানেজ করে।

চেয়ারে বসে চিঠিটা না খুলেই নাড়াচাড়া করছে রানা। হেরিংটন ভাল ফি দেন, ভাবছে টাইগার কি এ-ধরনের কাজ নিতে চাইবে? এই সময় দুটো শব্দ ঠিক যেন এনভেলাপ থেকে লাফ দিয়ে উঠে এল ওর চোখে।

প্যারাডাইস লারগো।

এনভেলাপটা তুলে ভাল করে তাকাল রানা। দেখা যাচ্ছে ড্যানিয়েল হেরিংটন ঠিকানা বদল করেছেন। এখন তিনি প্যারাডাইস লারগোয় থাকেন।

এনভেলাপ থেকে বের করে চিঠিটা পড়ল রানা। যা ভেবেছিল, তাই। ভদ্রলোকের একজন গার্ড দরকার। শহরে রানা এজেন্সি নেই, তাই টাইগার আই-এর শরণাপন্ন হয়েছেন। আজ দুপুর থেকে ডিউটি দিতে হবে গার্ডকে।

কীভাবে কোথায় পৌঁছাতে হবে, বিশদভাবে সব লেখা আছে। ভদ্রলোক জর্জ ভারগাসের প্রতিবেশী। রানা উত্তেজিত, উপলব্ধি করছে কাছাকাছি বাড়ি থেকে শার্লির উপর নজর রাখার এই সুযোগটা হাতছাড়া করা উচিত হবে না ওর।

টেলিফোন করে জানা গেল ডিউ ফন্টেনকে সমাধিস্থ করা হবে সাড়ে দশটার সময়। গোয়েন্দা সংস্থা টাইগার প্রাইভেট আই-এর তরফ থেকে হরভজন সিং যদি অ্যাটেন্ড করে, নিশ্চয়ই কারও কিছু বলার থাকবে না।

অনেকেই আসবে ওখানে, তাদের প্রতিক্রিয়া জানার সুযোগটা নিতে চাইছে রানা। অনেকের মধ্যে সিআইএ চিফ টনি ভারগাস ও নিশ্চয় থাকবেন। আপন বোন মারা গেছে, তাঁকে তো আসতেই হবে।

সেমিট্রিতে সিকিউরিটি খুব কড়া। নীল সুট পরা সুদর্শন তরুণরা চারদিকে গিজ গিজ করছে, ফোলা ভাব দেখে বোঝা যায় শোল্ডার হোলস্টার পরে আছে। সবাই তারা সিআইএ এজেন্ট। তাছাড়াও আছে ফেডারেল পুলিশ, এফবিআই এজেন্ট, স্থানীয় পুলিশদের নিয়ে চিফ ম্যাক্স হারপার।

শহরের গণ্যমান্য মানুষজন ছাড়া কবরস্থানের ভিতর কাউকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। ভয় পেল রানা, ওকেও না বাধা দেওয়া হয়।

অবাঞ্ছিত লোকজনকে গেট থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কারবাইন হাতে দশ-বারোজন ফেডারেল পুলিশ। তাদের সঙ্গে পাঁচ-সাতজন নীল সুটও দেখা যাচ্ছে। ভিড় ঠেলে তাদের দিকে এগেল রানা।

সালোয়ার, হাঁটু পর্যন্ত ঢোলা শার্ট, শার্টের উপর ছোট কুর্তা, আর মাথায় লাল-সাদা পাগড়ি দেখে সশস্ত্র পুলিশদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। দু'একজন সাবধানের মার নেই ভেবে হাতের কারবাইন তুলাল রানার দিকে।

একজন এগিয়ে এসে ওর পথ আগলে দাঁড়াল। 'থামো! কী চাই তোমার?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল, 'এই, সার্চ করো একে!'

সার্চ করে কিছুই পাওয়া গেল না।

'কী চাই?' আবার প্রশ্ন করা হলো।

'কী চাই তোমাকে কেন বলব?' বিরক্ত হয়ে বলল রানা। 'এমন কাউকে ডাকো যে আমাকে ভেতরে ঢুকতে দিতে পারবে। তোমার সে ক্ষমতা আছে?'

কী যেন বলতে যাচ্ছিল ইউনিফর্ম পরা লোকটা, তাকে থামিয়ে দিয়ে রানার সামনে চলে এল নীল সুট পরা সুদর্শন এক তরুণ। 'ঠিক আছে, আমি দেখছি।' রানার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকল। 'হ্যা, বলুন, কে আপনি?'

'আমি হরভজন সিং,' গর্বের সঙ্গে বলল রানা। 'প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। ইঙ্গিতে কবরস্থানের ভিতরটা দেখাল। 'ওখানে আমার ক্লায়েন্ট আছে, ধারণা করছি ক্লায়েন্টের প্রতিপক্ষও আছে, কাজেই আমার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন।'

'আপনার ক্লায়েন্টের পরিচয় দেবেন না, মিস্টার হরভজন সিং?' জানতে চাইল নীল সুট। তিনি কি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি?'

'ভারগাসদের একজন কি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নন?' প্রশ্নের জবাব প্রশ্নের আদলেই দিল রানা।

ওর সামনে থেকে সরে গেল সিআইএ এজেন্ট। 'ইউ আর ওয়েলকাম, সার।'

কাবুলি জুতোর মচমচে আওয়াজ তুলে গেট দিয়ে কবরস্থানে ঢুকে পড়ল রানা।

ভিড়ের মধ্যে কে কোথায় আছে খুঁজে বের করা অত্যন্ত কঠিন মনে হলো। তবে ভিড় থেকে একজন ওকে দেখতে পেয়ে পাশে চলে এল। 'হাই, মিস্টার সিং।'

ঘাড় ফিরিয়ে পিটার উডককের দিকে তাকাল রানা।

‘সত্যি দুঃখজনক,’ ম্যানেজারের মুখে রেডিমেড বিষণ্ন হাসি। ‘সবাই আমরা অল্পদিন বাঁচি।’

‘তা ঠিক।’

পরিচিত আরেকজনকে দেখতে পেয়ে সরে গেল উডকক। তখনই রানা অনুভব করল কে যেন ওকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে।

ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে, বিশ-পঁচিশ গজ দুরের একটা গাছের নীচে জর্জ আর টনি ভারগাসকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও। দুই ভাই পরস্পরের দিকে সামান্য ঝুঁকে নিচু স্বরে কথা বলছেন, দু’জনই একবার করে ওর দিকে তাকালেন; সন্দেহ নেই তাদের আলোচনার বিষয় হরভজন সিং, এবং হয়তো রানা এজেন্সিও।

আরেকবার তাঁদের দিকে তাকাল রানা। দেখা গেল সিআইএ চিফ নীল সুট পরা এক তরুণের সঙ্গে কথা বলছেন, তরুণটিও চোখ তুলে রানাকে একবার দেখে নিল। এই মুহূর্তে আশপাশে কোথাও জর্জ ভারগাসকে দেখা যাচ্ছে না।

ওখান থেকে সরে এসে শার্লির খোঁজে চারদিকে তাকাচ্ছে রানা। ডিউ ফন্টেনের কফিন কবরে নামাবার সময় সিকিউরিটি আরও কড়া হয়ে উঠল। তরুণ অফিসাররা কবরের চারপাশে পাঁচিল তৈরি করল, ভিতরে ঢুকতে হলে লাইন দিতে হবে।

আরও প্রায় আধা ঘণ্টা পর ওই পাচিলের বাইরে, প্রায় ফাঁকা একটা জায়গায় শার্লিকে দেখতে পেল রানা। কালো সিল্কে শরীরটাকে মুড়ে নিয়ে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জর্জ ভারগাসের একটা হাত জড়িয়ে রেখেছে তাকে, ভদ্রলোক যেন দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করছেন স্ত্রীকে।

ভিড় ঠেলে একটু একটু করে সেদিকে এগেল রানা। কাছাকাছি চলে আসায় শার্লিকে এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। যা দেখল, বিস্ময়ের ধাক্কা খাওয়ার জন্য যথেষ্ট। যেন একটা ভূত দেখছে ও—মড়ার মত সাদা মুখ, চোখ দুটো গর্তে বসা, ঠোঁট কাঁপছে, চোখের পানিতে ভিজে গাল চকচক করছে।

এই সময় হঠাৎ ঢলে পড়ল শার্লি। যেন তৈরি হয়েই ছিলেন জর্জ ভারগাস, স্ত্রীকে দু'হাতে তুলে নিয়ে পার্ক করা গাড়ির দিকে এগোচ্ছেন।

ঘুরে রানাও গেটের দিকে ফিরছে। এখানে ওর আর কোন কাজ নেই।

গেটের কাছাকাছি চলে এসেছে রানা, এই সময় পিছন থেকে মার্জিত একটা কণ্ঠস্বর শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল ও।

'মিস্টার হরভজন সিং?'

ঘুরে দাঁড়াল রানা। দেখেই চিনতে পারল ও। এই তরুন এজেন্টের সঙ্গেই নিচু গলায় কথা বলছিলেন সিআইএ চিফ টনি ভারগাস। 'ইয়েস?'

'আমাদেরকে ধারনা দেয়া হয়েছে, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার কথা বলে সিআইএ চিফের নাম ভাঁড়িয়ে কেউ কাউকে দিয়ে অন্যার কাজ করিয়ে নিতে পারে,' নিচু গলায় বলল তরুন এজেন্ট। 'সত্যি সেরকম কিছু ঘটেছে কিনা জানার খুব আগ্রহ ল্যাংলির। এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেলে যে-কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি অবশ্যই শুধরে নেয়া হবে।'

'ওহ্, থ্যাঙ্ক ইউ,' বলল রানা।

'ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম, সার,' বলে ঘুরে চলে গেল তরুন এজেন্ট।

যাক, স্বস্তি বোধ করে ভাবল রানা, প্রসঙ্গটা তুলে জর্জ ভারগাসকে বিব্রত করার পিছনে ওর যে উদ্দেশ্য ছিল তা পূরণ হয়েছে। তিনি তাঁর ভাইকে কথাটা জানিয়েছেন।

সিআইএ হেডকোয়ার্টার ল্যাংলিতে পাঠাবার জন্য আজই শাওনকে একটা প্রতিবেদন তৈরি করতে বলবে রানা, তাতে লেখা থাকবে প্যারা সিটির পুলিশ কার প্রোরোচনায় রানা এজেন্সির সঙ্গে কী ধরনের অন্যা আচরন করেছে।

এগারো

তোবড়ানো গাড়ি নিয়ে প্যারাডাইস লারগোর দিকে যাচ্ছে রানা, ছিটগ্রস্ত বৃদ্ধ ড্যানিয়েল হেরিংটনের বাড়িতে আজ থেকে গার্ড হিসাবে যোগ দেবে কাজে। টেলিফোন করে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে: টাইগার প্রাইভেট আই হরভজন সিং নামে বিশ্বস্ত এক শিখকে পাঠাচ্ছে।

একটা ব্যাপারে খুব চিন্তিত রানা। ঠিক চিন্তিত না বলে, বলা উচিত বিভ্রান্তিতে ভুগছে। ও নিশ্চিত শার্লি আসলে মিরান্ডা কারসিয়ো, নির্মম খুনি; অথচ এ-ও বিশ্বাস করে যে ননদের মৃত্যুতে তার শোক আর কাতরতা কৃত্রিম কিছু নয়।

এই ধাঁধার সম্ভাব্য একটা উত্তর এই হতে পারে, ডিউ ফন্টেনকে বিনা নোটিশে খুন করেছে রোকো, স্ত্রীর অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। সাজানো দুর্ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর শার্লি হয়তো আসল সত্য অনুমান করতে পেরেছে। ডিউ শুধু ননদ ছিল না, ঘনিষ্ঠ বান্ধবী হয়ে উঠেছিল-আঘাতটা তাই খুব জোরেই লেগেছে।

এখন ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠতে পারে। এই নির্মম হত্যাকাণ্ড কি রোকোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করবে শার্লিকে?

এখন রানার সবচেয়ে বড় কাজ রোকোকে খুঁজে বের করা। আর তার খোঁজ পেতে হলে শার্লির উপর সারাক্ষণ নজর রাখতে হবে ওকে। এই নজর রাখার কাজটা সবচেয়ে ভালভাবে সম্ভব ড্যানিয়েল হেরিংটনের বাগানবাড়ি থেকে।

প্যারাডাইস লারগোর গেটে হরভজন সিংকে অভ্যর্থনা জানাল স্কট। ইতোমধ্যে রানার টেলিফোন পেয়ে ডানিয়েল হেরিংটন আর তার কর্মচারীরা জেনেছে যে টাইগার প্রাইভেট আই রানা এজেন্সিরই সহযোগী প্রতিষ্ঠান, সেই সূত্রে খবরটা স্কটও পেয়েছে।

'বড় মিষ্টি চাকরি পেলেন, মিস্টার সিং। সারাদিন শুধু ভাল-মন্দ খাওয়া আর রাতে নাক ডেকে ঘুমানো।'

'তাই?' রানা যেন কিছু জানে না।

'মিস্টার হেরিংটনের বাগানবাড়ি মিস্টার ভারগাসের র‍্যাঞ্চ হাউসের ঠিক উল্টোদিকে,' বলল স্কট, ক্যাডিলাকের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে। 'মিসেস শার্লির জন্যে সত্যি খুব দুঃখ হচ্ছে। কবরস্থান থেকে কিছুক্ষণ হলো ফিরেছেন। খুবই অসুস্থ বোধ করছেন। ডাক্তার ডাকা হয়েছে। ইশ্, এত ভাল একটা মেয়ে...'

যদি জানতে কী রকম ভাল, মনে মনে হাসল রানা। 'স্কট, এবার যেতে হয়, হে।'

'ও, হ্যাঁ।' পোলটা তুলে দিল স্কট।

গাড়ি চালিয়ে সোজা জর্জ ভারগাসের বাড়ির সামনে চলে এল রানা। ওটার ঠিক উল্টোদিকে আরেকটা উঁচু গেট দেখা যাচ্ছে। বেল বাজাল রানা, সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল গেট। চেহারা আর হাবভাব দেখে গার্ড বলে মনে হলো। সদ্য খোলা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'হরভজন সিং?' জিজ্ঞেস করল সে। রানা মাথা ঝাঁকাতে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল। 'আমি জুলিয়াস, গার্ড।' ডান হাতটা বাড়িয়ে করমর্দন করল। লম্বা-চওড়া লোক, ফর্সা মুখে লালচে-কালচে অসংখ্য তিল, হাসিটা বোকা বোকা। 'এসো, সিং, ভেতরে ঢোকো। নিশ্চয়ই তোমার খিদে পেয়েছে?'

'ইয়ে, মানে, আমি লাঞ্চ খেয়ে আসিনি...'

'তা খেয়ে এলে তোমাকেই ভুগতে হত,' বলল জলিয়াস।

'কেন?'

'আমরা যখন খেতে বসব তখন আমাদের সঙ্গে তোমাকেও তো খেতে হবে। এখানকার এটাই নিয়ম।'

ক্যাডিলাক নিয়ে ভিতরে ঢুকল রানা। একটা গাছের নীচে গাড়ি থেকে নামল, তারপর জুলিয়াসের সঙ্গে একটা কটেজের দিকে হাঁটা ধরল। ওটার পর, আরও সামনে মূল ভবনটা দেখা যাচ্ছে। বিরাট, কম করেও ষোলো বেডরুমের বাড়ি। বাগানগুলো বাড়ির দু'পাশে আর পিছনে। গাছপালার ভিতর মাথা তুলে থাকা অন্তত

দুটো টাওয়ার দেখতে পেল রানা। তবে খুব বেশি উঁচু নয়। একসময় সম্ভবত গার্ড টাওয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হত।

কটেজটা দেখিয়ে জুলিয়াস বলল, 'এখানে কাজ করি আমরা। কাজ মানে খাই আর ঘুমাই। অনুমতি ছাড়া লারগোয় একটা পিপড়ে পর্যন্ত ঢুকতে পারবে না। আমাদের বুড়ো মনিব অবশ্য সেটা বোঝেন না। যেদিন বুঝবেন সেদিন থেকে আমাদের চাকরি নট।' হাসল সে। 'তোমার ডিউটি, সিং, দুপুর থেকে রাত বারোটা। আবার কখনও রাত বারোটা থেকে দুপুর। ঠিক আছে?'

কটেজে ঢুকে প্রথমেই ছোট একটা ফ্রিজ খুলে স্কচের বোতল বের করল জুলিয়াস। দুটো গ্লাসে হুইস্কি ঢালল সে। 'এসো, প্রথমে খিদেটা একটু বাড়িয়ে নিই।'

গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে দালানের ভিতরটা ঘুরিয়ে রানাকে দেখাল জুলিয়াস। নীচের কামরাটা বেশ বড়। দোতলায় দুটো বেডরুম, একটা বাথরুম। সিটিং রুমে আরামকেদারা, ডেস্ক আর টিভি রয়েছে।

ওরা গল্প করছে, এই সময় বাটলার টেনিসন, ফ্রেঞ্চ শেফ বুঁতেয়া জিঁদ আর চিনা মালী চৌচি নতুন গার্ড হরভজন সিং-এর সঙ্গে পরিচিত হতে এল।

'এদের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক হলো বাটলার টেনিসন,' মাঝবয়সী নিগ্রো বাটলারকে দেখিয়ে বলল জুলিয়াস। 'তোমার কোন কিছুরই অভাব রাখবে না সে, কিন্তু বিনিময়ে তাকে প্রতিদিন একটা করে ক্রাইম স্টোরি শোনাতে হবে।' রানার দিকে ফিরে হাসল সে। 'আমার স্টক শেষ, ভাই। এবার তোমার পালা।'

'আমার স্টক কখনও শেষ হবে না,' বাটলারের প্রিয়পাত্র হবার সুযোগটা ছাড়ল না রানা।

লাজুক হেসে বাটলার টেনিসন বলল, 'তেমন ইন্টারেস্টিং হলে, একটা গল্প তিনদিন ধরে শুনলেও চলে আমার।'

তার কথায় হেসে উঠল সবাই।

লাঞ্চ শেষে বিদায় নিল জুলিয়াস। বাকি সবাই যে যার কাজে ফিরে গেল। রানা বেরুল বাগান দেখতে।

মূল ভবনের একটা কোণ ঘুরে দশ গজ এগোতেই সামনে পড়ল একটা টাওয়ার। মাত্র ত্রিশ ফুট উঁচু, আশপাশের গাছগুলো আরও বেশি উঁচু। পেঁচানো সিঁড়ি বেয়ে টাওয়ারের মাথায় উঠে এল রানা।

জর্জ ভারগাসের বাড়ির উপর নজর রাখার জন্য আদর্শ জায়গা এই টাওয়ার। ডালপালার ফাঁক দিয়ে সামনের বাড়ির সবটুকু পরিষ্কার দেখা যায়। টাওয়ার থেকে নেমে সুইমিং পুলটাকে পাশ কাটাচ্ছে রানা, দেখা গেল ওর দিকে হেঁটে আসছে নিগ্রো বাটলার। 'দুপুরবেলা ঘুমাবার অভ্যাস আছে নাকি, মিস্টার সিং?' জানতে চাইল সে।

'না।'

'তা হলে চলুন, নতুন একটা বোতল খুলে সিটিং রুমে বসি। দেখি আপনার প্রথম ক্রাইম স্টেরিটা শুনে কেমন লাগে।'

জেমস হ্যাডলি চেজের একটা রহস্যোপন্যাস হুবহু বর্ণনা করল রানা, বলল এটা ওর নিজের জীবনের ঘটনা। শেষ দিকটা রুদ্ধশ্বাস শুনল টেনিসন। গল্পটা শেষ হতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগল।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও চেয়ার ছাড়ল টেনিসন। 'ইচ্ছে হচ্ছে এরকম আরেকটা গল্প শুনি, কিন্তু সময় নেই। মিস্টার হেরিংটনকে এখন চা পরিবেশন করতে হবে।'

'ঠিক আছে, সময় তো আর পালাচ্ছে না।'

'ঠিক সাতটাইয় মিস্টার উইন ফক্সকে আমি ডিনার খেতে ডেকেছি। মিস্টার সিং, আপনি কি আমাদের সঙ্গে থাকবেন, প্লিজ?'

'মিস্টার উইন ফক্স কে?'

'ও, বলিনি বুঝি? মিস্টার ফক্স সামনের বাড়ির, মানে মিস্টার ভারগাসের বাটলার। অবসর সময়ে এ-বাড়িতে চলে আসে সে। ভারী শান্ত স্বভাবের মানুষ, রীতিমত ভদ্রলোক।'

'হ্যাঁ, থাকব আমি ডিনারে,' বলল রানা, ভাগ্য প্রসন্ন দেখে সন্তুষ্ট। 'ধন্যবাদ, টেনিসন।'

ঠিক সাতটার সময় জর্জ ভারগাসের বাটলার উইন ফক্সকে নিয়ে কটেজে হাজির হল টেনিসন। রানার সঙ্গে ফক্সের পরিচয় করিয়ে দিল সে।

করমর্দন করার সময় ফক্স বলল, 'আমাদের আগেও দেখা হয়েছে, মিস্টার সিং।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আবার দেখা হওয়ায় খুশি হলাম।'

তরুণ এক নিগ্রো একটা ট্রলি ঠেলে নিয়ে এল, তাতে ডিনার ছাড়াও দামী ব্র্যান্ডির একটা বোতল রয়েছে। ধীরে-সুস্থে টেবিল সাজিয়ে সবার হাতে ব্রান্ডির গ্লাস ধরিয়ে দিল টেনিসন।

'আমি কি তা হলে ভুল শুনেছি? মিস্টার হেরিংটন মদের বোতল গুণে রাখেন না?' ডিনার শুরুর আগে জিজ্ঞেস করল রানা।

'উনি শুধু গোনেন নতুন কাটা এল,' মুচকি হেসে বলল টেনিসন। 'কিন্তু ক'টা ছিল, ক'টা আছে বা ক'টা খরচ হলো, তার কোন হিসেব রাখেন না।'

কচি ছাগলের চপ দিয়ে শুরু হলো ওদের ডিনার। রানা সিদ্ধান্ত নিল ফক্সের কাছ থেকে খবর বের করার এখনই সময়। ডিউ ফন্টেনের প্রসঙ্গ তুলে দুঃখ প্রকাশ করল ও। বলল কবরস্থানে গিয়েছিল, মিসেস শার্লিকে ঢলে পড়তে দেখেছে। এখন তিনি কেমন আছেন?

'মিসেস ফন্টেন শুধু আত্মীয়া ছিলেন না, ছিলেন ওঁর ঘনিষ্ঠ বান্ধবীও,' বলল ফক্স, তাই আমাদের মিসেসকে ধাক্কাটা খুব জোরেই লেগেছে। তবে ধীরে ধীরে সামলে নিচ্ছেন তিনি।'

'আর মিস্টার ভারগাস?'

'মনিবকে নিয়ে সত্যি আমি চিন্তিত। বিয়ের পর থেকে মোটেও তিনি সুখী নন। আমি তাঁর সঙ্গে পনেরো বছর আছি। ম্যাডি গ্রেসকে বিয়ে করে তিনি একটা ভুল করেছিলেন। আর যাই হোক, তাঁকে ভদ্রমহিলা বলা যায় না। ডিভোর্স ছাড়া কোন উপায় ছিল না। তারপর মিসেস শার্লিকে যখন বিয়ে করলেন, ভাবলাম সব ঠিক হয়ে

যাবে।' রানার দিকে তাকাল ফক্স। 'তার মত ভাল মেয়ে জীবনে আমি দেখিনি। এরকম একটা মেয়ের সঙ্গে যার বিয়ে হবে তার সুখী না হওয়াটা অসম্ভব। অথচ মিস্টার ভারগ্যাস সুখী নন। ব্যাপারটা আমি বুঝি না।'

প্রথম স্ত্রী, অর্থাৎ ম্যাডি গ্রেসের কথা মনে পড়ে গেল রানার। সে বলেছিল, জর্জ ভারগাস অক্ষম পুরুষ। 'তবে ভদ্রলোক টাকা কামাতে জানেন বটে।'

'তা জানেন। আগামীকাল সিনেমার স্বত্ব নিয়ে কথা বলার জন্যে হলিউডে যাচ্ছেন তিনি। লাখ লাখ ডলার নিয়ে ফিরবেন। যখনই একটা চুক্তি সই হয়, মিস্টার ভারগাস আমার পরিবারের সবাইকে কাপড়চোপড় আর মিষ্টি কিনে দেন। আমার স্ত্রীকে খুবই স্নেহ করেন। ও বাড়ির কিচেনটা তো ও-ই দেখাশোনা করে।'

'বাকি স্টাফ কিছু পায় না?'

'আমরা দু'জন ছাড়া আর কোন স্টাফ নেই। মিস্টার ভারগাস বেশি ঝামেলা পছন্দ করেন না।'

'মিস্টার আর মিসেস ভারগাস হলিউডে চলে গেলে তোমার তা হলে লম্বা ছুটি, তাই না?'

'না-না, উনি একা যাচ্ছেন। থাকবেন দুই কি তিন দিন। মিসেস শার্লি হলিউডের লোকজনকে বিশেষ পছন্দ করেন না, তাই যানও না।'

'স্বামী না থাকুক, বাড়িতে মেহমান থাকলে সময় কাটাতে সমস্যা হয় না।'

'মেহমান?' ভুরু কোঁচকাল ফক্স। 'বাড়িতে কোন মেহমান নেই তো!'

রানা ভাবল, রোকোকে তা হলে কোথায় লুকাল ওরা? না, ভাবলাম এত বড় একটা দুর্ঘটনার পর নিশ্চয়ই আত্মীয়রা ভিড় করবে।'

'বড় লোকদের ব্যাপারস্যাপারই আলাদা, মিস্টার সিং, বলল ফক্স। 'গোটা বাড়ি খাঁ-খাঁ করছে, কেউ আসেনি।'

পরদিন দুপুর বারোটায় ছুটি পেয়ে জেটি এলাকায় চলে এল রানা। নির্দিষ্ট বোলার্ডে পিকেট মুরকে দেখা গেল না। জেটিতে জর্জ ভারগাসের ইয়টটাও নেই। গাড়ি নিয়ে

টাইটানের সামনে নামতে যাবে, এই সময় বারটা থেকে ম্যাডি গ্রেসকে বেরিয়ে আসতে দেখল। ‘হাই!’

প্রায় চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল গ্রেস, রানাকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর জোর করে একটু হাসল। ‘কী ব্যাপার, হঠাৎ কোথেকে?’ ক্যাডিলাকের গায়ে হেলান দিল সে, পাতলা কাপড়ের ভিতর থরথর করে কাঁপছে তার স্তন।

রানার সন্দেহ হলো কোন কারণে অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে আছে গ্রেস। ‘সি ফুড পছন্দ করো?’

‘আমার মাংস পছন্দ। কাছেই একটা রেস্তোরাঁ আছে, বিফ-বিফ, চেনো?’

গ্রেসকে গাড়িতে তুলে নিয়ে বিফ-বিফ রেস্তোরাঁয় চলে এল রানা। কেবিনে বসে স্টেক-এর অর্ডার দেওয়া হলো।

‘এতদিন কোথায় ছিলে, হ্যান্ডসাম শিখজি?’ জানতে চাইল গ্রেস। ‘সেই যে একদিন লা পাজে দেখলাম, তারপর আর চোখে পড়েনি। কেন?’

‘ছিলাম কাজেই। তোমার কী খবর? ওখানে তুমি আর শো করো না?’

‘শুধু শনিবারে।’

‘তোমার মেক্সিকান বয়ফ্রেন্ড ডোমিঙ্গো এসপাডার খবর কী?’

রানার দিকে একদৃষ্টি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল গ্রেস। ‘তোমার নামটা যেন কী?’

‘হরভজন সিং।’

মাথা ঝাঁকাল গ্রেস। ‘এসপাডার কাছ থেকে যতটা পারো দূরে সরে থাকো, সিং।’

‘সে যদি এতই বিষাক্ত হয়, তোমার মত একটা ভাল মেয়ে তার সঙ্গে জোট বাঁধল কীভাবে?’

‘কে বলেছে আমি ভাল মেয়ে?’ তিক্ত হাসি দেখা গেল গ্রেসের ঠোঁটে। ‘কী জানো, কোন পুরুষকেই আমার মনে ধরে না। কিছুদিন বেশ থাকি, তারপর হঠাৎ পালাতে ইচ্ছে করে। ভারগাসকে সত্যি ভাল লেগেছিল। কিন্তু তার আবার ব্যারাম আছে। ভাল আমার এসপাডাকেও লেগেছিল, কিন্তু তার যে এরকম বিপজ্জনক একটা দিক আছে তা কে জানত…’ হঠাৎ থেমে গেল সে।

'স্টেকটা কেমন?' জানতে চাইল রানা। মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে, গ্রেসকে নিয়ে ওর নতুন হোটেলটায় উঠতে হবে। তার সঙ্গে প্রচুর সময় নিয়ে, নিরিবিলি পরিবেশে কথা হওয়া দরকার।

ম্যাডি গ্রেস অত্যন্ত চতুর মেয়ে। রানার যে তথ্য দরকার, ওর হাবভাব দেখেই সেটা বুঝে নিয়েছে। 'দশ হাজার ডলার দাও আমাকে,' সরাসরি প্রস্তাব দিল সে। 'বিনিময়ে কী চাও বলে।'

গ্রেসকে নিজের হোটেল রুমে নিয়ে এসে কফির সঙ্গে ব্র্যান্ডি মিশিয়ে খেতে দিয়েছে রানা। 'কী চাই সেটা বলতে পারব তুমি আমাকে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারো তা জানার পর। আমি প্রশ্ন করি, তুমি জবাব দাও?'

'ঠিক আছে।'

'লা পাজে কী ঘটছে?'

'কেউ বেশি কথা বললে বা কৌতুহলী হয়ে উঠলে মারা যাচ্ছে।'

'যেমন নেসটার?'

'আর বাচ্চা দুটো।' এ-সব কথা বলার জন্যে আমিও কিন্তু মারা যেতে পারি। সব বললাম, অথচ টাকাটাও পেলাম না, এরকম হলে কিন্তু সত্যি বিপদে পড়ে যাব।'

'তুমি যদি আমার উপকার করো, তার প্রতিদান অবশ্যই পাবে,' বলল রানা। 'লা পাজে কী ঘটছে বলো। আমি জানি ওখানে কাউকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। পরে তাকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কোথায়, তুমি জানো?'

মাথা নাড়ল গ্রেস। ওটা ছিল সরিয়ে ফেলার ভান। ইন্ডিয়ান হয় ছেলেটাকে বোকা বানাবার জন্য মার্সিডিজে তুলে সরিয়ে ফেলা হয় ওদেরকে। জো চলে যাবার পর আবার আনা হয়েছে, ওখানেই।'

'ওদেরকে মানে লোকটা আর তার বডিগার্ডকে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বডিগার্ড? হতেও পারে। তবে একটা মেয়ের গলাও শুনেছি আমি,' বলল গ্রেস।

‘মেয়ের গলা?’

‘কী জানি, আমার ভুলও হতে পারে,’ বলল গ্রেস। ‘কিংবা হয়তো মিসেস ভারগাসের গলা ছিল ওটা। সে তো ওখানে আসা-যাওয়া করছে।’

‘হুম।’

‘আচ্ছা, কে ওই লোক? তাকে নিয়ে কেন এত লুকোচুরি? পুলিশ পর্যন্ত তার নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন-ব্যাপারটা কী?’

আপাদমস্তক চমকে উঠল রানা। ‘কী বললে?’ রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল ও! ‘পুলিশ? এরমধ্যে পুলিশ এল কোত্থেকে?’

‘পুলিশ এল কোত্থেকে মানে? আমি তো বেশ কয়েকবারই আড়াল থেকে পুলিশ চিফ ম্যাক্স হারপারের সঙ্গে এসপাডাকে টেলিফোনে কথা বলতে শুনেছি,’ বলল গ্রেস। ‘শুধু তাই নয়, এসপাডাকে বলতে শুনেছি, ঠিক আছে, কাউকে পাঠিয়ে দেন, প্যাকেজটা তার হাতে দিয়ে দেব।’

‘প্যাকেজ?’ রানার হাতের তালু ঘামছে।

‘নিশ্চয়ই টাকার বান্ডিল,’ কাঁধ বাঁকাল গ্রেস। ‘ফোনে এরকম আলাপের পর হয় ডিটেকটিভ রিচি ডিলান, নয়তো চার্লি ওয়েফার এসে গোপনে দেখা করে এসপাডার সঙ্গে।’

মাথাটা চক্কর দিচ্ছে রানার। তা হলে প্রথম থেকেই ভুল করছে ওরা। পুলিশ আর রেড ব্রিগেড পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়েই রানা এজেন্সির প্যারা সিটি শাখার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়ার প্ল্যান করেছিল। টাকার লোভে পুলিশ চিফ ম্যাক্স হারপার নিজেই পচে গেছে, তার অফিসারদের কথা না বললেও চলে। ‘ঠিক আছে, এ প্রসঙ্গ থাক,’ গ্রেসকে বলল ও। ‘তোমার টাকা দরকার, তাই তো?’

‘হ্যা, দশ হাজার ডলার। ওই টাকাটা পেলে সানফ্রান্সিসকোয় গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করতে পারি। ওখানে আমার এক কাজিন আছে, আমার প্রথম প্রেম…’

‘গ্রেস, তোমাকে আমি দশ হাজার ডলারই দেব,’ বাধা দিয়ে বলল রানা। ‘কিন্তু টাকাটা তোমাকে রোজগার করে নিতে হবে।’

এবার গ্রেসের শিরদাঁড়া খাড়া হলো। 'কীভাবে?'

'আমাকে তুমি রিপোর্ট করবে লা পাজে আসলে ঠিক কী ঘটছে,' বলল রানা। 'জানতে চেষ্টা করবে ওরা...'

খেপে উঠল গ্রেস। 'আমাকে তুমি পাগল ভেবেছ?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল সে। 'তুমি আমাকে নেসটার আর বাচ্চা দুটোর মত খুন হয়ে যেতে বলো?'

'শান্ত হও। তোমাকে শুধু এসপাডার অফিসে ছোট্ট একটা মাইক্রোফোন লুকিয়ে রাখতে হবে। কেউ কথা বলতে শুরু করলে একটা টেপ-রেকর্ডারকে অ্যাকটিভেট করবে ওটা।'

মন দিয়ে শুনছে গ্রেস। 'তা হয়তো পারা যাবে।'

'মাইক্রোফোন আর রেকর্ডার আমিই তোমাকে দেব, টেপ শেষ হয়ে গেলে তুমি শুধু বদলে দেবে। বিনিময়ে আজ থেকে তিনদিন পর তোমাকে আমি দশ হাজার ডলার দেব। রাজি?'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল ম্যাডি গ্রেস। 'হ্যাঁ, রাজি।'

পরদিন দুপুরে টেনিসন আর রানার সঙ্গে লাঞ্চ খেতে এল উইল ফক্স। মনিব জর্জ ভারগাসের কাছ থেকে একটা ফোন পেয়েছে সে-হলিউড থেকে আজ সন্ধ্যায় ফিরে আসছেন তিনি। সিনেমার পরিচালক অসুস্থ হয়ে পড়ায় সিটিংটা বাতিল করা হয়েছে। মনিবের লাগেজ খুলে জিনিস-পত্র গুছিয়ে রাখার জন্য সন্ধ্যার দিকে খুব ব্যস্ত থাকতে হবে ফক্সকে।

'মিসেস শার্লি কেমন আছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা, চুমুক দিল চিকেন সুপের বাটিতে।

'এখন ভাল। মিস্টার ভারগাস চলে যেতে তিনিও বেরুলেন। মনে হয় দিনটা আজ ইয়টেই কাটাবেন। সবাই জানে সূর্য আর সাগরের আছে আশ্চর্য নিরাময়ী ক্ষমতা।'

লাঞ্চ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, ইঞ্জিনের ভারী একটা আওয়াজ শুনে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ীয়ে পড়ল ফক্স। 'ওই আমাদের মিসেস ফিরলেন,' বলল সে। 'আমাকে যেতে হয়।'

'আরে, কী বলো!' বাধা দিয়ে বলল টেনিসন। লাঞ্চের সময় মিসেস ভারগাস নিশ্চয়ই তোমাকে খুঁজবেন না। তোমাদের জন্যে আজ আমি ছানা দিয়ে ভারতীয় রসগোল্লা তৈরি করিয়েছি।'

ইতস্তত করে আবার বসে পড়ল ফক্স। 'ঠিক বলেছ। তা ছাড়া, মিসেসকে আমার বলাও আছে যে আজ আমি এখানে লাঞ্চ করব। ভারতীয় রসগোল্লা? বলো কী, হে!'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'গেটে একবার মুখ দেখিয়ে আসি,' বলল ও। 'তবে যাব আর আসব।' টেনিসনের উদ্দেশে চোখ মাটকে বেরিয়ে এল কটেজ থেকে।

বাইরে বেরিয়ে ছুটে বাগানে ঢুকল রানা, টাওয়ারের লোহার প্যাচানো সিঁড়ি বেয়ে বিশ ফুট উঠতেই জর্জ ভারগাসের র‍্যাঞ্চ হাউসটা দেখতে পেল।

দালানের সামনে রোলসরয়েসটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। সামনের দরজা খোলা। কিছু ঘটে কিনা দেখার জন্য অপেক্ষা করছে রানা। পাঁচ মিনিট পর বেরিয়ে এল শার্লি। গায়ে গাঢ় নীল টার্টল নেক সোয়েটার, সাদা স্ল্যাকস্; লাল স্কার্ফে সমস্ত চুল ঢাকা; আর মুখটাকে লুকিয়ে রেখেছে প্রকাণ্ড একজোড়া কালো গগলস। গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল সে। গেটটা আপনাআপনি খুলে গেল। মৃদু গর্জন ছেড়ে দ্রুত চলে গেল গাড়িটা।

কটেজে ফিরে এসে টেবিলে আবার বসল রানা। চোখে প্রশ্ন নিয়ে টেনিসন তাকাচ্ছে দেখে বলল, 'মিসেস শার্লি আবার চলে গেলেন। নিশ্চয়ই কিছু ভুলে গেছেন।'

'হ্যাঁ। এটা-সেটা কিছু না কিছু ভুলে যাওয়া মেয়েদের একটা অভ্যাস। আমি একটা নোট রেখে এসেছি-মিস্টার ভারগাস সাতটার সময় ফিরবেন। নিশ্চয়ই সেটা দেখেছেন তিনি।'

‘তোমাকে আরও একটা দিই,’ বলে ফক্সের সামনে টেনিস বল আকৃতির একটা রসগোল্লা রাখল টেনিসন।

বিকেল চারটের দিকে বিদায় নিল ফক্স। টেনিসন দিবানিদ্রার কথা বলে দোতলায় উঠে গেল।

টেলিফোনে শাওনের সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা। শাওন জানাল, রানা এজেন্সির বিরুদ্ধে প্যারা সিটি পুলিশের বৈরি আচরণের বিশদ বিবরণ লিখে ল্যাঙলিতে পাঠিয়ে দিয়েছে সে।

রানা তাকে নির্দেশ দিল, ‘তোমাকে আরও একটা প্রতিবেদন লিখতে হবে। তাতে কী থাকবে বলে দিচ্ছি।’

পুলিশ চিফ ম্যাক্স হারপার যে রেড ব্রিগেডের রোকো কারাসিয়োর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, নতুন প্রতিবেদনে এটা রাখতে চাইছে রানা। তবে ম্যাডি গ্রেসের কাছ থেকে রিপোর্ট না পেয়ে রোকো এই মুহূর্তে কোথায় আছে তা সিআইএকে জানাতে চায় না।

তথ্য বা খবর সিআইএ থেকেও লিক হয়ে যেতে পারে।

সাতটা বাজল। টেনিসন খবর নিচ্ছে ডিনারের, কটেজ থেকে বেরিয়ে এসে আবার টাওয়ারে চড়ল রানা। রোলসরায়ে ফেরেনি। ধৈর্য ধরে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করার পর একটা ট্যাক্সি আসতে দেখল। সেটা থেকে জর্জ ভারগাস নামলেন। ড্রাইভারকে বিদায় করে চাবি দিয়ে গেট খুললেন, গাড়িপথ ধরে বাড়ির দিকে এগোচ্ছেন। রানা খেয়াল করল, গেটটা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি।

জর্জ ভারগাসের দিকে তাকিয়ে ভাবল, অভ্যর্থনা জানাবার জন্য স্ত্রীকে না দেখে ভদ্রলোক কি বিস্মিত হবেন? এ-ও ভাবল, সে গেছে কোথায়? বাড়ির বাইরে আছে ছয় ঘণ্টার বেশি হয়ে গেল।

কটেজে ফিরে রানা দেখল ক্রিম আর হার্ব সস দিয়ে পোচ করা স্যামন পরিবেশন করা হয়েছে টেবিলে।

'আমার ধারণা, মিস্টার সিং,' টেনিসন বলল, স্যামনের সঙ্গে শ্যাম্পেন খুব ভাল চলে। আইস বাকেটে একটা বোতল রাখতে বলে দিয়েছি।'

খেতে বসে নিজের বানানো একটা রহস্য গল্প শোনাতে হলো রানাকে। রাত ন'টার দিকে উত্তেজনাকর ঘটনার ভিতর দিয়ে শেষ হলো সেটা। ব্র্যান্ডি মেশানো কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে ওরা। ঠিক এই সময় দু'জনেই ঠাস করে একটা গুলির আওয়াজ শুনল।

কফির কাপ রেখে দিয়ে ঝট্ করে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। আওয়াজ এসেছে সামনের বাড়ি থেকে।

হতভম্ব টেনিসনকে টেবিলে রেখে কটেজ থেকে বেরিয়ে এল রানা, ড্রাইভওয়ে ধরে ছুটল গেটের দিকে। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে রাস্তা পেরুল, ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল জর্জ ভারগাসের র‍্যাঞ্চ হাউসের গেট। ড্রাইভওয়ে ধরে দালানটার দিকে ছুটছে।

সদর দরজার কাছে পৌঁছেছে রানা, খোলা দেখতে পাচ্ছে ওটা, দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল উইন ফক্স। থরথর করে কাঁপছে সে, চোখের মণি ঘুরছে, মুখের রঙ হয়েছে সীসার মত। 'ওহ, মিস্টার সিং...'

'শক্ত হও,' বলে তাকে ধরে ফেলল রানা। 'মিস্টার ভারগাস...স্টাডিতে,' হাঁপাচ্ছে ফক্স, হাঁটু ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে।

তাকে এক পাশে বসিয়ে দিয়ে বড়সড় লবিতে ঢুকল রানা। মোটাসোটা এক নিগ্রো মহিলা চেয়ারে বসে পরনের অ্যাপ্রন দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছে, ডুকরে কেঁদে ওঠার আওয়াজ বেরিয়ে আসছে গলা থেকে।

ভিতরের ছোট্ট উঠানটা পেরিয়ে এসে জর্জ ভারগাসের সটাডিতে ঢুকল রানা। দরজাটা খোলাই পেল ও।

বাতাসে বারুদের গন্ধ। বড় কামরাটার চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে, মাত্র কয়েকদিন আগে এখানে বসে ওর সঙ্গে কথা বলেছেন জর্জ ভারগাস।

ওর সামনে একটা বড় ডেস্ক। ডেস্কে বসে আছেন তিনি, ডেস্ক চেয়ারের উঁচু পিঠে বিশ্রাম নেওয়ার ভঙ্গিতে ঠেকে আছে মাথাটা, চোখে শূন্যদৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে

আছেন রানার দিকে। ডান দিকের কশ বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। পাউডার বার্ন কপালের ছোট্ট ফুটোটার রঙ নষ্ট করে দিয়েছে।

বারো

ডেস্কের দিকে এগেল রানা। মেঝেতে, কার্পেটের উপর, একটা পিস্তল পড়ে রয়েছে। আইবিএম কমপিউটারে টাইপ করছিলেন ভারগাস, লাইনগুলো স্ক্রিনে পড়া যাচ্ছে।

'এভাবে কেন বয়ে বেড়াই জীবনটাকে? মেয়েদের কাছে আমি অক্ষম। দু'দুটো বিয়ে নষ্ট করেছি। বেঁচে থেকে কী লাভ?'

সিধে হলো রানা, শুনতে পেল, 'মিস্টার সিং?'

ঘুরে তাকাতে ফক্সকে দেখতে পেল, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে হাত কচলাচ্ছে। 'তোমার মনিব মারা গেছেন,' বলল ও। 'এখানকার কিছু ধোরো না।' কামরা থেকে বেরিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিল। 'মিসেস শার্লি কোথায়?'

'মারা গেছেন? ওহ, মিস্টার সিং–তিনি আমাদের কত উপকার করেছেন!'

'নিজেকে শক্ত করো!' ধমকে উঠল রানা। 'শোনো, যে-ই এখন আসুক, পুলিশ ছাড়া আর কাউকে ওখানে ঢুকতে দিয়ো না।'

বোকার মত মাথা ঝাঁকাল ফক্স।

র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে বেরিয়ে রাস্তা পেরুলে রানা। গেটে ওর জন্য অপেক্ষা করছিল টেনিসন। কী ঘটেছে সংক্ষেপে বলল তাকে। তারপর কটেজে ফিরে টেলিফোন করল জর্জ ভারগাসের ম্যানেজার পিকেটি উডককে।

খবর শুনে তার প্রতিক্রিয়া হলো-'এ আমি বিশ্বাস করি না!'

'তারপরও ভদ্রলোক মারা গেছেন। কমপিউটারে একটা সুইসাইড নোট আছে, প্রেস লুফে নেবে। মিসেস শার্লি বাড়িতে নেই, পুলিশকে খবর দেওয়ার দায়িত্ব

আপনাকেই নিতে হবে,’ তাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

কটেজ থেকে বেরিয়ে এল ও। ইতিমধ্যে চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। কান পাতল রানা। হ্যা, রোলসরয়েস ইঞ্জিনের চাপা গর্জন ভেসে আসছে। তার মানে মিসেস শার্লি ফিরে এল।

ছুটে এসে ওয়াচ টাওয়ারে চড়ল রানা। তাড়াহুড়ো করায় দেখতে পেল গাড়ি থেকে শার্লি নামছে। ধীর পায়ে ধাপগুলো টপকে সদর দরজায় পৌঁছাচ্ছে। পোর্চ লাইট জ্বলছে, তাই তাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা।

দরজা খুলে দিল ফক্স, তারপর পিছিয়ে গেল। ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল শার্লি। বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

ফক্সের মুখে খবরটা শোনার সময় শার্লির কি প্রতিক্রিয়া হয় দেখতে পেলে হত। জর্জ ভারগাসকে কি ভালবেসেছিল সে, নাকি ইটালিয়ান পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে পালাবার জন্য বিয়ে করেছিল তাকে?

তারপর অকস্মাৎ মাথায় একটা চিন্তা এল। জর্জ ভারগাস বোকার মত আত্মহত্যা করায় তাঁর সমস্ত সম্পত্তি, কপিরাইট, সিনেমা স্বত্ব আর নগদ টাকার মালিক হবে শার্লি। তাঁর বিধবা হিসাবে দুনিয়ার সেরা ধনীদের একজন হয়ে উঠবে সে।

এই চিন্তার সূত্র ধরে রোকোর কথা মনে পড়ল। হার্ভে মিলানের কথা অনুসারে, কুখ্যাত ক্রাইম সিন্ডিকেট রেড ব্রিগেডের জন্য তহবিল সংগ্রহ করার উদেশ্য নিয়েই আমেরিকায় এসেছে রোকে। শার্লি তার স্ত্রী হওয়ায় জর্জ ভারগাসের বিপুল ধন-সম্পদ রেড ব্রিগেডকে নতুন করে গড়ে তোলার কাজে ব্যয় করা যাবে।

টাওয়ার থেকে নেমে কটেজের দিকে ফিরছে রানা, শুনতে পেল ফোন বাজছে। ভিতরে ঢুকে রিসিভার তুলল ও।

‘মিস্টার সিং, অপরপ্রান্ত থেকে টেনিসন বলল, ‘আমাদের মিস্টার হেরিংটন গুলির আওয়াজটা শুনেছেন। সেই থেকে ভয়ানক নার্ভাস হয়ে পড়েছেন তিনি। আমি তাঁর কাছে থাকছি। তাঁর ধারণা, এলাকায় একজন আততায়ী ঢুকে পড়েছে।’

‘বুঝেছি, তুমি তাঁকে বলো আমরা থাকতে কেউ ভিতরে আসতে পারবে না।’

‘ধন্যবাদ, মিস্টার সিং। আপনার কথা শুনে তিনি স্বস্তি পাবেন।’

রাত এগারোটায় গেটে পাহারা দেওয়ার ভান করছে রানা। প্রথমে একটা ক্যাডিলাক নিয়ে উডককে আসতে দেখল ও। দশ মিনিট পর দেখল একটা পুলিশ কার থেকে দু’জন ডিটেকটিভ নামছে—চার্লি ওয়েফার আর রিচি ডিলান। কারের পিছনে একটা ভ্যান গাড়ি, তাতে বিশ পঁচিশজন রাইফেলধারী পুলিশ।

ডিটেকটিভ দু’জন কী নিয়ে যেন হাসাহাসি করছে। রানার খুব রাগ হলো। তবে ওকে উল্টোদিকের গেটের ভিতর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দু’জনেই মুখের হাসি মুছে গম্ভীর হয়ে উঠল।

‘এই যে, এখানে কী করছেন আপনি?’ জানতে চাইল রিচি ডিলান।

ব্যাখ্যা করল রানা, ড্যানিয়েল হেরিংটনের বাড়িতে সিকিউরিটি গার্ডের সাময়িক দায়িত্ব পালন করছে। গুলির আওয়াজ শুনে সামনের বাড়িতে গিয়ে মিস্টার ভারগাসের লাশ দেখতে পায়, ম্যানেজার উডককে ফোন করে খবরটা জানায়।

‘প্রথমে পুলিশকে খবর দেননি কেন?’ জানতে চাইল চার্লি ওয়েফার।

‘পুলিশে খবর দেওয়ার দায়িত্ব ম্যানেজারের,’ বলল রানা।

‘ঠিক আছে, আপনার সঙ্গে পরে আমরা কথা বলব,’ জানাল ডিলান, খানিকটা যেন হুমকির সুরেই।

‘একটা কথা,’ বলে রানার দিকে এগিয়ে এল ওয়েফার।

‘একজন সিআইএ এজেন্টের সঙ্গে আপনাকে নাকি গল্প করতে দেখা গেছে। সত্যি নাকি?’

‘না, সত্যি নয়। ওখানে গল্প করার পরিবেশ ছিল না,’ বলল রানা। আমরা শুধু কুশল বিনিময় করেছি। ওই এজেন্টের কী নাম তা-ও আমি জানি না।’

‘আমরা যেটা জানতে আগ্রহী, রানা এজেন্সি সম্পর্কে কোন আলাপ হয়েছে কি না?’

‘নাহ! কেন!’

'ঠিক আছে, সাবধানে থাকবেন,' বলল ওয়েফার। 'মনে রাখবেন, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চাওয়ার পরিণতি কোনদিন ভাল হয় না।'

মাঝরাতের একটু পরেই জুলিয়াস ডিউটি দিতে চলে এল।

'স্কটের মুখে শুনলাম,' বলল সে। 'কী সাংঘাতিক, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'আমাদের বুড়ো মনিব গুলির শব্দ শোনার পর থেকে নিশ্চয়ই খোলসের ভেতর ঢুকে পড়েছেন?'

হেসে ফেলল রানা। 'তা বলতে পারো।'

'আজ দুপুরের দিকে সৈকতেও খানিক উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল,' বলে হেসে উঠল জুলিয়াস। 'কোন এক জোকার হারবারে একটা স্মোক বোমা ফাটিয়েছে। উফ, ভাই রে! মানুষের আতঙ্ক যদি দেখতে! লা পাজে বসে বিয়ার খাচ্ছিলাম, এই সময় ফাটে ওটা। দু'সেকেন্ডের মধ্যে যে যেখানে ছিল ছুটে পাগার পর। দেখে মনে হলো যুদ্ধ বেধে গেছে?'

রানা কোন উৎসাহ না দেখিয়ে বিদায় নিল। তোবড়ানো ক্যাডিলাক দূরের একটা পার্কিং লটে রেখে নিজের হোটেলে ফিরল ও। রাত তিনটে বাজে এখন। দরজা বন্ধ করে বিছানায় উঠতে যাবে, টেবিলের ফোনটা বেজে উঠল।

এক মুহূর্ত ফোনটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রানা। তারপর রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল। 'হ্যালো?'

'মিস্টার সিং?'

সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে উঠল রানার। 'জো, তুমি?'

'হ্যাঁ, মিস্টার সিং!'

'জো, আমি তোমার খোঁজ করেছিলাম। হো'র জন্য দুঃখিত। এত রাতে তুমি কোত্থেকে ফোন করছ?'

'মিস্টার সিং, আজ দুপুরের দিকে সেই লোক লা পাজ ছেড়ে ছেড়ে চলে গেছে। আগে যেমন মনে হয়েছিল মার্সিডিজে চড়ে পালিয়েছে, সেটা ঠিক নয়। হয়তো

পালিয়েছিল, তারপর আবার ফিরে আসে। কিন্তু আজ দুপুরে আবার তাকে আমি লা পাজ থেকে বেরুতে দেখেছি। সেই থেকে আপনার এই নম্বরে অনেকবার ফোন করেছি।'

'ঠিক কী দেখেছ খুলে বল তো আমাকে।'

'দেখলাম ওপরের জানালা থেকে কে যেন কিছু একটা ছুঁড়ে দিল। সেটা ফেটে যাওয়ায় প্রচুর ধোঁয়া বেরোয়। চারদিকে লোকজনের ছুটাছুটি শুরু হয়ে যায়। সবাই যখন দৌড়ে পালাচ্ছে, দাড়িঅলা লোকটা বেরিয়ে এসে একটা গাড়ির বুটে উঠে পড়ল। গাড়িটা বারের ঠিক বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল।'

'কী গাড়ি, জো?'

'একটা রোলসরায়েস। ওটা এক মেয়ে চালাচ্ছিল। দাড়িঅলা বুটে উঠতেই গাড়ি ছেড়ে দিল সে। আমি ছাড়া ওটা কেউ দেখেনি। ধোঁইয়ার জন্য সবাই ছুটে পালাচ্ছিল।'

'মেয়েটার মাথায় কি লাল স্কার্ফ ছিল, জো? চোখে বড় আকারের সানগ্লাস?'

'হ্যা, ছিল, মিস্টার সিং।'

'ঠিক আছে, এবার শোনো, জো...' লাইন কেটে গেল।

রিসিভার রেখে দিয়ে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। জর্জ ভারগাস হলিউডের উদ্দেশে রওনা হবার একটু পরেই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায় শার্লি। দুপুরের দিকে একবার ফিরে আসে সে, তবে পাঁচ মিনিট পরেই আবার বেরিয়ে যায়।

তারমানে রোকোকে র‍্যাঞ্চ হাউসে নিয়ে এসেছে শার্লি, গাড়ির বুটে লুকিয়ে।

জর্জ ভারগাস যখন হলিউড থেকে ফিরলেন, রোকো তখন বাড়ির ভিতরই কোথাও লুকিয়ে ছিল।

আত্মহত্যা?

নাহ্! জর্জ ভারগাস অবশ্যই আত্মহত্যা করেননি। রোকো কারাসিয়ো খুন করেছে তাকে।

তেরো

চেয়ারে বসে চিন্তা করছে রানা, যেভাবে যা ঘটেছে সব একটা সুতোয় গাথা হয়ে যেতে লাগল।

ধনকুবের জর্জ ভারগাসের সঙ্গে শার্লির (মিরান্ড কারসিয়োর) দেখা হলো রোমে, প্রথম দর্শনেই মেয়েটার প্রেমে পড়ে গেলেন। তাকে যে একাধিক হত্যার অভিযোগে পুলিশ খুঁজছে, এটা তিনি জানলেন না। চুল রঙ করে আর চোখে বড় আকারের সান গগলস পরে পুলিশী তল্লাশি এড়িয়ে থাকতে পারল শার্লি, তবে জানত জালটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। ভারগাস বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। শার্লি বিবাহিতা, তা সত্ত্বেও তার প্রস্তাব গ্রহণ করতে দ্বিধা করেনি সে। ভারগাসকে বিয়ে করার মাধ্যমে নিরাপদে ইটালি থেকে পালাবার উপায় হলো তার।

ওদিকে রোকো কারসিয়োকেও পুলিশ খুঁজছে। সে তার কুখ্যাত ক্রাইম সিন্ডিকেট রেড ব্রিগেডের জন্য তহবিল সংগ্রহের চেষ্টা করছিল। ভারগাসের বিধবা স্ত্রী হতে পারলে তার বিপুল ধন-সম্পদের মালিক বনে যাবে শার্লি, এই চিন্তাটা বোধহয় তার মাথাতেই প্রথম আসে। শার্লি ধন-সম্পদ পেয়ে গেলে রেড ব্রিগেডকে দাঁড় করানোর কাজে সে-সব ব্যবহার করা যাবে। যেভাবেই হোক, যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকে পড়ে রোকো, তারপর শার্লির সাহায্য নিয়ে বোম্বোটেদের দ্বীপে লুকিয়ে থাকে। শার্লির কাছ থেকেই জানতে পারে সে যে ভারগাস অক্ষম পুরুষ।

সন্ত্রাসী এই দম্পতি ধৈর্য হারায়নি। ছয় হপ্তা অপেক্ষা করার পর প্ল্যান ধরে কাজ শুরু করে তারা। উদ্দেশ্য ছিল ভারগাস বইটা লেখা শেষ করুন, তা হলে আরও প্রায়

এক কোটি ডলার বেশি আয় হবে। যেইমাত্র বইটা লেখা শেষ হয়েছে, আমনি শুরু হয়ে গেছে তাদের অ্যাকশন।

গোটা ব্যাপারটায় প্যারা পুলিশের অন্তত তিনজন পুলিশ জড়িত–ডিটেকটিভ রিচি ডিলান, ডিটেকটিভ চার্লি ওয়েফার আর পুলিশ চিফ ম্যাক্স হারপার স্বয়ং। সবাই মিলে ঘটনাটা ভালই সাজিয়েছে। তদন্তের নামে প্রহসন অনুষ্ঠিত হবে, বলা হবে এই মৃত্যুতে দ্বিতীয় কারও হাত থাকার কোন সম্ভাবনাই নেই। শার্লি ছিল ইয়ট নিয়ে সাগরে। ফক্স আর তার বউ সন্দেহের উর্ধ্বে। কাজেই–আত্মহত্যা।

কিন্তু রানা জানে খুনি হলো রোকো। আর এই মুহূর্তে র‍্যাঞ্চ হাউসের ভিতরেই কোথাও লুকিয়ে আছে সে।

বাড়িটা ঘিরে রেখেছে পুলিশ। নিশ্চয়ই তাদের উপর হুকুম আছে সাংবাদিকসহ বাইরের কেউ যাতে ভিতরে ঢুকতে না পারে সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

বিছানায় শুয়ে ঘুমাবার চেষ্টা করল রানা। জর্জ ভারগাসের ধন-সম্পত্তির মালিক হওয়াই যখন তাদের উদ্দেশ্য, রোকো বা শার্লি প্যারাডাইস লারাগো ছেড়ে এত তাড়াতাড়ি কোথাও যেতে পারছে না।

কাল সকাল থেকে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ শুরু করবে। রানা। রোকো কারাসিয়ো সত্যি সত্যি র‍্যাঞ্চ হাউসে আছে কিনা সেটাও নিশ্চিতভাবে জেনে নিতে হবে।

আত্মহত্যার খবরটা পরদিন সকালের কাগজে প্রধান শিরোনাম হলো। রুম সার্ভিসের দিয়ে যাওয়া কাগজটা পড়তে গিয়ে রানা দেখল সুইসাইড নোট প্রসঙ্গে কোথাও কিছু লেখা হয়নি। ধারণা করল, পিটার উডকক ব্যাপারটা ধামা চাপা দিয়েছে। রিপোর্টে আভাস দেওয়া হয়েছে, জর্জ ভারগাস অতিরিক্ত কাজ করছিলেন, ফলে স্নায়ুর উপর খুব চাপ ছিল। মিসেস শার্লি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এ-কথা বলে ম্যানেজার হিসাবে নিজের ঘাড়ে সব দায়িত্ব তুলে নিয়েছে উডকক, তারপর প্রেস আর টিভির শকুনগুলোকে সাক্ষাৎকার দিয়েছে ব্যারিয়ারের কাছে হেঁটে এসে।

বিকেলের দিকে পরিস্থিতি বোঝার জন্য প্যারাডাইস লারগোয়, ড্যানিয়েল হেরিংটনের বাগানবাড়িতে ফোন করল রানা। 'সামনের বাড়ির খবর কী, টেনিসন?'

'ভাল না, মিস্টার সিং,' বলল বাটলার। 'উইন ফক্স আর তার বউকে ওঁরা বিদায় করে দিয়েছেন।'

খবরটা রানাকে অবাক করেনি। ফক্স আর তার বউ আত্মগোপন করে থাকা রোকোর জন্য একটা হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে। 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। ম্যানেজার মিস্টার উডকক ওদেরকে বলে দিয়েছেন, এখনই তাদেরকে চলে যেতে হবে। কোন সময়ই দেওয়া হয়নি–জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে যাও। পনেরো বছর বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করার এই হলো প্রতিদান।'

'আর সব খবর কী?'

'মিস্টার উডকক বলেছেন, মিসেস শার্লি তাদেরকে আর চাকরিতে রাখতে চান না,' বকবক করে যাচ্ছে টেনিসন। 'তিনি সহানুভূতি জানিয়েছেন। ফক্সের মত তিনিও বিস্মিত।'

'এখন তা হলে বাড়ির কাজটাজ কে করবে?'

মিসেস শার্লি চলে না যাওয়া পর্যন্ত সেদিকটা ম্যাক গোয়েন দেখবে। মিস্টার ভারগাসকে মাটি দেওয়া হয়ে গেলে এস্টেট বিক্রি করে অন্য কোথাও চলে যেতে চাইছেন মিসেস শার্লি।'

'ম্যাক গোয়েন?' রানা যেন তাকে চেনে না। 'কে সে?'

'মিস্টার ভারগাসের ক্রুম্যান,' বলল টেনিসন। 'খুব খারাপ একজন নিগ্রো।'

'হুঁ। আর সব খবর, টেনিসনপুলিশ কি এখনও মিস্টার ? ভারগাসের বাড়ি ঘিরে রেখেছে?'

'ঘিরে রেখেছে মানে? একটা পিপড়েকে পর্যন্ত ঢুকতে দিচ্ছে না,' জানাল টেনিসন। 'ওহ, মিস্টার সিং!' কাতর একটা আওয়াজ করল সে।

আঁতকে উঠল রানা। 'কী হলো, টেনিসন?'

'না, আমার কিছু হয়নি, মিস্টার সিং,' আশ্বস্ত করল বাটলার। 'আপনি ডোমিঙ্গো এসপাডাকে চেনেন, লা পাজ বারের মেক্সিকান মালিককে?'

'হ্যাঁ, চিনি। কেন, কী হয়েছে?'

'নিজের লাল মার্সিডিজ নিয়ে আজ খুব সকালে প্যারাডাইস লারগোয় ঢোকে সে, পাশের সিটে ছিলেন পুলিশের ডিটেকটিভ রিচি ডিলান। গাড়িটা মিস্টার ভারগাসের বাড়ির সামনে থেমেছিল। তখন আমি আমাদের গেটের সামনেই ছিলাম। তারপর কী হয়েছে, বললেও আপনি বিশ্বাস করবেন না।'

'কী হয়েছে?'

'গাড়ির বনেট খুলে বেরিয়ে এল একটা ইন্ডিয়ান ছেলে,' বলল টেনিসন, হাতে প্রকাণ্ড একটা পিস্তল। জানালার পাশে ছুটে এসে ঠাস ঠাস করে দুটো গুলি করল সে। দুটোই এসপাডার মাথায় লাগে।'

'ওহ, গড!' বিড়বিড় করছে রানা। 'তারপর কী হলো? ছেলেটা?'

'সে লাফাচ্ছিল। আর চিৎকার করে বলছিল-মো, আমি বদলা, নিয়েছি! হো, শুনছিস ভাই, আমি বদলা নিয়েছি! আর তার পরই রিচি ডিলান তার পিস্তল দিয়ে ছেলেটার কপাল ফুটো করে দিল।'

জো'র জন্য বুকটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল রানার। 'আবার দেখা হবে,' বলে ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

কাপড়চোপড় পরে হোটেল থেকে বেরুবার প্রস্তুতি নিচ্ছে, নক হলো দরজায়। পিস্তলটা হাতে চলে এল, দরজার পাশ থেকে জানতে চাইল, 'কে?' ভাবল পুলিশ নাকি?

'খোলো, হে, হ্যান্ডসাম!' পরিচিত কণ্ঠস্বর। ম্যাডি গ্রেস!

দরজা খুলে দিল রানা। ওকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ভিতরে ঢুকল গ্রেস। উত্তেজনায় চোখ মুখ জ্বল-জ্বল করছে।

‘কী বলছি মন দিয়ে শুনবে,’ বলল সে, ধপ করে বসে পড়ল একটা চেয়ারে। ‘যে মাইক্রোফোনটা তুমি দিয়েছিলে আমাকে। তোমার কথা মত এসপাডার অফিসে ফিট করেছিলাম ওটা। ওরা কে কী বলে শুনেছি।’ বড় করে দম নিল। ‘ওই মাইক্রোফোনটা ছিল বলে, তা না হলে এখানে আমি থাকতাম না। থাকতাম ফাটা মাথা থেকে বেরিয়ে আসা মগজ নিয়ে সাগরে তলায়।’

বোকার মত তার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। ‘কী বলছ?’

‘ওই শালার সানঅভআবিচ এসপাডা আমাকে খুন করার প্ল্যান করছিল! টেপ চালিয়ে শুনলাম বদমাশ নিগার গোয়েনটাকে সে বলছে, আমার মাথায় বাড়ি মেরে আমাকে হারবারে ফেলে দিতে হবে।’ হঠাৎ হাসল গ্রেস। এ এমন এক হাসি, বোধহয় গোক্ষুরেরও ঈর্ষা হবে। তবে কমপিটিশনে তাকে আমি হারিয়ে দিয়েছি। সে এখন মরা লাশ, আর আমি বহাল তবিয়তে বেঁচে।’

‘ঠিক কী বলতে চাইছ, গ্রেস?’

‘ওই যান্ত্রিক ছারপোকাটা দিয়ে, হরভজন, তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। আর, ইচ্ছে করলে এখন তুমি মিসেস শার্লির জীবনটাও বাঁচাতে পারো।’

‘মানে? মিসেস শার্লির জীবন?’

‘রোকো আর এসপাডার দীর্ঘ আলাপ শুনেছি আমি। যা বলছি শোনার আগে নিজেকে শক্ত করো, তা না হলে হার্ট অ্যাটাক করতে পারে। ওদের কথা শুনে পরিষ্কার জানা গেছে; শার্লির যমজ এক বোন আছে। ওরা হুবহু একই রকম দেখতে। শর্লি আর মিরান্ডা। রোকের সঙ্গে ওটা বডিগার্ড নয়, পুরুষের ছদ্মবেশ নিয়ে তার স্ত্রী। বুঝতে পারছ?’

ধাঁধার সর্বশেষ সূত্র পাওয়া গেল, ফলে এখন সব খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। জঙ্গলের তাঁবুতে বিছানা ছিল দুটো; যে ছেলেটিকে রোকো আর গোয়েনের সঙ্গে ইয়ট ত্যাগ করতে দেখেছিল ও, তরুণ বডিগার্ডের ছদ্মবেশ নিয়ে সে ছিল মিরান্ডা।

হঠাৎ একদম শান্ত আর সতর্ক হয়ে গেছে রানা। ‘বলে যাও।’

'আমরা কত চালাক, এ-কথা বলে নিজেরা হাসাহাসি করেছে ওরা। শার্লির জায়গাটা যেহেতু মিরান্ডা দখল করবে, তাই ডিউ ফন্টেনকে সরিয়ে দেয়। কারণ শার্লির খুব ঘনিষ্ঠ ছিল সে, শার্লির ভূমিকায় মিরান্ডার অভিনয় ঠিকই ধরে ফেলত।'

'তারপর?'

'তারপর মিরান্ডা ফোন করল শার্লিকে, তাকে একবার লা পাজে চলে আসতে বলল। শার্লি তার বোনের যে-কোন কাজে এক পায়ে খাড়া। শার্লিই তো ইটালি থেকে পালাবার সমস্ত খরচ যুগিয়েছে, তারপর তাদেরকে নির্জন একটা দ্বীপে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছে।'

'লা পাজে শার্লি আসার পর ওরা তাকে একটা ঘরে ঢুকিয়ে তালা দিয়ে রাখে। মিরান্ডা এরপর শার্লির কাপড়াচোপড় পরে, তারপর রোলসরয়েসের বুটে রোকোকে নিয়ে জর্জ ভারগাসের বাড়িতে গিয়ে ওঠে। ব্যারিয়ার পেরুতে তার কোন সমস্যা হয়নি। তাকে দেখে গার্ড ভেবেছে শার্লি।

'এরপর রোকোকে বাড়ির ভেতর রেখে বেরিয়ে পড়ে মিরান্ডা, অ্যালিবাই তৈরি করার জন্য গোয়েনের সঙ্গে ইয়টে চড়ে সাগরে চলে যায়। জর্জ ভারগাসকে রোকো খুন করার পর মিরান্ডা ফিরে আসে। আধাবুড়ো মিনসেটা, উডকক, তাকে শার্লি বলে মনে করে। সমস্ত বিশৃংখলা আর প্রেস, সে-ই সামলায়। কাল রাতে শার্লিকে র‍্যাঞ্চ হাউসে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে গোয়েন। তাকে ড্রাগ দিয়ে রাখা হয়েছে। সে, মিরান্ডা, রোকো আর গোয়েন-সবাই এখন ওখানে।'

'তুমি ঠিক জানো? শার্লি আর মিরান্ডা যমজ-হুবহু একই রকম দেখতে?'

'হুবহু, হুবহু! মিরান্ডাকে আমি আড়াল থেকে এক পলক দেখেছি। শার্লির সঙ্গে কোন পার্থক্যই নেই। এবার গোয়েনকে আমার কথা এসপাডা কী বলেছে শোনো। জর্জ ভারগাসের প্রাক্তন স্ত্রী হিসাবে আমি গোলমাল পাকাতে পারি, তাদের কাছ থেকে ভাগ চাইতে পারি, তাই সে সময়-সুযোগ মত আমাকে খুন করার নির্দেশ দেয়। এই না হলে সুইট বয়ফ্রেন্ড!' ঠাণ্ডা, গা শিউরানো হাসি দেখা গেল তার মুখে। 'তাই সে আমার ব্যবস্থা করার আগে আমিই তার বাবস্থা করেছি।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা। 'ব্যবস্থা করেছ...মানে?'

'আমি জানতাম এসপাডাই ওই ইন্ডিয়ান ছেলে দুটোকে খুন করেছে। কাজেই জো'কে খুঁজে বের করি আমি। তার হাতে এসপাডার একটা পিস্তল ধরিয়ে দিই। শুধু একটা অস্ত্রই দরকার ছিল জো'র।' আবার হাসল গ্রেস।

'গড।'

'যাবার আগে তোমার জন্যে আরও একটা ছোট্ট চমক আছে, হ্যান্ডসাম,' চেয়ার ছেড়ে বলল গ্রেস। 'চোরাচালানের আয় এসপাডা কোথায় লুকিয়ে রাখত জানা ছিল আমার। উঁকি দিয়ে দেখি, প্রচুর-সারা জীবন আমাকে আর খাওয়া-পরার চিন্তা করতে হবে না। তাই তোমার কাছ থেকে টাকাটা আমি নিচ্ছি না।'

দরজা বন্ধ করে পায়চারি শুরু করল রানা। রোকো আর মিরান্ডার ব্যবস্থা যেমন করা দরকার, তেমনি ওদের হাত থেকে শার্লিকেও উদ্ধার করা দরকার। সন্দেহ নেই শার্লিকে দিয়ে চেকবই আর দলিলে সই করিয়ে নিয়ে তাকে মেরে ফেলবে রোকো।

সবচেয়ে বড় বাধা পুলিশ। বাড়িটাকে তারা ঘিরে রেখেছে। শুধু রোকো আর মিরান্ডাকে পাহারা দেওয়ার জন্য। গোপনে কেউ যদি জর্জ ভারগাসের বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করে, দেখতে পেলে বিনা নোটিশে গুলি করে ফেলে দেওয়া হবে তাকে।

শাওনের পাঠানো রিপোর্ট দুটো সিআইএ হেডকোয়ার্টারে নিশ্চয়ই পৌঁছেছে। তবে সেগুলো ইতিমধ্যে কেউ পড়েছে কিনা বলা মুশকিল। এ-সব ব্যাপারে কিছুটা সময় লাগে। অনেক সময় কোথায় কী অন্যায় ঘটছে জানার পরও অ্যাকশন নিতে দেরি হয়ে যায়-অভিযোগ সত্যি কিনা খোঁজ নিতে, উর্ধর্বতন কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হওয়ায়, লোকবলের অভাবে। তা ছাড়া, এক্ষেত্রে, স্বয়ং সিআইএ চিফ নিজেই শোকে মুষড়ে পড়েছেন-মাত্র ক'দিনের ব্যবধানে প্রথমে বোন, তারপর ভাইকে হারিয়েছেন ভদ্রলোক।

নিজেকে খাঁচায় বন্দি বাঘের মত, অসহায় লাগছে রানার। তারপর হঠাৎ এক লোকের কথা মনে পড়তে সমস্যার সম্ভাব্য একটা সমাধান উঁকি দিল মনে।

এফবিআই-এর একটা সুনাম আছে, ইনফর্মারকে সব সময় প্রোটেকশন দেয় তারা। এফবিআই-এর ডিপুটি ডিরেক্টর হার্ভে মিলানকে সৎ আর যোগ্য লোক বলেই মনে হয়েছে ওর। এই জটিল পরিস্থিতি তার পক্ষে সামলানো সম্ভব, সেই সঙ্গে হরভজন সিংকে প্রয়োজনীয় কাভারও সে দিতে পারবে বলে মনে হয়।

মিলানের ফোন নম্বর সংগ্রহ করে ডায়াল করল রানা। সে লাইনে আসতে বলল, 'মিস্টার মিলান, আমি হরভজন। আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার হোটেলে চলে আসেন, প্লিজ। ব্যাপারটা ইমার্জেন্সি।'

'দেখুন, মিস্টার সিং, আমি একটা জরুরি কাজ করছি,' জবাব দিল মিলান। 'কী এমন ইমার্জেন্সি...'

'ফোনে বলা যাবে না, মিস্টার মিলান। ব্যাপারটা সেই ইটালিয়ানকে নিয়ে,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

সন্ধ্যার দিকে রানার হোটেলে চলে এল এফবিআই অফিসার হার্ভে মিলান। 'কী নিয়ে এত হাঙ্গামা?'

প্রথমেই বলে নিল রানা, যে তথ্যটা ও দিতে যাচ্ছে সেটার উৎস একজন ইনফর্মার। মুখ খোলার আগে নিশ্চয়তা চায়, সম্ভাব্য সব রকম কাভার বা নিরাপত্তা দিতে হবে ওকে।

'রোকো?'

'হ্যাঁ। আমি জানি এই মুহূর্তে কোথায় আছে সে। তবে কাভার না পেলে আর একটা কথাও বলছি না।'

'কথা দিলাম, সব রকম কাভার দেওয়া হবে আপনাকে,' বলল মিলান, তার চোখ জোড়া শিকারী বিড়ালের মত চকচক করছে। 'কোথায় সে?'

মুখোমুখি চেয়ারে বসে গল্পটা বলে গেল রানা। রানা এজেন্সি জর্জ ভারগাসের কেস পেল, এখান থেকে শুরু করল ও। অজ্ঞাতপরিচয় সন্ত্রাসীদের চোরাগোপ্ত হামলা, পুলিশের হয়রানি, গিল্টি মিয়ার গুলি খাওয়া, রানা এজেন্সির ডিরেকটর মাসুদ রানার উপর পুলিশের হামলা ইত্যাদি সবই বলল, তবে নিজের পরিচয় আর ভূমিকা উল্লেখ

না করে। এরপর হরভজন সিংকে মঞ্চে আনল ও, টাইগার প্রাইভেট আই-এর একজন অপারেটর হিসাবে। বোম্বোটেদের দ্বীপটায় রোকোকে দেখতে পায় সে, তবে তখন চিনতে পারেনি।

মিলানের চোখ-মুখে সতর্ক ভাব দেখে বোঝা গেল, রানার কথা বিশ্বাস করছে না সে; ধরেই নিয়েছে হরভজন সিং-এর আড়ালে মানুষটা আসলে মাসুদ রানা। তবে, জানে ও, কথা যখন দিয়েছে সেটা অবশ্যই রক্ষা করবে সে।

গল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে দুই যমজ বোনের কথা ব্যাখ্যা করল রানা। বলল ডিউ ফন্টেনকেও সম্ভবত খুন করা হয়েছে, খুন করা হয়েছে জর্জ ভারগাস, নেসটার, মো, হো আর জো নামে তিন ইন্ডিয়ান ছেলেকেও। পুলিশের পচে যাওয়ার বিষয়টাও তুলল। সবশেষে জর্জ ভারগাসকে রানা এজেন্সি সম্পর্কে কী বলেছিল সে, সেটা ব্যাখ্যা করল। ফলশ্রুতিতে ভাই টনি, অর্থাৎ সিআইএ চিফকে জর্জ ভারগাস হয়তো কিছু বলেছিলেন। একজন সিআইএ এজেন্ট তাকে, হরভজনকে, রানা এজেন্সির সঙ্গে যোগাযাগ করতে বলে, প্রতিশ্রুতি দেয়-পুলিশী হয়রানি সম্পর্কে অভিযোগ করা হলে তদন্ত করে দেখা হবে।

রানা থামতে চেয়ারে হেলান দিল মিলান, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। 'আপনি এ-ব্যাপারে নিশ্চিত?'

'হানড্রেড পার্সেন্ট। রোকো আর তার স্ত্রী মিরান্ডা এই মুহূর্তে জর্জ ভারগাসের র‍্যাঞ্চ হাউসে রয়েছে। শার্লিকে বন্দি করে রেখেছে তারা। এস্টেটটা বিক্রির ব্যাবস্থা চুরান্ত হয়ে গেলে শার্লিকে দিয়ে একগাদা চেক সই করিয়ে নিয়ে পালাবে। ভারগাছের ইয়ট তো আছেই, আর কিউবা এখান থেকে বেশি দূরে নয়। ওখানে একবার পৌঁছাতে পারলে সমস্ত টাকা ইটালিতে পাচার করতে কোন সমস্যা হবে না।'

ঝাড়া এক মিনিট চিন্তা করল মিলান, তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'কীভাবে কী করতে হবে সব আমি সাজিয়ে ফেলেছি। চিন্তা করবেন না, পুলিশের আক্রোশ থেকে আপনাকে ফুল প্রোটেকশন দেয়া হবে। সিআইএ-র সঙ্গেও কথা বলব আমি। তবে

পুলিশকে এখনই কিছু বুঝতে দেয়া উচিত হবে না। আজ রাতেই এফবিআই-এর কিছু লোক আনাচ্ছি আমি, আড়াল থেকে র‍্যাঞ্চ হাউসটার ওপর নজর রাখবে তারা।'

'ওরা কিন্তু সহজে ধরা দেবে না, প্রচণ্ড গেল গুলি হবে।'

নেকড়ের হাসি দেখা গেল মিলনের ঠোঁটে। 'তাতে বরং মামলার খরচ বাঁচবে, তাই না?'

ড্যানিয়েল হেরিংটনের বাগানবাড়িতে ডিউটি শুরু হবে রাত বারোটা থেকে, কিন্তু সন্ধ্যার একটু পরেই চলে এল রানা। বডিগার্ড জুলিয়াস আর বাটলার টেনিসনয়কে বলল, 'সময় কাটে না, একঘেয়ে লাগছিল, তাই তোমাদের সঙ্গে গল্প করতে চলে এলাম।'

এক টেবিলে বসে উইন ফক্স দম্পতির দুর্ভাগ্য নিয়ে আলোচনা করল ওরা। টানিসন বলল, 'ধনী লোকদের সবচেয়ে খারাপ গুণ হলো খামখেয়ালিপনা। কখন কী করবে কেউ বলতে পারে না।'

প্রসঙ্গটা বদল করার জন্য তাকে একটা গোয়েন্দা গল্প শোনাল রানা। গল্পটা শেষ হতে টেনিসন ডিনার তদারক করতে চলে, আর জুলিয়াস গেল গেট থেকে একবার ঘুরে আসতে। এই সুযোগে বাগানে বেরিয়ে এসে টাওয়ারে উঠল রানা।

র‍্যাঞ্চ হাউসের লিভিংরুমে আলো দেখা যাচ্ছে, তবে সবগুলো পর্দা টানা। ভাবল ওই পরদাগুলোর আড়ালেই রোকো আর মিরান্ডা রয়েছে কিনা। অপেক্ষা করছে রানা। দেখা যাক কী ঘটে।

কিছুই ঘটছে না। বারো মিনিট পর লিভিংরুমের আলোটা নিভে গেল, তারপর জ্বলাল র‍্যাঞ্চ হাউসের দূর প্রান্তের একটা কামরার আলো। শার্লির বেডরুম ওটা?

এই সময় ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনল রানা। প্যাচানো লোহার সিঁড়ি থেকে একটু ঝুঁকে তাকাতে র‍্যাঞ্চ হাউসের গেটে গাড়িটাকে থামতে দেখল। এখান থেকে ওটার ছাদ দেখতে পাচ্ছে ও।

গাড়ি থেকে নামল ম্যাক গোয়েন। লাল বোতামটায় চাপ দিয়ে। অপেক্ষা করছে সে। গেট খুলে গেল। গাড়িতে উঠে ড্রাইভওয়েতে চলে এল। গেট আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

দালানের বাইরের একটা আলো জ্বলে উঠল, বাড়ির সামনে গাড়িটা থামল। এক সেকেন্ড পর সদর দরজা খুলে গেল।

দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে রোকো!

ভুল হওয়ার কোন অবকাশ নেই। সেই চওড়া কাঁধ, শক্ত সমর্থ গড়ন, মাঝারি আকৃতি। তার উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে কিছু বলল নিগ্রো ম্যাক গোয়েন, সঙ্গে সঙ্গে বাইরের আলোটা নিভে গেল। অন্ধকারে চোখ জ্বালার চেষ্টা করল রানা। তবে গাড়ির অস্পষ্ট আকৃতি ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না।

তারপর আবার লিভিংরুমের আলো জ্বলল।

পনেরো মিনিট পর শার্লির পাশের কামরার পর্দা আলোকিত হয়ে উঠল। তবে মাত্র কয়েক মিনিট পর বাড়ির সব আলোই নিভে গেল। টাওয়ারের সিঁড়ি থেকে নেমে এল রানা।

ডিউটি শেষ করে পরদিন দুপুর একটায় পিটার উডককের অফিসে চলে এল রানা। অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করে তার সঙ্গে দেখা করা যায় না, সেক্রেটারি বাধা দেওয়ায় একরকম জোর করেই ভিতরে ঢুকে পড়ল।

বিরাট একটা চুরুট ফুঁকছে উডকক। চোখে সন্দেহ নিয়ে তাকাল। 'কী ব্যাপার, মিস্টার সিং?'

আরামদায়ক একটা চেয়ার বেছে নিয়ে বসল রানা। 'মিসেস ভারগাস,' বলল ও। 'আপনার ক্লায়েন্ট তো?'

মাথা ঝাঁকাল উডকক। 'হ্যাঁ, অবশ্যই। কেন, কী হয়েছে?' ধৈর্য হারিয়ে হাতঘড়ি দেখল। জরুরি একটা লাঞ্চ ডেট আছে আমার।'

‘এটা তাড়াহুড়ো করার ব্যাপার নয়, আবার আপনার না শুনলেও চলে না। আপনি কি জানতেন মিসেস ভারগাসের যমজ এক বোন আছে, হুবহু একই রকম দেখতে?’

চোখ মিটমিট করল উডকক। ‘না। জানাটা কী গুরুত্বপূর্ণ?’

‘যমজটা হল মিরান্ডা রোকো, ইটালিয়ান সন্ত্রাসী, যার বিরুদ্ধে একাধিক খুনের অভিযোগ আছে। তার স্বামী রোকো কারাসিয়োও একজন সন্ত্রাসী, কুখ্যাত রেড ব্রিগেডের লিডার। আমার কাছে প্রমাণ আছে, সে-ই জর্জ ভারগাসকে খুন করেছে।’

প্রকাণ্ড দেহী উডককের নিতম্বে পেরেক গাথলেও বোধহয় এরকম প্রতিক্রিয়া হত না। লাফ দিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে চেয়ার থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম করল সে। মুখ লাল হয়ে উঠেছে, চোখ বিস্ফারিত। ‘মদ খেয়ে মাতলামি হচ্ছে?’ ঘেউ ঘেউ করে উঠল। ‘এ-ধরনের একটা কথা বলার সাহস পেলেন কোথেকে?’

‘এফবিআই সব জানে, আজ রাতে অ্যাকশন নেবে তারা।’

‘গুড গড!’ দপ করে নিভে গিয়ে চেয়ারে ডুব দিল উডকক, সিল্কের রুমাল দিয়ে মুখ মুছছে।

‘গল্পটা একটু জটিল’ বলল রানা। আপনাকে বরং প্রথম থেকেই শোনাই। সব শেষে গোটা ব্যাপারটা সাংঘাতিক পাবলিসিটি পাবে। নিঃসন্দেহে বলা যায় জর্জ ভারগাসের বইয়ের কাটতি কয়েক গুণ বেড়ে যাবে। কাজেই গোটা ব্যাপারটা সামলানোর জন্যে আপনিই উপযুক্ত ব্যক্তি।’

নিজের স্বার্থ আছে বুঝতে পেরে নড়েচড়ে বসল উডকক।

হার্ভে মিলানকে যা বলেছে, তাকেও তাই বলল রানা। উপসংহার টানল এভাবে, ‘ছবিটা এখন এরকম: ক্রিমিনাল দু’জন শার্লি ভারগাসকে তারই বাড়িতে বন্দি করে রেখেছে। জর্জ ভারগাস মারা যাবার পর ওই বাড়িতে যে মেয়েটার সঙ্গে আপনার দেখা হয় সে শার্লি ছিল না, ছিল মিরান্ডা।’

‘ধুত্তোর! আমি কসম খেয়ে বলতে পারি কথা বলেছি মিসেস শার্লির সঙ্গে।’

‘একই চেহারার যমজ। তা ছাড়া, তাকে আপনি অল্প আলোয় দেখেছেন; সে-সময় খানিকটা উদ্ভ্রান্তও ছিলেন। শার্লিকে অবশ্যই খুন করা হবে, তাকে দিয়ে চেকগুলো সই করিয়ে নেয়ার পর।’

‘আপনার কথা যে সত্যি, তার কিছু লক্ষণ এখন আমার কাছেও ধরা পড়ছে। এই মেয়েলোকটা আজ সকালে ফোন করেছিল আমাকে। গলা শুনে মনে হলো হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত। বলল যে তার স্বামীকে কবর দিতে যেতে পারবে না, যা কিছু সব আমাকেই সামলাতে হবে। দু’একদিনের মধ্যে মিস্টার ভারগাসের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করার কাজ শেষ করতে বলল। বলল, তাকে যেন কোনভাবে বিরক্ত করা না হয়। সে একা শোক পালন করবে।’

‘এটাই স্বাভাবিক,’ বলল রানা। কয়েকশো লোকের সামনে বেরুতে সাহস পাচ্ছে না মিরান্ডা। এমনকী আরেকবার আপনার সামনে আসার ঝুঁকিও নিতে চাইছে না।’

‘গুড গড!’ রুমাল দিয়ে আবার মুখ মুছল উডকক বলল রানা।

‘আপনার কাছে আমি দুটো কারণে এসেছি, মিস্টার উডকক,’ বলল রানা। ‘এক, জর্জ ভারগাসের সয়-সম্পত্তি বেচা-বিক্রির যে কাজটা শুরু হয়েছে, সেটা বন্ধ করে দিন। কোন কিছুই কাউকে হস্তান্তর করা যাবে না।’

‘হ্যাঁ, অবশ্যই।’

‘আরেকটা বিবেচ্য বিষয় হলো মিসেস শার্লি। আমার ধারনা তাকে ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। গোলাগুলি থেমে যাবার পর তার সব দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে।’

‘এক মিনিট, মিস্টার সিং,’ বাধা দিল উডকক। ‘দয়া করে এই অনুরোধটা আমাকে করবেন না।’

‘অনুরোধ করতে হবে কেন! শার্লি আপনার ক্লায়েন্ট, কাজেই এটা তো আপনারই দায়িত্ব...’

রীতিমত হাত জোড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করল উডকক। ‘প্লিজ! এ আমি পারব না।’

‘কী পারবেন না?’

‘গোলাগুলিকে আমার ভীষণ ভয়, মিস্টার সিং,’ বলল উডকক। ‘অপারেশনের সময় আপনি আমাকে র‍্যাঞ্চ হাউসের পাঁচ মাইলের মধ্যেও পাবেন না।’

‘কী আশ্চার্য! তা বললে চলবে কেন।’

‘খুব চলবে। বলে দিচ্ছি কীভাবে চলবে। রোকো আর মিরান্ডাকে যখন অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাওয়া হবে তখন আমার প্রতিনিধি হিসাবে আপনি উপস্থিত থাকবেন ওখানে। প্রেস পৌঁছানোর আগে আপনি মিসেস শার্লিকে অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাবেন। আপনি একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর, কাজেই আপনিই পারবেন তার নিরাপত্তার দিকটা দেখতে। কাজটা কীভাবে করবেন এখন থেকে ভাবতে শুরু করুন।’

না বললেও চলত, কারণ এরই মধ্যে ভাবতে শুরু করে দিয়েছে রানা। ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল লেমন টাইগারের চেহারা, একটা হেলিকপ্টার, শেরাটন হোটেলের ছাদে কপ্টারের ল্যান্ডিং প্যাড। ‘ঠিক আছে, দায়িত্বটা নিতে পারি আমি,’ বলল ও। ‘তবে সে জন্যে লিখিত অথরিটি দরকার হবে আমার। তাতে আপনি বলবেন, মিসেস শার্লি প্রতিনিধিত্ব করছি আমি।’

‘সেটা কোন সমস্যা নয়।’

চোদ্দো

জিরো আওয়ার ধরা হয়েছে রাত তিনটে।

কিন্তু তার আগেই পরিস্থিতি পাল্টে যেতে শুরু করল। বিশ্বাসঘাতকতার আভাস পাচ্ছে রানা।

এফবিআই ডিপুটি ডিরেক্টর হার্ভে মিলান অনুরোধ করল, শার্লি ভারগাসের প্রতিনিধি হিসাবে, তা ছাড়া র‍্যাঞ্চ হাউসের ভিতরটা ওর দেখা আছে বলেও, কনফারেন্স রুমে হরভজন সিং-এর উপস্থিত থাকা দরকার। আলোচনা বৈঠকটা বসবে সিটি মেয়রের অফিসে।

ছয় দরজার কনফারেন্স রুমে ঢুকেই একটা ধাক্কা খেল রানা। ওকে বলা হয়েছে মেয়রের সভাপতিত্বে অপারেশনের প্ল্যানটা চূড়ান্ত করা হবে, আলোচনায় অংশগ্রহন করবে এফবিআই আর সিআইএ অফিসাররা। কিন্তু ওকে অভ্যর্থনা জানাল প্যারা সিটি পুলিশের ডিটেকটিভ চার্লি ওয়েফার আর রিচি ডিলান। শুধু তাই নয়, রানা দেখল মেয়রের ডানপাশের চেয়ারটা দখল করে বসে রয়েছে শহরের পুলিশ-চিফ ম্যাক্স হারপার।

পুলিশ-চিফ আর তার অফিসারদের চোখে কঠিন দৃষ্টি, চেহারায় আক্রোশ। মেয়রের বা দিকে নত মস্তকে বসে আছে এফবিআই-এর হার্ভে মিলান। তার ভাব দেখে মনে হলো, রানার সঙ্গে বেঈমানী করে এখন সে অনুতপ্ত, কিংবা হয়তো যেভাবেই হোক পরিস্থিতিটা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় মুষড়ে পড়েছে।

আলোচনার সূত্রপাত করল মিলানই। জানাল, যে গোপন তথ্যটা প্রকাশ করেছে তার উৎস একজন ইনফর্মার। ইনফর্মার সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলা হলো না। কনফারেন্সে হরভজন সিং-এর উপস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলল, রোকো আর

মিরান্ডাকে অ্যারেস্ট করার পর মিসেস ভারগাসকে রিপোর্টারদের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ওকে।

মেয়রের অনুরোধে র‍্যাঞ্চ হাউসের একটা ম্যাপ এঁকে দিল রানা। একটা ক্রস চিহ্ন দেখিয়ে বলল, সম্ভবত ওখানেই মিসেস শার্লিকে রাখা হয়েছে। ব্যাখ্যা করল গেটের ইলেকট্রনিক কন্ট্রোলটা কীভাবে কাজ করে।

দীর্ঘ আলোচনার পর ঠিক হলো, গেট দিয়ে নিঃশব্দে ঢোকার জন্য প্যারাডাইস লারগোর বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হবে। সবশেষে মেয়র স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন, এটা পুলিশী অপারেশন-এফবিআই বা সিআইএ এজেন্টদের অংশগ্রহণের কোন অবকাশ বা প্রয়োজন নেই।

বলা হলো, এরই মধ্যে র‍্যাঞ্চ হাউসটা ঘিরে ফেলেছে পুলিশ। সময় হলে দশজন সশস্ত্র পুলিশ ঝড়ের বেগে র‍্যাঞ্চ হাউসে ঢুকে পড়বে।

এরপর আবার হরভজন সিংকে প্রশ্ন করা হলো। উত্তরে বলল ও, জিরো আওয়ারে র‍্যাঞ্চ হাউসের মাথায় একটা হেলিকপ্টার চলে আসবে। কপ্টার পাইলটের পাশে থাকবে ওর বস, লেমন টাইগার। শার্লি মুক্ত হওয়া মাত্র তাকে নিয়ে শেরাটন হোটেলের হেলি প্যাডে চলে যাবে ও। ওখানে শার্লির জন্য আগে থেকেই অপেক্ষা করে থাকবেন জর্জ ভারগাসের ম্যানেজার পিটার উডকক।

রানার জবাব দেওয়া তখনও শেষ হয়নি, একজন আরদালি এসে কানে কানে কী যেন বলতে কনফারেন্স রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন সভাপতি, অর্থাৎ মেয়র। যেন কোন অদৃশ্য ইঙ্গিতে তাঁর পিছু নিয়ে বেরিয়ে গেল এফবিআই ডিপুটি ডিরেক্টর মিলানও।

কনফারেন্স রুমে একা হয়ে গেল রানা, বাকি যারা রয়েছে তারা সবাই ওর পরম শত্রু-পুলিশ।

গোটা ব্যাপারটা যে সাজানো একটা ষড়যন্ত্রের অংশ, ধীরে ধীরে সেটা আরও পরিষ্কার হয়ে উঠছে।

'আপনি হরভজন সিং না ঘোড়ার ডিম!' রোষ কষায়িত নেত্রে রানার দিকে তাকিয়ে আছে পুলিশ চিফ ম্যাক্স হারপার।

ধীরে ধীরে দাঁড়াল রানা। লক্ষ করল দুই ডিটেকটিভ, চার্লি ওয়েফার আর রিচি ডিলান নিজেদের চেয়ার ছেড়ে ওর দু'পাশে চলে এসেছে, দু'জনের হাতেই পিস্তল।

'আপনি সেই পুরানো পাপী, মাসুদ রানা!' হিস হিস করে আবার বলল ম্যাক্স হারপার। 'রিচি, চার্লি—উঠানে নিয়ে গিয়ে ওর মাথায় গুলি কর । বলা হবে সারেন্ডার করতে বলায় পিস্তল বের করে, তারপর ক্রসফায়ারে মারা গেছে । কুইক!'

দ্রুত তল্লাশি চালিয়ে রানার শোল্ডার হোলস্টার থেকে পিস্তল আর বগলের নীচ থেকে ছুরিটা বের করে নিল ডিটেকটিভ ওয়েফার । পিছন থেকে ওর শিরদাঁড়ায় পিস্তলের মাজল চেপে ধরল ডিলান।

'হাঁটো, রানা,' বলল ওয়েফার। 'উঠানটা কাছেই।'

সার্চ করে পিস্তল আর ছুরি নিয়ে নিলেও, রানার কাছে দু'একটা অস্ত্র এখনও রয়ে গেছে। ওর হাতঘড়ি রোলেক্সের ভিতর ছোট্ট একটা ক্যাপসুল আছে, ফাটিয়ে দিলে মারাত্মক নার্ভ গ্যাস ছড়িয়ে পড়বে, দম না আটকালে দু'সেকেন্ডের মধ্যে জ্ঞান হারাবে সবাই। আরও আছে...

অকস্মাৎ কনফারেন্স রুমের ছয় দরজা দিয়ে পিল পিল করে লোক ঢুকতে শুরু করল। সবাই তারা সশস্ত্র, দ্রুত নিরস্ত্র করছে পাহারায় থাকা পুলিশদের।

'হ্যান্ডস আপ! হ্যান্ডস আপ!' হ্যান্ড মাইকে ঘোষণা হচ্ছে। 'এটা ফেডারেল পুলিশ আর এফবিআই-এর জয়েন্ট অপারেশন। প্যারা সিটি পুলিশের সমস্ত সদস্যকে অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করতে বলা হচ্ছে।'

রানা আর দুই ডিটেকটিভকে ঘিরে ধরল সিভিল ড্রেস পরা এফবিআই এজেন্টরা, নেতৃত্ব দিচ্ছে হার্ভে মিলান-তার মাথায় হেডফোন দেখা যাচ্ছে । ওয়েফার আর ডিলানকে নিরস্ত্র করল তারা। পিস্তল আর ছুরি ফিরিয়ে দেওয়া হলো রানাকে।

কনফারেন্স টেবিলের মাথায় দেখা গেল আরেকদল এফবিআই এজেন্টদের, মেয়রের উপস্থিতিতে পুলিশ চিফ ম্যাক্স হারপারকে গ্রেফতার করছে তারা।

নীল সুট পরা এক সুদর্শন তরুণ রানার সামনে এসে দাঁড়াল। 'আমি ববি মার্শ' ধন্যবাদ, সার। আমাকে আপনি চিনতে পারছেন?'

'সেমিট্রিতে কথা হয়েছিল, সিআইএ এজেন্ট,' বলল রানা। 'ধন্যবাদটা কীসের?'

'ঘরের শত্রুকে ধরতে সাহায্য করায়,' বলল মার্শ। 'আপনি নিশ্চিত থাকুন, বিশেষ ট্রাইবুনালে বিচার করা হবে ওদের। দুঃখিত, ওদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহের জন্যে একটু নাটক করতে হয়েছে। মেয়র আর মিস্টার মিলান ইচ্ছে করেই কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে আসেন, পুলিশ চিফ যাতে নিজের আসল চেহারা দেখাবার সুযোগ পায়।'

মাথা থেকে হেড গিয়ার খুলে হাসল মিলান। 'ওদের সব কথা মাইক্রোফোনে শুনেছি আমরা, টেপে সব রেকর্ডও করা হয়েছে।'

মিটিংটা নতুন করে শুরু হয়ে শেষ হলো রাত বারোটায়। সিদ্ধান্ত হলো, অপারেশনে অংশ নেবে ফেডারেল পুলিশ, এফবিআই আর রানা এজেন্সি। সিআই-এর তরফ থেকে একা শুধু ববি মার্শ অবজারভার হিসাবে উপস্থিত থাকবে।

অপারেশন পরিচালনা করবে এফবিআই-এর ডিপুটি ডিরেক্টর হার্ভে মিলান। রানা এজেন্সির কর্ণধার মাসুদ রানাকে তার উপদেষ্টা নিয়োগ করা হলো; তা ছাড়াও, ওর ক্লায়েন্টের স্বার্থও দেখবে ও।

সাড়ে বারোটায় প্যারাডাইস লারগোয় ফিরে এল রানা। স্থানীয় পুলিশদের আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে, তাদের বদলে র‍্যাঞ্চ হাউস ঘিরে রেখেছে ফেডারেল পুলিশ।

ব্যারিয়ারের সামনে স্কটের সঙ্গে গল্প করছিল তাদের দু'জন। তোবড়ানো ক্যাডিলাকটাকে থামতে দেখে এগিয়ে এল তারা। মেয়রের অফিস থেকে ইস্যু করা নতুন আইডি কার্ড দেখাল রানা।

'ওহ, মিস্টার রানা, সার!' বলে দু'জনেই কেতারদুস্তর ভঙ্গিতে স্যালুট করল।

মিটিঙে সিদ্ধান্ত হয়েছে, ড্যানিয়েল হেরিংটনের বডিগার্ড জুলিয়াসকে কী ঘটতে যাচ্ছে আভাস দিয়ে সতর্ক থাকতে বলা হবে। সে-ই রানাকে বাগানবাড়ির গেট খুলে

দিল। চোখ-মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে ভীষণ উত্তেজিত। তাকে নিয়ে কটেজে, টেনিসনের কাছে চলে এল রানা।

ওদের জন্য স্যান্ডউইচ আর স্কচের বোতল নিয়ে করছিল সে। কী ঘটতে যাচ্ছে সংক্ষেপে ওদেরকে তার একটা আভাস দিল রানা। সবশেষে বলল, 'গোলাগুলি মানেই তো বিকট আওয়াজ। মিস্টার হেরিংটনকে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখাটাই বোধহয় ঠিক হবে।'

মুচকি হেসে টেনিসন জানাল, কাজটা আগেই সেরে রেখেছে সে।

খাওয়াদাওয়া করল ওরা। ওদের আজ বানানো গল্প নয়, একটা সত্য কাহিনী শোনাল রানা-মাসুদ রানাকে কী কারণে পাগড়ি পরা হরভজন সিং সাজতে হলো।

শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনল গল্পটা।

হাতঘড়ি দেখল রানা। এখনও এক ঘণ্টা। ওদেরকে বলে বাগানে চলে এল ও, প্যাচানো লোহার সিড়ি বেয়ে টাওয়ারে উঠল। ওর সরাসরি নীচে কয়েকটা ছায়ামূর্তিকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে। ফেডারেল পুলিশ আর এফবিআই এজেন্টরা এরই মধ্যে পজিশন নিতে শুরু করেছে।

র‍্যাঞ্চ হাউসের মূল দালানটার দিকে তাকাল রানা। অন্ধকারে ডুবে আছে। ভাবল, তারা কি কোন পাহারার ব্যবস্থা করেনি? রোকো আর মিরান্ডা তো প্রফেশনাল, অসতর্ক হওয়া তাদের একদম সাজে না। নাকি ভেবেছে লারাগোর সিকিউরিটি সিস্টেম একেবারে নিশ্ছিদ্র? হতেও পারে।

অন্ধকারেও মিলানের লম্বা কাঠামো চিনতে পারল রানা। 'সব অন্ধকারে মোড়া,' নরম গলায় বলল ও। 'কিছুই নড়তে দেখছি না।'

চোখ তুলে টাওয়ারের দিকে তাকাল মিলান, বিড়বিড় করে ধন্যবাদ জানাল, তারপর নিজের কয়েকজন সঙ্গীকে ডেকে নিয়ে নির্দেশ দিল। লোকগুলো গেটের কাছে পজিশন নিচ্ছে।

এখনও অস্পষ্ট, তবে হেলিকপ্টারের আওয়াজ পেল রানা। টাইগারকে নির্দেশ দেওয়া আছে রানার, টর্চ জেলে সংকেত না দেওয়া পর্যন্ত মাথার উপর চক্কর দিতে হবে পাইলটকে, তারপর ফ্লাডলাইট অন করবে সে, ল্যান্ড করবে র‍্যাঞ্চ হাউসের লনে।

মিলানকে বলতে শুনল রানা, 'কারেন্ট বন্ধ করতে বলো।'

আলো নিভে গেল।

ঘন মেঘের কিনারা থেকে উঁকি দিচ্ছে চাঁদ, গেটের কাছটায় বেশ আলো পড়েছে।

চারজন ফেডারেল পুলিশকে দেখতে পাচ্ছে রানা, রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি ঠেলে আনছে। মিলানের নির্দেশে আরেকদল ফেডারেল পুলিশ গেটটা পুরোপুরি খুলে ফেলল, চার পুলিশ গাড়ি নিয়ে গেটের ভিতর ঢুকছে।

তাদের সামনে লম্বা ড্রাইভওয়ে। একশো গজ পেরিয়ে বিশাল লনের সামনে থামল। মিলানের লোকজন চারপাশের ঝোপে গা ঢাকা দিল, খোলা লনে একজনও থাকল না।

উপদেষ্টা হিসাবে ওই গাড়িকে ওখানে নিয়ে যাওয়ার বুদ্ধিটা রানার দেওয়া। হঠাৎ আলো জ্বলল ওটা থেকে-সাধারণ হেডলাইটের আলো নয়, শক্তিশালী স্পট লাইটের চোখ-ধাঁধানো রশ্মি।

সেই চোখ-ধাঁধানো রশ্মির টানেল বাড়ির সামনেটাকে আলোকিত করে তুলল।

মুখের সামনে একটা বুলহর্ন তুলে রোকো কারসিয়োকে মাথার উপর হাত তুলে বাইরে বেরিয়ে আসার নির্দেশ দিল মিলান। তার যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর কয়েকগুণ জোরালো হয়ে প্রকাণ্ড হাতুড়ির মত আঘাত করল বাড়িটাকে।

কিছুই ঘটল না।

একই নির্দেশ বারবার দিয়ে যাচ্ছে মিলান। রানা অনুভব করল ওর গাল বেয়ে ঘাম গড়াচ্ছে।

বাড়ির ভিতর থেকে এখনও সাড়া দিচ্ছে না কেউ।

মিলান কোন ঝুঁকি নিচ্ছে না। আড়াল থেকে না বেরিয়েই নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে সে। ইতিমধ্যে পুলিশ আর এফবিআই এজেন্টরা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে, গা ঢাকা দিয়ে আছে ফুলগাছের পিছনে।

মাথার উপর কান ঝালাপালা করা কপ্টারের আওয়াজ। খুদে কয়েকটা লাল-নীল আলোর বিন্দু মিটমিট করছে।

তারপর হঠাৎ ঝন ঝন করে একটা আওয়াজ হলো। বাড়ির জানালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়েছে প্রথম গ্যাস বোমাটা। কয়েক সেকেন্ড পর লনে বেরিয়ে আসতে শুরু করল গ্যাস।

প্রথম চেহারা দেখাল নিগ্রোটা, ম্যাক গোয়েন। এক ঝটকায় সদর দরজা খুলে ফেলল সে। হাতের আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠল, গাঢ় ছায়ার দিকে ছুটছে, চোখ-ধাঁধানো আলো থেকে দূরে।

ঠাস করে পিস্তলের গুলি হলো একটা। স্থির হয়ে গেল গোয়েন, শিরদাঁড়া ধনুকের মত বাঁকা করছে, হাত দিয়ে বাতাস খামচাচ্ছে। আরেকটা গুলি হলো, হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল তার। তারপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে।

আরও দু'জন, ভাবল রানা।

বুল-হর্ন থেকে আবার মিলানের নির্দেশ। 'রোকো, মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে এসো।'

গ্যাসের ধোয়া পাতলা হয়ে আসছে।

এই সময় বাড়ির ছায়া ঢাকা দূর প্রান্ত থেকে গুলির শব্দ ভেসে এল। গাড়ির একটা স্পট লাইট গুঁড়িয়ে গেল। অন্ধকারে ঝলসে উঠছে মাজিল ফ্ল্যাশ। একজন পুলিশ বা এফবিআই এজেন্ট গুঙিয়ে উঠল।

ফ্ল্যাশ লক্ষ্য করে একযোগে গুলি করছে অন্যান্য পুলিশ আর এজেন্টরা। এই সময় রোকোকে দেখতে পেল রানা। বাড়ির বাঁকের কাছে কোণঠাসা ইদুরের মত ছটফট করছে। একবার এগোচ্ছে, গুলি হচ্ছে দেখে ঝট করে পিছাচ্ছে, দু'হাতের দুটো পিস্তল থেকে গুলি করছে থেমে থেমে।

তারপর একটা পিস্তল ছুড়ে ফেলে দিল সে। শিরদাঁড়া বাঁকা করে কুঁজো হলো। সাদা শার্টে রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে। হাতের পিস্তলটায় বুলেট ভরে আবার ফায়ার শুরু করল।

মিলানের হাতে গর্জে উঠল অটোমেটিক রাইফেলটা। এক পশলা বুলেটের বোধহয় সবগুলোই গেঁথে গেল রোকোর শরীরে। এক পলকের জন্য মাটি থেকে শূন্যে উঠে পড়ল সে। তারপর ছিটকে পড়ল পিছন দিকে।

মুখের ঘাম মুছল রানা। আর একজন।

'বেরিয়ে এসো, মিরান্ডা!' হুঙ্কার ছাড়ল মিলান। 'হাত দুটো মাথার উপর তুলে বেরিয়ে এসো।'

দীর্ঘ বিরতি। তারপর একটা চিৎকার শুনতে পেল রানা। চোখ-ধাঁধানো আলোয় এমন ভঙ্গিতে বেরিয়ে এল মিরান্ডা, যেন কামান থেকে নিক্ষিপ্ত একটা গোলা।

কলো স্ল্যাকস পরেছে মিরান্ডা, শার্টটা ম্যাজেন্টা রঙের। দোরগোড়ায় হোঁচট খেল সে, চেঁচিয়ে উঠল, 'গুলি করবেন না।' হাত দুটো উন্মত্ত ভঙ্গিতে নাড়োছে। দুই হাতেই কী যেন একটা ধরে আছে। দশ পাও বোধহয় এগোতে পারেনি, বিস্ফোরিত হলো সে।

চোখ ধাঁধানো আলোর দুটো ঝালকানি দেখা গেল। বিস্ফোরণের আওয়াজ ও হলো দুটো। শক ওয়েভের ধাক্কায় আর একটু হলে প্যাচানো লোহার সিঁড়ি থেকে পড়ে যাচ্ছিল রানা। শুনতে পেল বাতাসে শিস কেটে ছুটে গেল শ্র্যাপনেলগুলো।

ধরা দেওয়ার বদলে নিজেকে উড়ীয়ে দিয়েছে মিরান্ডা, জাপানী স্টাইলে, হ্যান্ড গ্রেনেডের সাহায্যে।

নীচে তাকিয়ে দৃশ্যটার উপর দ্রুত একবার চোখ বুলাল রানা। অসুস্থ বোধ করল ও। মিরান্ডার অবশিষ্ট বলতে ছিন্নভিন্ন মাংস, নাড়ীভুঁড়ি আর ভাঙা হাড়।

নীচে নেমে বাগানবাড়ির বাইরে চলে এল রানা, টর্চ জ্বেলে পাইলটকে সংকেত দিল, তারপর গেট দিয়ে ঢুকে পড়ল র‍্যাঞ্চ হাউসে।

ফেডারেল পুলিশ আর এফবিআই এজেন্টরা চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আহত লোকদের স্ট্রেচারে তুলে অ্যামবুলেন্সের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কয়েকজন এফবিআই অফিসার রোকোর লাশ চেক করছে। আরেকটা দল চেক করছে গোয়েনের লাশ। মিলানকে দেখা গেল মিরান্ডার যে-টুকু অবশিষ্ট আছে সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে।

থামল না রানা। দ্রুত পায়ে বাড়ির ভিতর ঢুকল। করিডর ধরে ছুটছে। কয়েকটা দরজা খোলার জন্য থামতে হলো কয়েকবার। তারপর একটা তালা দেওয়া দরজা পেল।

ধোঁয়াটা এখন এতই পাতলা যে ভিতরের বাতাস প্রায় পরিষ্কারই বলা যায়। শুধু ওর চুখ দুটো একটু জ্বালা-জ্বালা করছে। ঠিক তালার উপর লাথি মারল রানা। পর পর কয়েকটা।

এই সময় কারেন্ট ফিরে এল। কাঁপতে কাঁপতে উন্মুক্ত হলো দরজার কবাট।

খোলা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বড়সড় আলোকিত কামরাটা দেখছে রানা। এটা কোন মহিলার বেডরুম। ডাবল বেডটা সরাসরি সামনে।

বেডে বসে আছে শার্লি ভারগাস। দুইহাতে মুখ ঢেকে থরথর করে কাঁপছে সে, ফোঁপানোর আওয়াজ বেরিয়ে আসছে গলার গভীর থেকে।

'মিসেস ভারগাস!' ধীর, শান্ত পায়ে কামরার ভিতর ঢুকল রানা।

শিউরে উঠল শার্লি, ঝট করে মুখ থেকে হাত নামিয়ে রানার দিকে তাকাল। চোখ দুটো বড় হয়ে আছে, চোয়াল ঝুলে পড়েছে। তারপর ভীত-সন্ত্রস্ত পশুর মত লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'ভয়ের কিছু নেই, মিসেস ভারগাস,' নরম সুরে বলল রানা। 'বিপদ কেটে গেছে। আপনি এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

রানার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকল শার্লি। 'আমার বোন।' হাত দুটো তুলে মুখ ঢেকে আবার ফুঁপিয়ে উঠল। 'বলল আত্মহত্যা করতে গেছে। কী ঘটেছে ওখানে?'

রানা বুঝতে পারল, শার্লি ওকে চিনতে পারেনি। 'সব চুকেবুকে গেছে, মিসেস ভারগাস,' বলল ও। 'আমি আপনাকে এখানকার হাঙ্গামা থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। মিস্টার উডকক আপনার জন্য শেরাটন হোটেলের একটা সুইট ভাড়া করেছেন, ওখানে আপনি বিশ্রাম নেবেন। লনে একটা হেলিকপ্টার অপেক্ষা করছে।'

'মিরান্ডা...আমার বোন...মারা গেছে?' রানার দিকে তাকিয়ে আছে শার্লি, ওর কথা হয় বিশ্বাস করতে পারেনি, নয়তো বুঝতে পারেনি। 'ওরা সবাই মারা গেছে?'

'হ্যাঁ। চলুন, যাই, মিসেস ভারগাস। আপনি কিছু সঙ্গে নিতে চান?'

আবার মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করল শার্লি।

তাকে শান্ত হওয়ার জন্য সময় দিয়ে অপেক্ষা করছে রানা। গাঢ় সবুজ ট্রাউজার সুট পড়েছে দেখে ভাবল, হোটেলে ওঠার পর লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে হলে তার আরও কাপড়চোপড় দরকার হবে। এদিক-ওদিক তাকাল ও। 'আপনার তো আরও কাপড়চোপড় লাগবে। কোথায় কী আছে বলুন, একটা সুটকেসে সব আমি ভরে নিচ্ছি।'

কেঁপে উঠল শার্লি, তারপর একটা হাত তুলে ক্লজিটটা দেখাল। 'ওখানে সব আছে।'

ক্লজিট খুলে বড়সড় একটা সুটকেস পেল রানা।

'মিরান্ডা সব আমাকে গুছিয়ে রাখতে বলেছিল,' ধরা গলায় বলল শার্লি। জানত পথটা এখানেই শেষ।'

'চলুন,' বলে সুটকেস নিয়ে দরজার দিকে ফিরল রানা।

দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল মিলান।

'সব ঠিক আছে, মিস্টার মিলান। আপনি সুটকেসটা ধরুন। আমি মিসেস ভারগাসকে সাহায্য করছি।'

এগিয়ে এসে শার্লিকে দাঁড়াতে সাহায্য করল রানা। তাকে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে সদর দরজার দিকে হাঁটিয়ে আনল। গাড়িতে ফিট করা স্পট লাইটটা

নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। তবে মিরান্ডার ছিন্নভিন্ন শরীরের গন্ধটা উত্তপ্ত বাতাসে এখনও মিশে আছে।

সেই বাতাসে এক কি দু'বার শ্বাস নিয়েই চেঁচিয়ে উঠল শার্লি, তারপর জ্ঞান হারাল। পড়েই যেত, তাড়াতাড়ি দু'হাতের উপর তুলে নিল তাকে রানা, হন হন করে কপ্টারের দিকে এগোচ্ছে। কপ্টারের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে হার্ভে মিলান আর লেমন টাইগার।

'ধন্যবাদ, মিস্টার রানা, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে,' রানাকে বলল মিলান। 'আমার মোবাইল নম্বর তো আপনার কাছে আছেই, যখনই কোন দরকার হবে ফোন করবেন, প্লিজ।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বলে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'সি ইউ,' বলে আরেকদিকে চলে গেল মিলান।

'ইয়েস, বস্!' সে চলে যেতেই লেমন টাইগার সহাস্যে স্যালুট করল রানাকে। তার সাহায্য নিয়ে শার্লিকে কপ্টারের ভিতর ঢোকাল রানা। দরজা দিয়ে সুটকেসটা ভিতরে ঠেলে দিল মিলান। শার্লিকে রানা ব্যাক সিটে শুইয়ে দিয়েছে। 'লেট'স গো!' পাইলটকে বলল ও।

কপ্টার আকাশে উঠছে, ঘাড় ফিরিয়ে শার্লির দিকে তাকাল রানা। মুখটা সাদা হয়ে আছে, চোখ বন্ধ। একটু অবাক লাগছে, শার্লি ওকে চিনতে পারছে না কেন? কারণটা বোধহয় শক। বোনকে হারাল, স্বামীকে হারাল। তার আগে হারিয়েছে প্রিয় ননদকে। শেরাটন হোটেলের ছাদের উপর পৌঁছাতে দশ মিনিটও নিল না পাইলট। ল্যান্ডিং লাইট অন করল সে। পিটার উডককে দেখতে পেল রানা, পাশে দাঁড়িয়ে একজন নার্স, আর সাদা কোট পরা দু'জন ইন্টার্ন।

প্যাডে নামছে কপ্টার, শার্লির জ্ঞান ফিরে এল। নড়ে উঠল সে, চোখ মেলল, তারপর উঠে বসল। 'কী ব্যাপার?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল। 'আমি কোথায়?'

ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল রানা। কেবিনের আলো দু'জনের মুখ উদ্ভাসিত করার জন্য যথেষ্ট উজ্জ্বল। 'মিসেস ভারগাস, এখন আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ,' বলল ও।

'আপনাকে আমরা শেরাটন হোটেলে নিয়ে এসেছি। মিস্টার উডকক আপনার দায়িত্ব নেয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

রানার উপর স্থির হয়ে আছে শার্লির দৃষ্টি। 'আপনি কে?'

'আমি আপনাকে উদ্ধার করেছি,' বলে মন ভোলানো হাসি উপহার দিল রানা, তবে শার্লি এখনও ওকে চিনতে না পারায় ফের অবাক হচ্ছে। 'আপনার ভয়ের কিছু নেই। এখন আপনি নিরাপদ।'

কপ্টারের দরজা খুলে দিল পাইলট। বাইরে বেরুল রানা। টলমল পায়ে শার্লিও বেরুল, পাইলট তাকে সাহায্য করল। তারপর তার একটা হাত ধরল রানা। ওর গায়ে খানিকটা হেলান দিল সে। ব্যস্ত, উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে ছুটে আসছে উডকক।

শার্লির দায়িত্ব নিল ইন্টার্ন দু'জন। অভয়দানের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য উডককে জায়গা ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এল রানা।

আর কিছু করার নেই ওর। ছাদের উপর দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শার্লিকে, তার পাশে রয়েছে উডকক, নীচু গলায় কী যেন বলছে তাকে। এলিভেটরের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। ওটা রেস্ট হাউসে পৌঁছে দেবে শার্লিকে। হঠাৎ ঝট করে ঘুরল সে। 'আমার সুটকেস কোথায়?'

কণ্ঠস্বরের ওই কর্কশ জরুরি তাগাদাই ধরিয়ে দিল তাকে। এতক্ষণ পর্যন্ত রানাকে বোকা বানাতে পেরেছে সে, কিন্তু এখন তার ধমকের সুরটা ওর শিরদাঁড়ায় ঠান্ডা শিহরণ বইয়ে দিয়েছে। এই মাত্র স্বামী আর বোনকে হারিয়েছে, এমন কারও গলার আওয়াজ এটা হতে পারে না। সবাই যাকে 'ভাল' মেয়ে বলে জানে, এ কণ্ঠস্বর তার হওয়াও সম্ভব নয়। এই আওয়াজ বেরুবে শুধু বিপজ্জনক, ভয়ঙ্কর, নির্মম একজন ক্রিমিনালের কণ্ঠ থেকে।

দীর্ঘ এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রানা, ধাক্কাটা সামলে নেওয়ার চেষ্টা করছে। তারপর ওর মগজ কাজ শুরু করল। এখানেই তো সেই ধাঁধার জবাব পাওয়ায় যাচ্ছে, যাকে শার্লি বলে মনে করেছিল সে কেন ওকে চিনতে পারেনি। কীভাবে পারবে? ও যে মিরান্ডা! মিরান্ডা তো ওকে কখনও দেখেনি!

মনের পরদায় দৃশ্যটা আরেকবার ভেসে উঠল—যাকে মিরান্ডা বলে মনে করেছিল র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে, চিৎকার করে বলছে, ‘গুলি করবেন না!’

আসলে কী ঘটেছিল?

আত্মরক্ষার মরিয়া চেষ্টায় নিজের বোনকে বলি দিয়েছে মিরান্ডা। স্ট্র্যাপ দিয়ে শার্লির হাতে জ্যান্ত গ্রেনেড আটকে দিয়েছে সে, তারপর নিতম্বে লাথি মেরে বাড়ির বাইরে ঠেলে দিয়েছে, জানত গ্রেনেড দুটো ফাটলে তার বোনের অবশিষ্ট বলতে থাকবে শুধু ভাঙা হাড়, ছিন্নভিন্ন মাংস আর নাড়িভুঁড়ির স্তূপ-হাত থাকবে না, কাজেই সংগ্রহ করা যাবে না আঙুলের ছাপও।

কিন্তু দুটো মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে মিরান্ডা। রানাকে চিনতে ব্যর্থ হয়েছে সে, কারণ ওকে তো কখনও দেখেইনি; আর নিজের জন্য গুছিয়ে রাখা সুটকেসটা তার কাছে এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে ওটা কোথায় জিজ্ঞেস করার সময় নিজের মুখোশ খসিয়ে ফেলে।

জবাব দেওয়ার জন্য নিজের উপর জোর খাটাতে হলো রানাকে। ‘কোন সমস্যা নেই, মিসেস ভারগাস। আমি নিয়ে আসছি ওটা।’

ইন্টার্ন দু’জন মিরান্ডার আরও কাছাকাছি হলো। তাদেরকে নিয়ে এলিভেটরে চড়ল উডকক।

কপ্টারের কাছে ফিরে এসে পাইলটের হাত থেকে ভারী সুটকেসটা নিল রানা। ওখানে দাঁড়িয়ে চিন্তা করল পরিস্থিতিটা কীভাবে সামলানো উচিত, তারপর এলিভেটরের সামনে এসে দাঁড়াল। ওর মনে পড়ে গেছে, এই মিরান্ডাই গুলি করেছে গিল্টি মিয়াকে।

কপ্টার নিয়ে পাইলট চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপর তালা দেওয়া সুটকেসটা খুলতে পিস্তলের ব্যারেল ব্যবহার করল। খুলে গেল তালাটা।

কাপড়াচোপড়ের ভাঁজে একটা .৩৮ পিস্তল পেল রানা, পাশেই পড়ে আছে একজোড়া হ্যান্ড গ্রেনেড আর একটা চেক বই। চেক বইটা খুলে পরীক্ষা করল ও।

বইয়ের প্রতিটি পাতায় শার্লি ভারগাসের সই রয়েছে। উপলব্ধি করল, চেক বইটার মূল্য হবে এক বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি।

বইটা জ্যাকেটের পকেটে চালান করে দিল রানা। পিস্তল আর গ্রেনেড দুটো লুকিয়ে রাখল ছাদকে ঘিরে থাকা নর্দমায়। সাবধানে তালাটাও আবার লাগাল সুটকেসে। তারপর এলিভেটরে উঠে নেমে এল পেন্টহাউস ফ্লোরে।

বিষন্ন আর মনঃক্ষুন্ন উডককে পেল রানা করিডরে, বন্ধ একটা দরজার উপর চোখ রেখে পায়চারি করছে। 'মিস্টার সিং?' বলল সে। 'মিসেস ভারগাস তার সুটকেসটা চাইছেন।'

'চাইবেই তো,' বলল রানা।

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কী ঘটছে!' অভিযোগের সুরে বলল উডকক 'মিসেস শার্লি চিকিৎসা নিতে রাজি নন। বলছেন একা থাকতে চান। তাঁর আরামের জন্যে এত কষ্ট করার পর--আমাকে তিনি একরকম ধাক্কা দিয়ে কামরা থেকে বের করে দিলেন!'

কারণটা বুঝতে পারছে রানা। 'ব্যাগটা দিচ্ছি তাকে আমি। বিরাট শক পেয়েছে তো, লম্বা একটা বিশ্রাম নিতে পারলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কিন্তু ইতিমধ্যে ভোর হয়ে এসেছে!' বলল উডকক। 'আমারও তো বিশ্রাম দরকার! আজ আমার অন্য অনেক কাজ আছে! আমি বাড়ি চললাম!'

'তাই যান, মিস্টার উডকক,' বলল রানা। 'সুটকেসটা দিয়ে আমিও কেটে পড়ব।'

উডককে এলিভেটরে ঢুকতে দেখল রানা। হোলস্টারে ভরা পিস্তলটা নেড়েচেড়ে একটু ঢিলে করে রাখল। তারপর নক করল দরজায়। 'আপনার সুটকেস, মিসেস ভারগাস।'

ঝাঁকি খেয়ে খুলে গেল দরজা।

রানার দিকে তাকিয়ে আছে মিরান্ডা। চেহারায় লাবণ্যহীন, চাছাছোলা একটা ভাব; চোখ দুটো চকচক করছে।

'নামিয়ে রাখুন,' বলল মিরান্ডা, এক পা পিছিয়ে গেল।

সামনে এগিয়ে কামরার ভিতর সুটকেসটা নামাল রানা।

‘ধন্যবাদ,’ বলল মিরান্ডা। ‘এবার আমাকে একা থাকতে দিন।’

যেন ভোজবাজির মত রানার হাতে বেরিয়ে এল পিস্তলটা। ‘কোন রকম চালাকি নয়, মিরান্ডা।’

একটা ভুরু উঁচু করল মিরান্ডা। ‘আচ্ছা! কে তুমি?’

‘মাসুদ রানা!’

চোখ সরু হয়ে গেল মিরান্ডার। জায়গা মত টোকা দিয়েছে রানা। রানা এজেন্সি, বাংলাদেশী দূতাবাস, মাসুদ রানা-এ-সব শব্দ তাঁর পরিচিত। ‘ও, তুমিই তা হলে?’ বাঁকা চোখে রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল সে, ঠোঁটে বিদ্রুপের রেখা।

‘হ্যাঁ, আমিই,’ বলল রানা। ‘নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ সবাইকে সরিয়ে দিয়ে একা কেন এসেছি?’

কাঁধ ঝাকাল মিরান্ডা। ‘না বললে কী করে বুঝব?’ বলে পিছিয়ে গেল সে, একটা সেটির উপর বসে পায়ের উপর পা তুলল। ‘আমি মনে করি দুনিয়ার সবার সঙ্গে নেগোসিয়েশন সম্ভব। কত চাও? কত পেলে খুশি হও?’

হাসল রানা। ‘একটা বোটে ছিল ও। পয়তাল্লিশের মত বয়স, খুব রোগা, চোখ দুটো অত্যন্ত সরল। মনে পড়ে?’

মিরান্ডার চোখে সন্দেহ আর সংশয়। ‘প্রলাপ বকছ? তুমি পাগল।’

‘তুমি ছিলে জর্জ ভারগাসের ইয়াটে...’

এবার চমকে উঠল মিরান্ডা। ‘বুঝেছি। কে সে? রানা এজেন্সির পিয়ন বা চাপরাশি? তো কী হয়েছে?’

‘ওই লোকটা আমার খুবই প্রিয় একজন মানুষ,’ বলল রানা। ‘তাকে তুমি অসহায় পেয়ে খুন করার জন্য গুলি করেছ।’

‘কে অস্বীকার করেছে করিনি? ক্ষতিপূরণ চাও!’

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল রানা। তারপর জানতে চাইল, ‘নিজের বোনকে খুন করতে কেমন লাগল তোমার?’

‘ওটা তো এক তাল কাদা ছিল। বোকার হদ্দ বোকা, যার মাথায় একরাত্তি মগজ নেই, তার বেঁচে থেকে লাভ কী?’ দৃষ্টি সরে গিয়ে সুটকেস থেকে ঘুরে এল। ‘দেখতে পাচ্ছি তালাটা ভাঙা হয়েছে। চেক বইটা তুমি সরিয়ে ফেলেছি?’

‘হ্যাঁ,’ বলল রানা। ‘ওটা মিস্টার উডককে ফেরত দেব। হার্ডঅয়্যারগুলো ছাদে।’

আবার কাঁধ ঝাঁকাল মিরান্ডা। ‘সময় নষ্ট করে লাভ কী, কত চাও বলে।’

‘ওই এক তাল কাদা তোমার মায়ের পেটের আপন বোন ছিল। তা-ও আবার যমজ। শোনা যায় যমজদের নাকি পরস্পরের প্রতি অনেক বেশি মায়া থাকে...’

‘কী সব প্রলাপ বকছ! রাবিশ! তাড়াতাড়ি বলো কত পেলে তোমার খাই মিটবে, ঝামেলাটা মিটিয়ে ফেলি।’

‘তোমার কি সত্যি খারাপ লাগল না? একটুও মায়া হলো না?’ রানা যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না। নিজের বোনকে কেউ এভাবে মারতে পারে?’

‘আমি পারি!’ তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রায় খেঁকিয়ে উঠল মিরান্ডা। ‘আর পারব না-ই বা কেন? যমজ হয়ে জন্ম নিলাম, ছোটবয়সে মা বাবাকে হারিয়ে এর-তার কাছে অযত্ন-অবহেলায় বড় হলাম, তারপর ওর একার কপালে জুটল বিলিওনেয়ার স্বামী। কেন? ওরকম একটা স্বামী আমার কপালেও কেন জুটল না?’

‘তুমি অসৎ লোকের হাত না ধরে বোনের সাহায্য চাইতে পারতে। তোমাকে যে রকম ভালবাসত, দু’পাঁচ মিলিয়ন কী আর না দিত!’

‘তা তো সে দিতে চেয়েছিলই!’ বলে হেসে উঠল মিরান্ডা। ‘বোকাটা বোঝেনি, অত কমে আমি সন্তুষ্ট হবার পাত্রী নই।’

‘গিল্টি মিয়া না-ও বাঁচতে পারত, মিরান্ডা,’ বলল রানা।

‘হ্যা, না-ও বাঁচতে পারত। তো এখন কী হবে?’

‘কী হবে?’ হাসল রানা। আমি ঠিক এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করব। যতক্ষণ প্রইয়োজন। যতক্ষণ না তুমি কোন ভুল করো।’

'আমি ভুল করব? কী ভুল করব?' প্রচন্ড রাগে চিৎকার করতে ইচ্ছে হলেও, অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখছে মিরান্ডা।'

'কী ভুল করবে তা তো জানি না,' বলল রানা। 'এমন হতে পারে পিস্তলটা কেড়ে নেয়ার জন্যে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তুমি। ওটাকেই আমি তোমার ভুল মনে করব। আর তোমার ওই ভুলটা গুলি করার অজুহাত এনে দেবে আমাকে।'

হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল মিরান্ডা। 'ঠিক আছে, করো গুলি,' হাসিতে একটু বিরতি দিয়ে বলল সে। 'ধরে নাও আমি ভুল করেছি, তুমিও গুলি করার অজুহাত পেয়ে গেছ...' আবার তার উচ্চকিত হাসি শুরু হলো। হাসির দমকে কুঁজো হয়ে যাচ্ছে সে।

কুঁজো হয়ে হাতটা সেটির হাতলের কাছে, একটা ভাঁজের ভিতর ঢুকিয়ে দিল মিরান্ডা। তারপর হাতটা যখন ক্ষিপ্রবেগে বের করে আনল, দেখা গেল তাতে একটা পিস্তল রয়েছে।

তাক করাই ছিল, নিজের পিস্তলের ট্রিগার টেনে দিল রানা।

গুলিটা মিরান্ডার পিস্তল ধরা হাতের কবজি ভেঙে একেবারে গুড়িয়ে দিয়েছে, আর পিস্তলটা ছিটকে চলে গেছে কামরার আরেক প্রান্তে।

সন্ত্রাসী কালনাগিনী রানার দিকে হিংস্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে ফোঁস ফোঁস করে বিষনিঃশ্বাস ফেলছে। ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে হাতের ক্ষত থেকে, অথচ চোখে না আছে একফোঁটা পানি, আর গলায় না আছে কাতর কোন আওয়াজ!

'এক চুল নড়বে না!' তাকে সতর্ক করে দিল রানা, তারপর সাবধানে টেলিফোনটার দিকে এগোল। এরপর মাথায় গুলি করব।'

মিরান্ডার পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে ভরল রানা, তারপর এফিবিআই-এর হার্ভে মিলানকে ফোন করে দ্রুত হোটেলে চলে আসতে বলল।

'তুমি গাধা নাকি?' হিসহিস করে উঠল মিরান্ডা। 'এখনও সময় আছে...আমি বাঁচতে পারি, তুমি হতে পারো কোটি কোটি ডলারের মালিক।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে খোলা দরজার কাছে ফিরে এল রানা। ‘এফবিআই আসছে,’ একটা চেয়ার টেনে বসল। ‘তোমার প্রলাপ শুনে সময়টা কাটানো যেতে পারে। হ্যাঁ, কী যেন বলছিলে?’

‘এখনও সময় আছে...

বাধা দিল রানা। ‘নতুন কিছু থাকলে বলো। এটা তো শুনলামই।’

রানা যে ব্যঙ্গ করছে, এতক্ষণে বুঝতে পারল মিরান্ডা। দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড বিরতির পর জিজ্ঞেস করল সে, ‘আমাকে তুমি মেরে ফেলছ না কেন?’

নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। তারপর বলল, ‘এটাই তোমার আসল শাস্তি, মিরান্ডা। সারাটা জীবন জেলে পচবে তুমি। আর কত বড় পাপ করেছ ভেবে বিবেকের দংশনে ছটফট করবে!’

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না রানাকে, একজন ডাক্তারকে নিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল হার্ভে মিলান।

***

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

বেঈমান

কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানার মত সিনিয়র এজেন্টরা যাকে গুরু বলে
মান্য করে, এ হলো বিসিআই-এর সেই অমূল্য রত্ন
খালিদ হাসান। রানার প্রতি তার চ্যালেঞ্জ-হয় তুমি আমাকে
মারো, না হয় আমি তোমাকে মারি। আশ্চর্য, লোকটা
পাগল নাকি! একে তো খালি হাতে পালায়নি, তার উপর
পিছনে ফেলে রেখে গেছে প্রিয় শিষ্য আর বন্ধুদের লাশ।
তবে যে যাই বলুক, রানা বুঝতে পারছে
তার কোথায় যেন গভীর একটা ব্যথা আছে।
বসের নির্দেশ, তাই তাকে মারতে বেরিয়েছে ও।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
প্রজাপতি শো রুম: ৩২/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক ঘভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যাক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনিয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন – প্রয়োজনে ২টি কাগজ নিন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে?

-কা. আ. হোসেন।

নাজমুন নাহার তালুকদার (রুমা)

ইসলামপুর, জামালপুর।

আমি সেবার একজন পুরানো নিয়মিত পাঠিকা। ক্লাস নাইন থেকে তিন গোয়েন্দা দিয়ে শুরু, তারপর সেবা রোমান্টিক। বর্তমানে আমি এইচএসসি পরীক্ষার্থী। গত তিন বছর ধরে মাসুদ রানা পড়ছি। ২০০১ সালে মাসুদ রানার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। আমার আম্মা রানার অনেক পুরানো ভক্ত। সেই ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি মা পড়েন রানার বই। হঠাৎ একদিন 'অ্যাম্বুশ' আর 'আবার সেই দুঃস্বপ্ন' পড়লাম। চমৎকার লাগল।

রানার প্রায় ১৫০টির মতো বই পড়েছি। সবচেয়ে ভাল লেগেছে। 'অপহরণ', 'মাদকচক্র', 'মৃত্যুপ্রহর', 'গহীন অরণ্য', 'চারিদিকে শত্রু', 'মহা বিপদ সঙ্কেত', 'অগ্নিপুরুষ', 'নকল রানা', 'পালাবে কোথায়', 'তুষারযাত্রা', 'স্পর্ধা', 'প্রবেশ নিয়ে', 'নরকের ঠিকানা' এবং 'অন্ধপ্রেম'। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এতো সুন্দর সুন্দর বই উপহার দেবার জন্য।

✿ পড়ার জন্য আপনাকে ও আপনার আম্মাকে আমার ধন্যবাদ।

তামিম

সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা।

আমার সালাম ও শুভেচ্ছা নেবেন। আমি মাসুদ রানা সিরিজের ভক্ত। এর বাইরে সেবার বই কম পড়া হয়। কাজীদা, বারমুডা ট্রায়াঙ্গল নামের একটি বই ১৯৮৩ সালে বের হয়েছে। এরপর বারো বছর চলে গিয়েছে, এ কয়দিনে নতুন কোনও ঘটনা ঘটেছে কি না বা বিজ্ঞানীরা এর রহস্য উদঘাটন করেছেন কি না এসব জানার জন্য আরেকটি বই চাইছি। টাইম ডাইমেনশনের উপর কোনও বই কি আপনারা বের করেছেন? এ-দুটো বিষয়ে নতুন বই আশা করছি। আরও একটি দাবী আছে আমার। সম্পূর্ণ দেশীয় পটভূমিতে সোহানা, রূপা ও গিল্টি মিয়াকে নিয়ে রানার একটি বই লিখুন

✿ বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের পর ওই বিষয়ের উপর আর কোনও বই আমার আমার চোখে পড়েনি। এক-আধটা প্রবন্ধ পড়েক্সহি যদিঈ বিচ্ছিন্ন ভাবে। বই লেখার উপযোগী তথ্য হাতে পেলে এ-ধরনের আরও বই প্রকাশের ইচ্ছা আছে। ...দেশীয় পটভূমিতে সেট করা যায় এমন কাহিনী পাওয়া গেলে লেখা হবে।

রুসনা ও-ঝর্না

গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

প্রথমেই 'কালো নকশা'য় মেয়েদের কিছু ভূমিকা রাখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। মেয়েদের নায়িকা করে কোনও সিরিজ বের করলে হয় না? আপনি একবার বলেছিলেন এজন্য মেয়েদেরই এগিয়ে আসতে হবে। কোনও লেখিকাকে দায়িত্ব দিয়ে দিন না। আশা করছি পাঠিকারা আমাদের প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেবেন।

✿ আর পাঠকরা? তাঁরা যদি বিপক্ষে ভোট দেন, তাহলে হেরে যাবেন। রানা সিরিজের ভক্ত কিন্তু বেশিরভাগই পুরুষ।

মোঃ শাওন হোসেন রাজু

বোয়ালমারী, ফরিদপুর।

শুরুতেই সেবা প্রকাশনীর সকল লেখক ও পাঠক/পাঠিকাদের জানাই আমার আন্তরিক

শুভেচ্ছা ও ভালবাসা। এইমাত্র মাসুদ রানার 'কালো নকশা' বইটি পড়লাম। সত্যি অপূর্ব! বইটি উপহার দেওয়ার জন্য কাজীদাকে কচুরিপানা ফুলের শুভেচ্ছা।

✿ ব্যঙ্গ না সর্প? যা-ই হোক, আমি নিলাম এই শুভেচ্ছ। কারণ ওই ফুলের রঙটা আমার কাছে খুব সুন্দর লাগে। আমিও আপনার শুভেচ্ছা কামনা করছি।

মোঃ শামীম আল-মামুন (নিশাত)

টাঙ্গাইল।

প্রথমেই রইল সালাম ও শুভেচ্ছা। এইমাত্র 'ইশকাপনের টেক্কা' শেষ করলাম। বইটির কাহিনী, প্রচ্ছদ সবকিছুই সুন্দর। তবে, এখানে রানাকে তার পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে আবির্ভূত হতে দেখা যায়নি।

এবার অন্য কথায় আসা যাক সাথে। 'মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা' ও 'বিপজ্জনক' রানার অসাধারণ দুটি বই। তা হলে কাহিনী দুটায় এতো মিল কেন?

✿একই কাহিনী, শুধু পটভূমি আলাদা। স্বাধীনতার পর পর হুমকির মুখে 'মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা' বইটি বাতিল করবার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। পরে তার আর প্রয়োজন পড়েনি। ভিন্ন পটভূমিতে 'বিপজ্জনক' বইটি পাঠক পছন্দ করে ফেলায় ওটাও চলছে পাশাপাশি।

মোঃ আফজাল হোসেন

টিলাগড়, সিলেট।

প্রথমেই 'কালো নকশা' ও 'চাই সাম্রাজ্য' বই দুটির জন্য সেবার সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 'চাই সাম্রাজ্য' রিপ্রিন্ট হলেও আমার মতো নতুন পাঠকদের কাছে তো নতুন। পরপর দু'মাসে দু দুটো অ্যাডভেঞ্চার রহস্য আর অ্যাকশনে ভরপুর মোটাসোটা বই রিপ্রিন্ট করার জন্য আবারও সবাইকে ধন্যবাদ। আশা করছি সামনেই 'শেষ চাল', 'প্রিন্সেস হিয়া' বা 'শকুনের ছায়া'র মত বই রিপ্রিন্ট পাব।

'কালো নকশা'য় দুটো জিনিস ভাল লেগেছে। গণচিন ও মায়ানমারের দেশ পরিচিতি ও সুন্দর প্রচ্ছদ। প্রচ্ছদের জন্য বিপ্লবদাকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা।

✿ ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা পৌঁছে দিলাম।

আবদুল গাফফার কামাল

তাকিয়া রোড, ফেনী।

প্রথমে আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে শুভেচ্ছা নিন। আপনার সৃষ্টি আমার স্বপ্নের নায়ক মাসুদ রানার সব বই আমার কাছে অসাধারণ লাগে। এই মাত্র মাসুদ রানার 'কালো নকশা' বইটি শেষ করলাম। অত্যন্ত ভাল লেগেছে।

২০০২ সালে 'আরেক বারমুডা'র মাধ্যমে রানার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। 'চিনে সঙ্কট' দিয়ে সেঞ্চুরি পূরণ করেছি। তবে সব বইয়ের মাঝে আমার মনে সত্যিকারের দাগ কেটেছে 'অগ্নিপুরুষ' বইটি। এরকম আরও বই আশা করি।

'মেজর রাহাত' বইয়ের ৭৩তম পৃষ্ঠায় ২১তম লাইনে লেখা, 'বার কয়েক চোখ পিটপিট করল রানা।' কিন্তু বলা হচ্ছিল মেজর রাহাত খানের কথা, তাতে মাসুদ রানা কীভাবে এলো? বইটির শেষদিকে একই ফর্ম দুবার আছে, কিন্তু একটি ফর্মা নেই। এখন বইটি কী করি?

✿ ওটা সোজা আমাদের হেড-অফিসে পাঠিয়ে দিন। ওর বদলে ভালো একটি বই আপনার ঠিকানায় পৌঁছে যাবে-যদি আপনার নাম-ঠিকানায় ভুল না থাকে। ...রাহাত লিখতে লিখতে কীভাবে যে কলম দিয়ে রানা বেরিয়ে গেছে টেরই পাইনি। দুঃখিত।

আসলাম সিকদার

লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ।

সালাম নিবেন। মাসুদ রানার 'কালো নকশা' শেষ করেছি। ১১৭-১১৮ পৃষ্ঠায় মিউজিয়ামে সিআইএ ও বিআইবি এজেন্টদের ধরানো এবং কাবু করার কৌশলটা খুবই আনন্দদায়ক হয়েছে। গার্ডদের সাথে কথোপকথনও খুব মজা লেগেছে। কিন্তু যেজন্য লেখা, আমার মতো বোকা লোকও যেখানে 'চতুর্থজন' হিসাবে নন্দিনী অপরূপাকেই সন্দেহ করে ধরতে পেরেছে, সেখানে রানার মত লোক কীভাবে ভুল করল তা বুঝিয়ে বলবেন কি?

✿ হয় রানা আপনার চেয়েও বোকা, নয়তো ধরতে পেরেও না বোঝার ভান করেছিল ব্যাপারটার শেষ দেখবে বলে।

মোঃ জসিম উদ্দিন

বড়লেখা, মৌলভীবাজার।

আমার সালাম নিবেন। এইমাত্র শেষ করলাম মাসুদ রানার ‘ইশকাপনের টেক্কা’। বইটি অসম্ভব ভাল লেগেছে। কাজীদাকে ধন্যবাদ। মাসুদ রানার কোনও বই-ই পড়তে খারাপ লাগে না, সব বইতেই নতুনত্বের স্বাদ পাওয়া যায়। তবে এই বইতে একটা জিনিস ভাল লাগেনি, সেটা হচ্ছে, লি তাই হানের উক্তি: ‘মিস্তার রানা, তুমিই জিতলে, কিন্তু অন্যের সাহায্যে।’

সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো এখানেই খতম।

✿ আপনিও আমাদের শুভেচ্ছ নিন। ইশকাপনের টেক্কা ভাল লেগেছে জেনে ভাল লাগছে। ঠিকই বলেছেন, লি তাই হানের ওকথা বলা ঠিক হয়নি। বেঁচে থাকলে বকে দিতাম দুষ্টটাকে।

শিশির

ফেনী সরকারী কলেজ, ফেনী।

আমি সেবা প্রকাশনী ও মাসুদ রানার একজন ভক্ত। সেবা ও মাসুদ রানার সঙ্গে আমার পরিচয় তিন বছরের কিছু বেশি। রানা সিরিজের কথা আমি প্রথম শুনতে পাই এক বড়ভাইয়ের কাছে। পরে এক সারের কাছ থেকে সংগ্রহ করে পড়া শুরু করি। ১৫০টি রানা ও ১০/১২টি ভলিউম পড়েছি। ‘কালো নকশা’ শেষ করে এই চিঠি লিখছি। বইটি অন্যান্য বইয়ের মতোই শিহরিত হতে বাধ্য করেছে। তবে সোহানা, রূপা এদের উপস্থিতি ইদানীং একদম নেই কেন? আমেরিকা ও ইজরায়েল বিরোধী কোনও বই বের হচ্ছে না কেন? রিপ্রিন্ট বইয়ের দাম বেশি নয় কি?

✿ কালো নকশা ভাল লেগেছে বলে আমরা খুব খুশি। আপনার 'কেন' খুব অবাক করেছে আমাদের। কৈফিয়ত দেওয়ার কোনও প্রয়োজন পড়ে না তবু জিজ্ঞেস করছি: সোহানা-রূপা কাহিনীতে থাকবে, কিংবা আমেরিকা ও ইজরায়েল বিরোধী বই লেখা হবে এমন কোনও কথা কি আমরা দিয়েছি? আর বইয়ের দামের ব্যাপারে এটুকুই বলব; খবচের তুলনায় দাম মোটেই বেশি নয়।

বই পেতে হলে

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব কটি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে অবশিষ্ট টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ১৬ পৃষ্ঠার মূল্য তালিকার জন্য ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।

ভি. পি. পি যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবল মাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

২২/৩/০৫ যমজ ভূত+ঝড়ের বনে+মোমপিশাচের জাদুঘর (তিন গো. ভলি.-৬২)
রকিব হাসান/শামসুদ্দীন নওয়াব

২২/৩/০৫ শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা (রানা রিপ্রিন্ট) কাজী আনোয়ার হোসেন

শয়তানের দোসর: মাঝরাতে অকস্মাৎ মস্কোর আকাশ দিনের মত আলো হয়ে উঠল। আট ঘণ্টা পর একই ধরনের আলোর বিস্ফোরণ ঘটল ওয়াশিংটনেও। ড. সিজার্স দুই রাজধানীর পঁচিশ হাজার মেইল উপরে হাইড্রোজেন বোমা ফাটিয়ে দিয়েছেন। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে আরিজোনায় ছুটে এল মাসুদ রানা। শুরু হলো কেজিবির সঙ্গে দ্বন্দ্ব।

কিলার কোবরা: একটা বিধ্বস্ত প্লেনের আবর্জনা থেকে ছেড়া এক টুকরো কাগজ পাওয়া গেছে। সেটা পড়ে জানা গেল স্পেনের প্রেসিডেন্ট ও মরক্কোর বাদশাকে খুন করার জন্য রওনা হয়েছে কোবরা ছদ্ম নামে একজন প্রফেশনাল খুনী। মাসুদ রানার কাজ হবে তার অপপ্রয়াসে বাধা দেওয়া।

আরও আসছে

৩/৪/০৫ চ্যাম্পিয়ন গোয়েন্দা (তিন গোয়েন্দা) শামসুদ্দীন নওয়াব

৩/৪/০৫ মান্তা ডায়াবলো+মাই কাজিন র‍্যাচেল (কিশোর ক্লাসিক/রিপ্রিন্ট)
স্কট ও'ডেল+ড্যাফনে দু মরিয়ে/কাজী শাহনূর হোসেন

৬/৪/০৫ রবিন হুড (সেবা রিপ্রিন্ট) কাজী আনোয়ার হোসেন

৬/৪/০৫ অনন্ত যাত্রা ১+২ (রানা/রিপ্রিন্ট) কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা

কালনাগিনী

কাজী আনোয়ার হোসেন

কিছু না খুঁড়তেই সাপ বেরিয়ে আসছে।
ফ্লোরিডা উপকূলে, বোম্বেটেদের ওই
দ্বীপটায় কুখ্যাত ইটালিয়ান ক্রাইম সিন্ডিকেট
রেড বিগ্রেড আস্তানা গেড়েছে । পৌঢ় লেখক
জর্জ ভারগাসের তরুনী সত্রী শার্লি নিজেও
জানেন না কি ভয়ঙ্কর
একটা খেলায় জড়িয়েছে সে ।
ডাক্তাররা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছেন –
গিল্টি মিয়া বাঁচবে তো!?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১০০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০